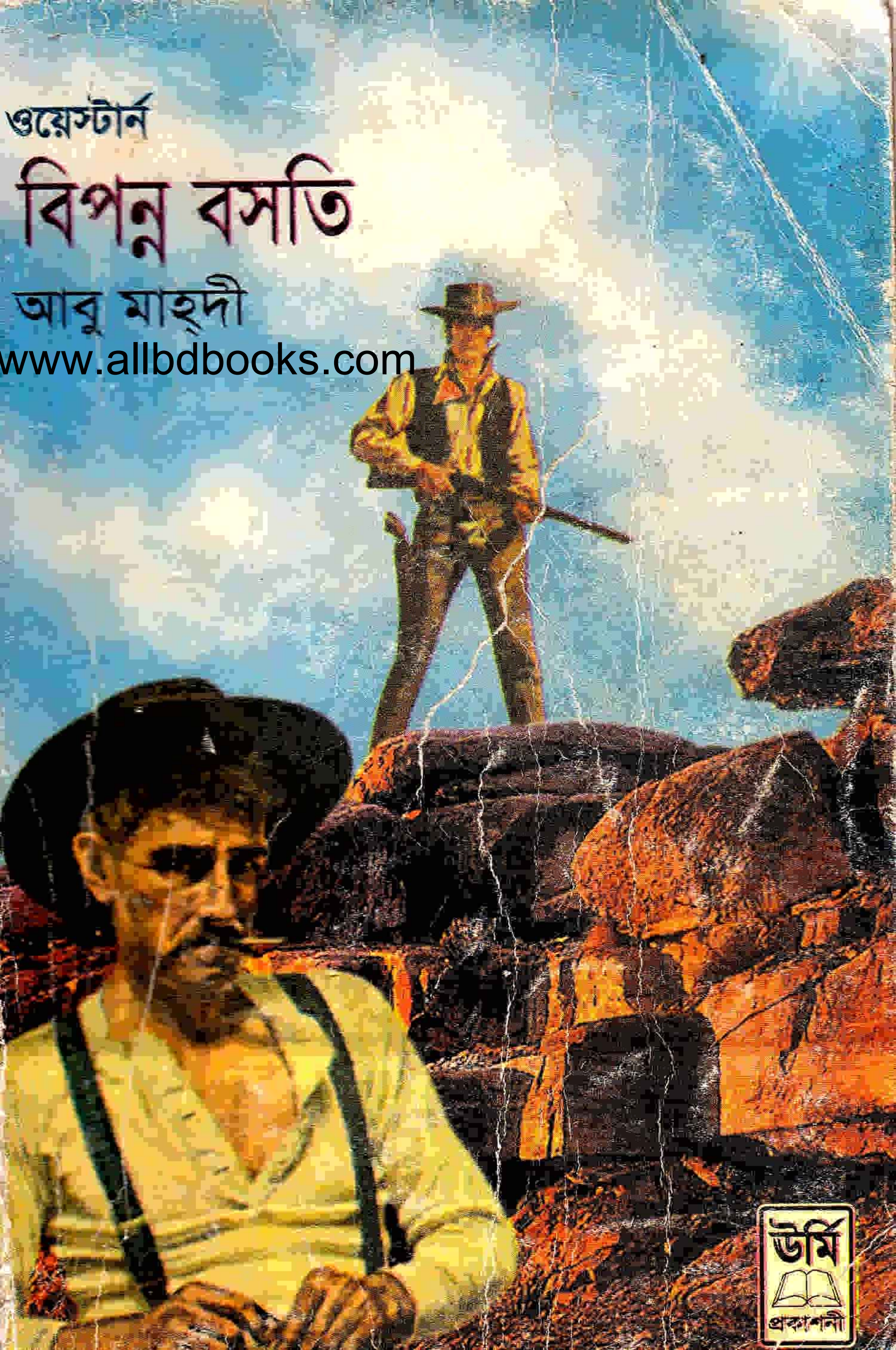

ওয়েস্টার্ন
বিপন্ন বসতি
আবু মাহ্দী
www.allbdbooks.com
উর্মি
প্রকাশনী

এক

ফ্ল্যাগ স্টেশন জুপিটার। গভীর রাত। চারদিকে শুনশান নীরবতা। মেঘহীন আকাশে লক্ষ-কোটি নক্ষত্র গিজগিজ করছে। তার ক্ষীণ আলো স্টেশন বিল্ডিংটাকে ঘিরে একটা আধিভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছে। এ মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই সেটার। দেখতে লাগছে কালচে, দানবীয় আকারের একটা বুদ্বুদের মত।

চকচকে রেল লাইন থেকে ভোঁতা আলো ঠিকরাচ্ছে। কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায় রেখা দুটো, তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকারে নেই হয়ে গেছে। বিল্ডিংটার শ'খানেক গজ দূরে শূন্যে ভাসমান আরেকটা বুদ্বুদ আছে। ওয়াটার ট্যাঙ্ক। তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটা ছায়া। নার্ভাস। কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আছে। তাদের মধ্যে দু জন সিগারেট টানছে।

প্রতি টানে প্রেতের রক্তচক্ষুর মত জ্বলজ্বল করে উঠছে সিগারেটের মাথাগুলো, পরমুহূর্তে তেজ হারিয়ে নিষ্প্রভ কমলা রং ধারণ করছে। দলটার কয়েক গজ পিছনে আরও একজন আছে। আধ ডজন ঘোড়া ও একটা প্যাক মিউল সামলাচ্ছে।

বাতাস নেই এ মুহূর্তে। এক চুল নড়ছে না গাছের পাতা। অথচ পরিবেশে ভীষণরকম চাপা উত্তেজনা। যেন এখনই ভয়াবহ বজ্রপাত ঘটতে যাচ্ছে ধারেকাছে। একটা ঘোড়া নাক দিয়ে খরখর শব্দ করে উঠতে গার্ড লোকটা চাপা গলায় সেটার গুষ্টির পিণ্ডি চটকাল। খানিক পর বহুদূর থেকে

একটা ক্ষীণ, টানা আওয়াজ ভেসে এল। লোকোমোটিভ হুইসল। জ্বলন্ত সিগারেটের মাথা চট্ করে নিচের দিকে নেমে গেল, মাটিতে ফেলে বুটের তলায় পিষে ফেলা হলো সেগুলোকে। অপেক্ষমাণ ছায়াগুলো ঘন ঘন পা বদলাতে শুরু করল। সবাই অস্থির। চেহারায় অনিশ্চয়তার ছাপ। আরও নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

'আসছে!' লীডার বলল। 'রেডি হও। আবার শুনে নাও কাকে কি করতে হবে। ইঞ্জিনের দায়িত্ব আমার। তুমি আর তুমি,' আঙুল তুলে দুজনকে দেখাল, 'ক্রু আর যাত্রীদের সামলাবে, আর তোমরা দুজন এক্সপ্রেস কার ও মেসেঞ্জারকে। কেউ কারও নাম ধরে ডাকবে না, নিজে থেকে কোন পদক্ষেপ নিতে যাবে না। ওকে?'

নীরবে মাথা দোলাল চার ডাকাত। মিনিটখানেক পর দূরে একটা আলোর রেখা দেখা দিল। একটা দীর্ঘ বাঁক ঘুরে এ মুখো হলো ট্রেনটা। 'যার যার পজিশনে চলে যাও। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না।'

ট্রেন এসে পড়ল। আবার বাজল হুইসল্। ব্রেক কষার ফলে লাইনে চাকার ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল, হাজারো স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠল। হেডলাইটের নীলচে আলোর তীব্রতা বেড়ে গেছে, চকচকে লাইনের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে আলোটা। ট্রেনের গতি কমে গেছে। নীরব স্টেশন বিল্ডিং ছাড়িয়ে এল সেটা। ট্যাঙ্কের নিচে থেমে দাঁড়াল।

ফায়ারম্যান টেন্ডারে উঠল। সেখান থেকে ট্যাঙ্কের পাইপ নিয়ে ক্যাবে নেমে কাজ শুরু করে দিল। ওদিকে রেল লাইনের ধারে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে লীডারের সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছে চার ডাকাত। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সঙ্কেত শেষ পর্যন্ত এল না। পানি নেয়ার কাজ শেষ হতে কান ফাটানো হুইসল্ বাজাল ইঞ্জিন।

অন্ধকার স্টেশন বিল্ডিঙের সামনে একটা ল্যান্টার্ন দেখা দিল। কিছু সময় এদিক-ওদিক দুলল সেটা। তারপর লোকগুলোর নাকের সামনে দিয়ে কালচে আকাশে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের পথে রওনা হয়ে গেল এক্সপ্রেস ট্রেন। বোকা হয়ে গেল লোকগুলো। ট্রেন কিছুটা দূরে

সরে যেতে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল তারা, অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ে এল লীডারের কাছে।

'এটা কি হলো, বস্?' একজন তড়পে উঠল। 'ভয় পেয়েছ নাকি? সিগন্যাল দিলে না কেন?'

মাথা নাড়ল লীডার। 'দিইনি বলে নিজেদের কপালকে ধন্যবাদ দাও। যদি দিতাম, এতক্ষণে আমাদের খেলা খতম হয়ে যেতো,' বলে একটু থামল সে। 'তোমরা কেউ স্মোকার কারের দিকে তাকিয়ে দেখোনি নাকি? কিছু খেয়াল করোনি?'

'কি, বস্?'

'কার অন্ধকার ছিল,' ঘেমে ওঠা হাতের তালু প্যান্টের পিছনে ডলে মুছল সে। 'কিন্তু তার মধ্যেও ওটার প্রতিটা জানালায় একজন করে লোক বসা দেখেছি আমি। ওরা নিশ্চই পোসি ছিল। গান ছিল সবার হাতে। কোল্ট, শটগান। ওরা ... ওরা ফাঁদ পেতেছিল আমাদের জন্যে,' শেষ মুহূর্তে গলা কেঁপে গেল লীডারের।

'সত্যি? কেউ একজন রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

'মনে হয় ওটা পাইলট ট্রেন ছিল,' আবার বলল লীডার। 'হোল্ড-আপ করা হয় কি না পরখ করে দেখার জন্য এক্সপ্রেস ট্রেনের আগে আগে পাঠানো হয়েছিল। বুঝলে? ট্রেন দু ভাগ করে পাঠানো হয়েছে যাতে কিছু ঘটলে আমাদেরকে ...'

আরেকটা হুইস্‌ল কানে আসতে চট্ করে থেমে গেল লোকটা। ঘুরে তাকাল সেদিকে।

'বাই জ্যাকস্!' চার সঙ্গীর একজন প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'তোমার কথাই ঠিক, বস্। ওই যে এক্সপ্রেস ...'

আঁধারে চেহারা দেখে কাউকে চেনার প্রশ্নই আসে না, তবু ব্যানডানা হ্যান্ডকারচীফ দিয়ে মুখ বেঁধে নিল পাঁচজনই। গান দেখা দিল তাদের হাতে। একটু পর বাঁক ঘুরল দ্বিতীয় ট্রেনটা মধ্যম গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। গতির কারণে দুলছে একটু একটু। এই ট্রেনটাও স্টেশন বিল্ডিং ছাড়িয়ে এসে ওয়াটার ট্যাঙ্কের নিচে থামল।

স্মোকার কার অন্ধকার নয় এটার, ভেতরে আলো জ্বলছে। ফায়ারম্যানকে টেন্ডারে উঠতে দেখা গেল। পানির পাইপ ধরার জন্য উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়েছিল লোকটা, এমন সময় কাছেই কান ফাটানো কড়াক্! শব্দে আঁতকে উঠল।

সামলে নিয়ে ঘুরে তাকাতে ক্যাবের আরেক মাথায় একটা ছায়া দেখতে পেল সে। গ্যাংওয়ের মাথায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে দুটো ভয়ালদর্শন কোল্ট–একটা ফায়ারম্যানের বুক সই করে ধরা, অন্যটা হাঁ হয়ে থাকা ইঞ্জিনিয়ারের দিকে।

'নিচে নেমে যাও!' ফায়ারম্যানের উদ্দেশে ধমক লাগাল লোকটা। 'ক্যাব থেকে নেমে পড়ো। ইঞ্জিনিয়ার, তুমিও নামো। খবরদার! কোন চালাকী করতে যেয়ো না।'

ভয়ে ভয়ে ক্যাব থেকে নামল লোক দুটো, হাত মাথার ওপর তুলে রেখে এক পা এক পা করে ইঞ্জিনের কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে সন্তুষ্ট হলো কোল্টধারী। বাইরের দিকে পা ঝুলিয়ে ক্যাবের মেঝেতে বসে পড়ল সে, তারপর বাঁ হাতে গান হোলস্টারে রেখে মাটিতে নেমে এল। ট্রেনের লেজের দিকে একটা গুলির শব্দ উঠল, অমনি জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকা ডজনখানেক মাথা সাঁৎ করে গায়েব হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন।

আড়াল থেকে কন্ডাক্টর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, একটা মোটা গলা ধমকে উঠল, 'শাটাপ্!'

একই সঙ্গে একটা হেঁড়ে গলার চিৎকার শোনা গেল, 'মেসেঞ্জার ব্যাটা সারেন্ডার করছে না!'

'করানোর দরকারটা কি?' অন্ধকার থেকে লীডারের জবাব ভেসে এল। 'উড়িয়ে দাও ব্যাটাকে।'

প্রায় তখনই কারের ভেতরে দুটো আগুনের ঝলক ফুটল–শটগানের গুলি। আউটলদের দুটো গান একযোগে আগুন বর্ষণ করে তার জবাব দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেসেঞ্জার, তার শটগানটা শিথিল আঙুলের বেষ্টনী গলে কারের ফ্লোরে আছড়ে পড়ল।

এক আউটল কোটের কলার ধরে তাকে কারের কিনারা পর্যন্ত টেনে আনল, তারপর পা দিয়ে ঠেলে নিচে ফেলে দিল। ধপাস্ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল দেহটা। এবার তারা দুজনে মিলে ভারী ভল্টটা বাইরে নিয়ে এল। কয়েক মিনিট পর বিস্ফোরকের সাহায্যে লিড উড়িয়ে দেয়া হলো সেটার। ভেতরে পাওয়া গেল গোল্ড কয়েন বোঝাই কয়েকটা ক্যানভাস স্যাক। দ্রুত প্যাক মিউল নিয়ে এল ষষ্ঠজন, ঝটপট্ করে সেটার পিঠে তুলে ফেলা হলো স্যাকগুলো।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় আউটলদের একজন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। 'একটা আলো, বস্! মনে হয় পাইলট ট্রেনটা ফিরে আসছে। ওই যে, পশ্চিমদিকে! এটার দেরি দেখে হয়তো কিছু সন্দেহ হয়েছে ওদের!'

দৌড়ে খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল লীডার, দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা আলোটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলছে যেন। চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার। সঙ্গী ঠিকই বলেছে, ট্রেনটার আগের অংশই ফিরে আসছে। আসছে না, এসে পড়েছে। কোচের লাইট দেখতে পাচ্ছে সে।

'সব স্যাক তোলা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ওকে!'

ফায়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারকে লক্ষ্য করে গান তুলল লীডার, ভয় দেখিয়ে তাদেরকে কারে উঠতে বাধ্য করল। তারপর নিজেই ক্যাবে উঠে থ্রটল খুলে দিল। একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে ধীরগতিতে চলতে শুরু করল ইঞ্জিন। সেটার গতি বাড়িয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল লীডার। দেখতে পেল অগ্রসরমাণ এক্সপ্রেসের প্রথম অংশের দিকে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে কুচকুচে কালো রঙের ইঞ্জিনটা।

'আরও জোরে চালাও!' সেটার পাশে পাশে ছুটতে শুরু করল সে, ফায়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারকে গান নাচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে বারবার। 'আরও জোরে চালাও, ম্যান! আরও জোরে চালাও!'

একটু পর পশ্চিম থেকে লোকোমোটিভের জোরাল হুইস্‌ল শোনা গেল। আউটলর দলটা ততক্ষণে প্যাক মিউল নিয়ে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেছে। এক্সপ্রেস কারের জানালায় হঠাৎ আগুনের ঝলক দেখা গেল। তার মানে এতক্ষণে নিজেদের গান খুঁজে পেয়েছে ফায়ারম্যান বা ইঞ্জিনিয়ার। অথবা ট্রিগার টানার মত সাহস।

কোচের জানালায়ও অনেকগুলো ঝলক ফুটল, ফাঁদে পড়া পোসিরা অনবরত গুলি করছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না, আউটলদের গুলির প্রবল তোড়ে অল্প সময়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো তারা।

বিট চেইনের ঝনঝন, স্যাডল লেদারের মশমশ ও স্পারের মৃদু ঝুনঝুন আওয়াজ উঠল কিছু সময়, সাথে ব্যস্ত গলার তর্ক-বিতর্ক। অবশেষে ছয়টা ঘোড়া ও একটা প্যাক মিউলের বহর এক সারিতে রওনা হয়ে গেল। রেঞ্জল্যান্ডের ওপাশে, বহুদূরের আকাশ ছোঁয়া পর্বতশ্রেণী তাদের গন্তব্য। খুব দ্রুত গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেল দলটা।

ওদিকে এক্সপ্রেসের প্রথম অংশের পোসিরা দেরিতে হলেও বুঝল কি সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে তারা। সবাই পিছনের কোচের রেয়ার প্ল্যাটফর্মে জড় হয়ে বলির পাঁঠার মত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কারও মাথা কাজ করছে না। বিস্ফারিত চোখে তুফান বেগে ছুটে আসতে থাকা দানবীয় আকৃতির দ্বিতীয় অংশটার দিকে হাবার মত তাকিয়ে আছে।

নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তারা, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে যেন। আগুনের ফুল্‌কি ছুঁড়তে ছুঁড়তে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে ট্রেনটা। ব্রেকম্যান সামনে বিপদ দেখে ব্রেক হুইলের সাথে রীতিমত কুস্তি শুরু করে দিয়েছে। তার প্রচণ্ড টানে হিকরি স্টিক বাঁকা হয়ে গেছে, তবু কিছুতেই কিছু হলো না।

শেষ মুহূর্তে ট্রেন থেকে ধুপধাপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়তে লাগল পোসিরা। তাতে কারও বা হাত-পা ভাঙল, কারও মাথা। কিন্তু সেদিকেও তাদের খেয়ালই নেই, আহত অবস্থায় গোঙাতে গোঙাতে লাইনের কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব সরে যেতে লাগল সবাই।

অমোঘ নিয়তির মত প্রথম অংশের ওপর আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় অংশ। ওটার ধাক্কায় ভয়াবহ শব্দে লাফ দিল প্রথম অংশটা। দুটো কোচ বিস্ফোরিত হয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, ভাঙা ম্যাচবাক্সের মত হাজারটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সংঘর্ষের বিকট শব্দে দূর থেকে ঘুরে তাকাল আউটলর দল। আগুনের শিখা অনেক উঁচুতে সাপের জিভের মত লকলক করে নাচছে দেখে একজন বলল, 'বাই গড! এবার আর রক্ষা নেই।'

লীডার লোকটা বিচ্ছিরি শব্দ করে হেসে উঠল। 'হেল্! এই তো চাইছিল ব্যাটারা!'

দুই

দীর্ঘ চড়াই পেরিয়ে পিনাকলে এসে পৌঁছল এডনা ট্রিমেন। ঘন গাছপালার মাঝখানের নির্দিষ্ট ফাঁকা জায়গাটায় পনি থামিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। আকাশছোঁয়া পর্বত শ্রেণীর প্রায় খাড়া এক পাহাড়ের চুড়োয় পাইনের নিডল বিছানো চত্বরের মত এই জায়গাটা ওর খুব পছন্দের বিশ্রামের জায়গা। রোজ একবার আসে। এখানকার মনোরম, নিরিবিলি পরিবেশে শুয়ে-বসে কিছু সময় কাটিয়ে যায়।

পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এডনা। বয়স বাইশ-তেইশ বছর। মাথায় মাঝপিঠ পর্যন্ত দীর্ঘ কুচকুচে কালো চুল। নীল নয়না। মুখটা সামান্য লম্বাটে। ভরাট স্বাস্থ্য। চেহারাটা ভারি মিষ্টি। নীল ডিভাইডেড স্কার্ট ও সাদা ব্লাউজে এ মুহূর্তে আরও মিষ্টি লাগছে। মাউন্ট থেকে নামল যুবতী, স্যাডলের ফিতেগুলো ঢিলে করে দিয়ে পাইনের নিডল বিছানো ঘাসের মোলায়েম বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগল পিনাকলের নির্মল পরিবেশ। পনিটা কাছেই ঘুরঘুর করছে।

আপার পাসের অনেক, অ-নে-ক উঁচু এক পাহাড়ের চুড়ো এটা–নাম পিনাকল। এখান থেকে চারদিকের যে অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যায়, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এডনার মনে হয় পৃথিবীতে এত নয়নাভিরাম, এত সুন্দর জায়গা দ্বিতীয়টি নেই। পিনাকলের আকাশ সব সময় শিল্পীর প্যালেটের মত উজ্জ্বল সমস্ত রঙে রাঙানো থাকে। বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়টায়। সে সময় যেন হাজারো রঙের দাঙ্গা বেধে যায়। আকাশের তখনকার ঘন ঘন রং বদলানোর অদ্ভুত খেলা দেখে হতবাক হয়ে যায় এডনা।

পৃথিবীর আর কোথাও প্রকৃতির এমন চমৎকার রূপ আছে, এডনার তা মনে হয় না। এখানে এলে মনটা উদাস হয়ে যায়। সহসা বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। বিশেষ সমস্যা না থাকলে রোজ বিকেলে আসবেই এডনা। একদিন কোন কারণে আসতে না পারলে মনটা ভীষণ ছটফট করে। মনে হয় প্রকৃতিতে কি যেন পরিবর্তন ঘটে গেল ওর অজান্তে, কি যেন দেখার সুযোগ হারাল ও।

আধঘণ্টারও বেশি প্রকৃতির শোভা পান করে উঠল যুবতী। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে সূর্য ডুবে যাবে, তারপর দেখতে দেখতে আঁধার হয়ে আসবে। কাজেই এবার ফেরা দরকার। পনির দিকে এগোতে যাবে, এমন সময় একটা শব্দ কানে আসতে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর।

লোয়ার পাস থেকে এসেছে শব্দটা–অন্তত পঞ্চাশ ফুট নিচ থেকে তো বটেই। খাড়া পাথুরে ট্রেইল ধরে উঠে আসছে কেউ, অনুমান করল ও। শব্দ শুনে মনে হয় লোকটা ক্লান্ত, উঠতে কষ্ট হচ্ছে। আওয়াজ অনুসরণ করে তাকাল এডনা। জানে, ওর বাবার লোকদের কেউ ওদিক থেকে ভ্যালিতে ঢুকবে না। তাহলে আর কে ... !

নতুন কোন আউটল হতে পারে। আইনের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে। যারা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এখানে আসে, তারা সবাই তাই। আউটল। গত সপ্তাহে বেশ কয়েকজন আউটল এসেছে ভ্যালিতে। তাদের মধ্যে প্রথমে আসা লোকটা প্রকাণ্ডদেহী। অথচ চলাফেরা কুগারের মত নিঃশব্দ। তার নাম ব্ল্যাক বুচ বিডেল।

তারপর আরও তিনজন এসেছে–পিটি স্টফার, রেড ম্যাগিল এবং নিউট পার্ডি। কঠিন মানুষ সবাই। এখন আবার কি নতুন আরেকজন আসছে? ভুরু কুঁচকে উঠল এডনার। আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকিয়ে থাকল। স্থান-কালের কথা ভাবলে এই অবস্থায় ওর মত নিঃসঙ্গ এক মেয়ের ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ও ভয় পায়নি। যারা লস্ট ভ্যালিতে আশ্রয় নিতে আসে, তাদেরকে ভয় পায় না এডনা।

কারণ সবাই জানে লস্ট ভ্যালির হর্তকর্তা বিধাতা জোনাথন ট্রিমেনের মেয়ে ও। জানে, এটা তার সাম্রাজ্য। এখানে তার মুখের কথাই একমাত্র আইন। কাজেই তার মেয়ে কেন ভয় পেতে যাবে? কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল এডনা। অপেক্ষা করছে।

কেউ একজন পাস থেকে উঠে আসছে! এলোমেলো পা পড়ছে তার। অর্থাৎ ঘোড়ায় চেপে আসছে না। যে-ই হোক লোকটা, ঘোড়ার পিঠে চেপে এই দুর্গম ট্রেইল পাড়ি দিতে গিয়ে পশুটার কষ্ট না বাড়ানোর মত বিবেচনাবোধ আছে। থাকা উচিত, ভাবল ও। কারণ ঘোড়া এ অঞ্চলে রাইডারদের নিরাপত্তাই শুধু দেয় না, কখনও কখনও প্রাণরক্ষাকারীর ভূমিকাও পালন করে। না কি লোকটার ঘোড়া নেই-ই?

ডিভাইডেড স্কার্টে লেগে থাকা কিছু পাইনের নিডল ঝেড়ে সোজা হলো যুবতী। তখনই মানুষটার দেখা পাওয়া গেল। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পা টলে উঠতে একটা পাইনের গুঁড়ি ধরে সামাল দিতে চাইল, কিন্তু কাজ হলো না। আবারও টলে উঠল। নজর এডনার ওপর স্থির।

লোকটা যথেষ্ট সুদর্শন। দীর্ঘদেহী, স্লিম। বয়স অনুমান ত্রিশের মত। পরনের কাপড়চোপড় ও স্পাইকড্ হিলের বুট দেখে বোঝা যায় রেঞ্জম্যান। ডান নিতম্বে সিক্স-গান ঝুলছে। লোকটার যে জিনিস এডনাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল, সেটা হচ্ছে চেহারা।

দেখার আগ পর্যন্ত যেমন নির্দয় হবে মনে হয়েছিল ওর, তার একেবারে উল্টো। নিষ্পাপ ধরনের। দৃঢ় চোয়াল। নাক খাড়া, দৃঢ় চোয়াল। চওড়া কাঁধ। কিন্তু চাউনি যেন কেমন কেমন, ধোঁয়াটে। এডনার মনে হলো কি

যেন আবেদন আছে সে চাউনিতে। একবার গুলি খাওয়া এক ডো হরিণের চোখে এই চাউনি দেখেছিল ও।

'হ্যালো!' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'তুমি কে?'

হ্যাট স্পর্শ করল যুবক, কাঁপা হাতে ওটা তোলার চেষ্টা করছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক হলো–কিছু বলতে চায়। কিন্তু কাজ কোনটাই শেষ করতে পারল না সে, গোড়া কাটা গাছের মত ধড়াশ করে আছড়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল। অস্ফুটে চিৎকার করে ছুটে গেল এডনা। তার কোটের কাঁধের কাছটা রক্তে ভেজা দেখে থমকে গেল। গুলি খেয়েছে! কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর ঝপ্ করে বসে পড়ল অনড় দেহটার পাশে।

উত্তেজনায় অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। লস্ট ভ্যালিতে কোন ডক্ নেই। এখানে ক্ষত থেকে গুলি খুঁজে বের করা বা ভাঙা হাড় জোড়া দেয়াসহ ছোটখাট যত ডাক্তারি আছে, ছোটবেলা থেকে বাবাকেই তা করে আসতে দেখেছে। দেখে দেখে নিজেও কিছু শিখেছে। নিরুপায় হয়ে যুবকের ওপর তার কিছুটা খাটাবার প্রস্তুতি নিল।

অনেক কষ্টে তার কোটটা খুলে ফেলল ও। সাথের ধারাল ছুরি দিয়ে শার্ট এবং আন্ডারশার্ট কেটে ফেলতে ভেতরে রক্তে ভেজা একটা ব্যান্ডেজের দেখা পেল। লোকটা নিজেই বেঁধেছে হয়তো। যেমন-তেমন করে। ঢিলে হয়ে আছে। এখনও যে খসে পড়েনি, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। এই অবস্থায় এত খাড়া পথ হেঁটে এসেছে লোকটা? তার কষ্টের কথা ভাবতে গিয়ে ওর চোখে পানি এসে গেল।

ব্যান্ডেজটা ফেলে দিয়ে ক্ষতস্থানে চোখ বোলাল এডনা। ওর ধারণাই ঠিক, গুলি খেয়েছে লোকটা! বাঁ কাঁধে। তবে ভাগ্য ভাল যে বুলেটটা ভেতরে রয়ে যায়নি। একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। নিজের ক্যান্টীন নিয়ে এল ও, পানি দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিল। তারপর ফেলে দেয়া শার্টটার ভাল অংশ কেটে নিয়ে তার সাহায্যে আরেকটা ব্যান্ডেজ বানিয়ে ক্ষতস্থানটা ভাল করে বেঁধে দিল। কাজ শেষ হতে অজ্ঞান লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ভাবল,

এর জরুরি পরিচর্যা প্রয়োজন। যে করে হোক লোকটাকে এখনই র‍্যাঞ্চহাউসে নিয়ে যেতে হবে। ওকে একাই করতে হবে কাজটা, কারণ ধারেকাছে সাহায্য করার মত কেউ নেই।

অবশ্য ও আগে র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে হ্যান্ডদের কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেও হয়, তারা এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হবে। রাত হয়ে যাবে। এর মধ্যে জ্ঞান ফিরলে লোকটা যদি একা একা কোনদিকে যেতে গিয়ে খাড়া ট্রেইলে পড়ে-টড়ে যায়, তাহলে নির্ঘাৎ মরবে।

কাজটা ওর নিজেরই অসম্ভব মনে হতে লাগল, তবু পায়ে পায়ে মাউন্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এডনা। স্যাডলের ঢিলে করে দেয়া ফিতেগুলো ঠিকঠাক করে নিয়ে পশুটাকে নিথর যুবকের কাছে টেনে নিয়ে এল। কিন্তু কয়েক পা এসেই রক্তের গন্ধে ভয় পেয়ে গেল পনি, ডেকে উঠে ঝট্‌কা মেরে দু' পা পিছিয়ে গেল।

চোখ বড় বড় করে অনড় দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে। মণির সাদা অংশ পুরো বেরিয়ে পড়ায় ভয়ঙ্কর লাগছে ওটাকে। আরও দু' পা পিছিয়ে গিয়েছিল পনি, কিন্তু মনিবের অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে একটু পর নিজে থেকেই আগের জায়গায় ফিরে এল। খুশি হয়ে ওটার পিঠ চাপড়ে দিল এডনা। পিছন থেকে লোকটার দুই বগলের তলায় হাত ভরে ধস্তাধস্তি করে তাকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে কিছু সময় জিরিয়ে নিল।

তারপর আরেক দফা ধস্তাধস্তি করে কোনমতে স্যাডলে তুলল তাকে, আড়াআড়ি করে শুইয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপ ধরে গেল ওর, ইচ্ছে হলো মাটিতে শুয়ে পড়ে। কিন্তু জোর করে নিজেকে খাড়া রাখল। নামতে শুরু করল ট্রেইল ধরে। তখনই পশ্চিম আকাশে হাজারো রঙের মেলা বসিয়ে ডুব দিল সূর্য।

ঢালের গোড়ায় একটা ঘোড়াকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাথা ঝাঁকাল এডনা। ওর অন্য ধারণাটাও সত্যি হয়েছে দেখে সন্তুষ্ট। ঘোড়াটার লাগাম মাটিতে গড়াচ্ছে। সারা গা ঘামে ভেজা। সেটাকে নিয়ে কিছুদূর হেঁটে এগোল ও, তারপর স্যাডলে উঠে বসল। আরোহী অচেনা হওয়া সত্ত্বেও পশুটা কোন আপত্তি জানাল না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সামনে নজর দিল

যুবতী। আকাশের আর সব রং মিলিয়ে গেলেও কিছুটা সিঁদূরে লাল আলোর দ্যুতি তখনও রয়ে গেছে। লালচে হয়ে আছে সামনে বিছিয়ে থাকা প্রশস্ত উপত্যকা। জোনাথন ট্রিমেনের অভয়ারণ্য, লস্ট ভ্যালি।

উত্তরের ঢালের পায়ের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো বিল্ডিং, জোনাথন ট্রিমেনের জে টি ক্যাটল র‍্যাঞ্চের বিল্ডিং। আরও একটু দূরে, খানিকটা বাঁ দিক ঘেঁষে খুদে টাউন রোজালিনের স্টোর ও কেবিনগুলো একটু একটু দেখা যাচ্ছে। টাউনের নামটা স্ত্রীর নাম অনুসারে রেখেছে জোনাথন।

ভ্যালির ফ্লোরে বিন্দুর মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য গবাদী পশু। আশপাশের পাহাড়ে প্রচুর বুনো ঘোড়া আছে। ডো হরিণসহ আরও অনেক প্রাণি আছে। কাজেই শিকারের কোন অভাব নেই এখানে। এডনার মতে ভয়ঙ্কর অথচ অসম্ভব সুন্দর বুনো পরিবেশের মধ্যে লস্ট ভ্যালি আসলে এক টুকরো স্বর্গ।

ভ্যালির ফ্লোরে নেমে প্রথম ঝরনাটার কাছে থামল ও, ক্লান্ত ঘোড়া দুটোকে পানি খাওয়াতে লাগল। যুবকের জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ নেই। এর মধ্যে গোধূলি অন্ধকার রাতে পরিণত হয়েছে। একটা-দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। র‍্যাঞ্চে পৌঁছার তাড়া অনুভব করছে এডনা। ওর ফিরতে দেরি দেখে বাবা-মা নিশ্চয়ই চিন্তায় পড়ে গেছে। এতক্ষণে বাবা হয়তো ওর খোঁজে বেরিয়েও পড়েছে।

কিন্তু কিছু করার নেই, আহত লোকটার কথা ভেবে জোরে ছুটতে সাহস পাচ্ছে না। এর মধ্যে একটুও নড়াচড়া করেনি সে, শিথিল ভঙ্গিতে পড়েই আছে। ঘোড়ার চলার সাথে তাল মিলিয়ে হাত-পা একটু একটু দুলছে। অনেকক্ষণ পর কয়েকটা ঘোড়ার শব্দ কানে এল, তার সাথে বিট রিং ও স্পারের ঝনঝন আর স্যাডল লেদারের মশমশ। ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল এডনা। কোনদিক থেকে আসছে শব্দ?

শব্দটা দূরে সরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল ও, চিৎকার করে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। থেমে পড়ল সবক'টা ঘোড়া। মোটা একটা গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'এড? কোথায় তুমি!'

'আমি এখানে, ড্যাড!'

দেখতে দেখতে কাউবয়দের ছোটখাট একটা দল ওদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল। জোনাথন ট্রিমেন এসে এডনার পাশে ঘোড়া দাঁড় করাল। হাত বাড়িয়ে মেয়েকে তার মাউন্ট থেকে তুলে নিয়ে নিজের সামনে বসিয়ে দিল সে।

'কোথায় ছিলে? আমরা কখন থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!' অজ্ঞান লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। 'কে? কি হয়েছে?'

দু হাতে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল এডনা, ক্লান্তি আর উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপছে। থেমে থেমে গোটা ব্যাপারটা বাপকে জানাল। শেষের দিকে এসে গলা ভেঙে এল ওর, রীতিমত ফোঁপাতে লাগল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল জোনাথন। 'আমি বুঝতে পেরেছি।' অভয় দেয়ার জন্য মেয়েকে কিছুক্ষণ বুকের সাথে চেপে ধরে থাকল। 'এতে দোষের কিছু হয়নি। লোকটার যে অবস্থা, তাতে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো ছিল না।'

নিজের লোকদের একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল সে। 'স্লিম, তুমি র‍্যাঞ্চ থেকে স্প্রিং ওয়াগন নিয়ে এসো। ফ্লোরে ম্যাট্রেস বিছিয়ে আনবে, লোকটাকে শোয়াতে হবে। ব্যান্ডি, তুমি আর টেক্সাস একে মাটিতে শুইয়ে দাও। সাবধানে। টেক্সাস, ওর ঘোড়া তুমি সামলাও। আমি এডকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। ওয়াগন এলে তোমরা একে র‍্যাঞ্চহাউসে নিয়ে এসো। ওয়াগন আস্তে চালাবে। জোরে না।'

এরমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে এডনা। সামনে থেকে নেমে বাবার পিছনে গিয়ে দু হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বসেছে। 'আমরা অবশ্য তোমাকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম,' র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে বলল জোনাথন। 'ভাবছিলাম তোমার ঘোড়া পড়ে-টড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে বোধহয়।'

একটু বিরতি দিল সে। কিছু ভাবছে। 'আসলে ভ্যালির পরিস্থিতি হঠাৎ করে বেশ বদলে গেছে কি না! গত কয়েকদিনে নতুন কিছু হোমস্ত্রে

এসে জুটেছে। তাদের কারও সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি আমি। তবে চিন্তা নেই। লোকগুলোর ওপর আমার নজর আছে। তাছাড়া জেড স্টোনকে তাদের গল্প যাচাই করতে পাঠিয়েও দিয়েছি। কারও গল্পে উল্টোপাল্টা থাকলে তাকে এক মুহূর্তও ভ্যালিতে থাকতে দেব না আমি।'

'গত সপ্তায় আসা লোকগুলোর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ,' উদাস শোনাল তার কণ্ঠ। 'ওদের মধ্যে ব্ল্যাক বুচ লোকটাকে আমার সুবিধের মনে হয় না। নিউট পার্ডিকেও না। রোজালিনে আরও দু'জন আছে, রেড ম্যাগিল আর পিটি স্টফার।'

'ওরা কি বলেছে?'

'বুচ বলেছে, এক সেলুনে ফারো খেলতে গিয়ে কিছু টাকা হেরে যায় সে আর পার্ডি। পরে দেখা যায় ওদেরকে ঠকানো হয়েছে ডীল করার সময়। খেপে গিয়ে সেলুন হোল্ড-আপ করে ওরা, নিজেদের টাকা কেড়ে নিয়ে চলে আসে। এর ক'দিন পর অন্য এক টাউনে সাপ্লাইয়ের জন্য থেমে নতুন করে বিপদে পড়ে।

'সেখানে এক লোক তাদেরকে লক্ষ্য করে অকারণে গুলি ছুঁড়তে শুরু করায় আবার পালাতে বাধ্য হয় তারা। একই কাজ নাকি পর পর আরও কয়েক জায়গায় ঘটেছে। শেষমেশ কিছুদিন লোকালয় থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। তারপর একদিন নিরুপায় হয়ে খাবার চুরি করতে গিয়েছিল তারা,' শ্রাগ করল টিমেন। 'ফল হয়েছে এই। আউটল হয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিতে হয়েছে।'

'বাকি দুজন?'

'ম্যাগিল শুনেছি না জেনে চোরাই একটা ঘোড়া কিনে ফেঁসে গেছে,' শ্রাগ করল র‍্যাঙ্গলার। 'তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আয়োজন চলছে দেখে পালিয়ে এসেছে। আর পিটি স্টফার আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করার পরও কারও সহানুভূতি পায়নি।'

'ওদের গল্প সত্যি হলে হয়,' মৃদু মন্তব্য করল যুবতী।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জোনাথন। 'আমিও সেই আশায় আছি।'

একটু পর আবার বলল, 'বিনা অপরাধে ফেঁসে যাওয়া কাউকে কখনও বিমুখ করিনি আমি। কোনদিন করবও না।'

বাবার প্রশস্ত পিঠে গাল ঠেকাল এডনা, চোখ বুজল। সত্যিকারের আউটলদের কোন জায়গা নেই লস্ট ভ্যালিতে, ও জানে। জোনাথন থাকতে দেয় না। পাহাড়ে তাড়িয়ে দেয়। তবে কেউ যদি পরিস্থিতির শিকার হয়ে আসে, তার থাকতে কোন বাধা নেই। তবে তাদের গল্প সত্যি কি না, তা যাচাই করে সে সিদ্ধান্ত নেয় জোনাথন। এদের চারজনের বেলায়ও তাই হতে যাচ্ছে। কাহিনী সত্যি হলে কোন সমস্যা নেই, এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে ...

কোরালের কাছে পৌঁছতে স্প্রিং ওয়াগনটাকে দেখতে পেল এডনা, শক্তিশালী একজোড়া ঘোড়ার টানে ঝড়ের বেগে উল্টোদিকে ছুটে গেল সেটা। বাঙ্কহাউসে অনেককে আড্ডা মারতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে ব্ল্যাক বুচ বিডেল এবং নিউট পার্ডিও আছে। গল্প থামিয়ে ওদের দিকে তাকাল লোক দুটো।

এডনার ওপর চোখ পড়ামাত্র বিডেলের দৃষ্টি ধারাল হয়ে উঠল। 'খাসা!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'সত্যি বলছি, এমন চীজ অনেকদিন দেখিনি আমি। একেবারে পাকা আপেল।'

'জোনাথনের মেয়ের কথা বলছ তো?' চাপা গলায় বলল নিউট পার্ডি। 'ভুলে যাও, ভায়া।'

'"ভুলে যাও" বললেই কি আর ভোলা যায়?' কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'আপেল যে আমার প্রিয়!'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল নিউট পার্ডি। 'বেশ তো! তাহলে গাছেরগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করো না কেন? শোনো, ট্রিমেন যেন কোন কারণে খেপে ওঠার সুযোগ না পায়, এখানে থাকতে হলে আমাদেরকে সেদিকে নজর রেখে যা করার করতে হবে। বুঝলে? নইলে পরিণতি কি হবে, মনে হয় তুমি তা বোঝ।'

চাউনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল বিডেলের। কিছু একটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। 'তুমি ঠিকই বলেছ। ব্যাটা আবার এই ব্যাপারে বেশি সৎ।' খানিক বিরতি।

'আমরা যদি লস্ট ভ্যালির মালিক হতে পারতাম, তাহলে খুব মজা হতো। কি বলো? সত্যিকারের আউটলদের আশ্রয় দিয়ে মোটা টাকা রোজগার করতে পারতাম।'

'তোমার দেখছি সুখে থাকতে ভূতে কিলায় অবস্থা হয়েছে,' পার্ডির চেহারায় চরম বিরক্তি ফুটল। 'সময় থাকতে এইসব বিপজ্জনক স্বপ্ন দেখা বন্ধ করো, বিডেল! জোনাথন তোমার মতলব নিয়ে কিছু সন্দেহ করে বসলে কিন্তু বিপদ ঘটে যাবে। তার এক ডাকে যে অন্তত একশোটা গান হাজির হবে, তা কি ভেবে দেখেছ?'

মাথা নাড়ল সে। 'আমার তা মনে হয় না। ব্যাটা এখান থেকে কতজনকে পাহাড়ে খেদিয়ে দিয়েছে, কে তার হিসেব রেখেছে? তাদের মধ্যে কতজন ওর টুঁটি টিপে ধরার সুযোগের অপেক্ষায় আছে, কে বলতে পারে? ভ্যালির ভেতরেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কতজন এক পায়ে খাড়া আছে, তার খবরই বা কে রাখে?'

'বুঝতে পেরেছি,' পার্ডি মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু লোকটাকে হটিয়ে দিতে হলে ভ্যালির নেতৃত্ব দেয়ার উপযুক্ত মানুষের ব্যবস্থা করে নিতে হবে আমাদেরকে। পাহাড়ে যত আউটল আছে, তাদেরকে একত্রিত করার মত যোগ্যতাও তার থাকতে হবে।'

'সে জন্য আর কাউকে লাগবে কেন? আমি নিজেই তো পারি। উপযুক্ত আউটফিট ...'

'তুমি!' বাধা দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। 'জোনাথনের হ্যাটের নিচে অনেক মগজ আছে। ও সামলাতে পারে। তুমি কখনও সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। ছাল-বাকল কিছু থাকবে না জেনেও পাথরে কপাল ঘষতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। এ কাজে বুদ্ধিমান লোক চাই, বুঝলে? বুদ্ধিমান আর চতুর।'

'একটা আইডিয়ার কথা বললাম আর কি!' বিরস মুখে আস্তে আস্তে বলল বুচ। 'একে যদি কিছুটা ঘষামাজা করে কাজে লাগানো যায়, তাহলে আমরা তিনজন রাজার হালে থাকতে পারব।'

'দলের নেতৃত্ব যদি উপযুক্ত লোকের হাতে থাকে।'

'বেশ,' কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিডেল। 'আমার চেয়ে যোগ্য কাউকে পেলে জানিয়ো।'

র‍্যাঞ্চহাউস। বিছানায় নিশ্চল পড়ে থাকা আহত, অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে দুর্বল যুবকের দিকে তাকিয়ে বসে আছে এডনার মা, রোজালিন ট্রিমেন। এ নামে যদিও আজকাল কেউ আর ডাকে না তাকে। সবাই মা বলে ডাকে। মা ট্রিমেন।

মহিলা আইরিশ, ছোটখাট আকারের। নীল চোখের চাউনি সদাসতর্ক। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। দৈর্ঘ্যে স্বামীর কোমর সমান হবে বড়জোর। যৌবনে ছিল স্কুল টীচার। বিয়ের পর স্বামীর সাথে এই পাহাড়-পর্বতঘেরা স্বর্গে চলে এসেছে সে।

কিন্তু ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগেনি রোজালিনের। বুঝতে দেরি হয়নি এটা আসলে আর কিছু। যারা আইনের চোখে অপরাধী, অথচ সত্যি সত্যি অপরাধ করেনি, তাদের জন্য জোনাথনের গড়ে তোলা অভয়ারণ্য। এখানকার দুয়ার সব সময় খোলা থাকে তাদের জন্য। রোজালিনের ভয়, একদিন এই অভয়ারণ্যই তার স্বামীর ধ্বংস ডেকে আনবে।

কিন্তু কেন সে তার দুয়ার খোলা রাখে, সেটাও মহিলা ভালই জানে। তাই কখনও স্বামীকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি। কারণ জানে, সেটা হবে কলোরাডো নদীর তীব্র স্রোতকে খড়ের বাঁধ দিয়ে প্রতিহত করার মত ব্যর্থ প্রচেষ্টা। জে টিতে যত কাউহ্যান্ড আছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আইনের হাত থেকে পালিয়ে আসেনি।

স্লিম, ব্যান্ডি, টেক্সাস, জেড স্টোন এবং হ্যাঙ্ক স্টেবিনদের মত লোকেরা একদিন নিরুপায় হয়ে গা ঢাকা দেয়ার জন্য এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর প্রমাণ করেছে, আইন ভুল করে অপরাধী বানিয়েছে তাদেরকে। তারা আসলে নির্দোষী।

যারা সত্যিকারের অপরাধী, ভ্যালিতে তাদের জায়গা নেই। সেরকম কেউ এসেছে জানামাত্র তাকে বের করে দেয় জোনাথন। বাধ্য হয়ে তাকে পাহাড়ে গিয়ে চোর-ডাকাত, খুনী-বদমাশদের সঙ্গে থাকতে হয়। তাদের দল ভারি হয়। এই দলটাকে খুব ভয় করে রোজালিন। তাদের সংখ্যা দিন

দিন বাড়ছে, জানা আছে তার। যে কোনদিন জোনাথনের জন্য তা বড় একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু সে ওসব পাত্তা দেয় না। তার এক কথা, শত বাধা-বিপত্তি এলেও শেষ পর্যন্ত ন্যায়েরই জয় হয়। কাজেই সে পিছিয়ে যেতে রাজি নয়। ভ্যালির বাইরের আউটলর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে জেনেও আমল দিচ্ছে না বা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না।

তারমধ্যে আবার নতুন এই একজন এসে জুটেছে। সম্ভবত আইনের ভুল বিচারে দোষী। আহত, দুর্বল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মহিলা। ভাবতে বাধ্য হলো চেহারা দেখে লোকটাকে আউটলর মত মনে হচ্ছে না। তাই যেন হয়, মনে মনে বলল মা ট্রিমেন।

ও যেন সত্যিকারের আউটল না হয়। জোনাথন যেন ওকে ভ্যালি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সুযোগ না পায়। তাড়িয়ে দেয়া হলে ও বেরিয়ে গিয়ে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আউটলদের সংগঠিত করার সুযোগ পেয়ে যাবে। কারণ যুবকের চেহারা বলছে, জোনাথনের মত নেতৃত্ব দেয়ার সহজাত গুণ ওরও আছে। দল গঠন করার মত... চোখের কোন শিরশির করে উঠতে তাড়াতাড়ি পাশের রুমে চলে গেল মহিলা।

তিন

ধীরে ধীরে চোখ মেলল আহত যুবক। জানালা দিয়ে আসা কড়া রোদের আলো চোখে পড়তে পিটপিট করে তাকাল। ধপধপে সাদা চাদর-বালিশ এবং পিঠের নিচের মোলায়েম অনুভূতির জন্য মনে হলো কোন বিছানায় শুয়ে আছে।

এখানে কিভাবে পৌঁছেছে জানে না। শুধু মনে আছে, জ্ঞান হারাবার ঠিক এক মুহূর্ত আগে বনের মধ্যে এক অপরূপাকে দেখেছিল। কুচকুচে কালো চুল মেয়েটার, চোখের রং গাঢ় আইরিশ নীল। কী অপূর্ব সুন্দরী, ভাবছিল সে-কি মায়াবী, মিষ্টি চেহারা! তখনই মাটি লাফ দিয়ে উঠে এসে নাকেমুখে জোরে আঘাত করল। অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

নড়ে উঠতে যাচ্ছিল যুবক, এমন সময় পায়ের কাছে একটা শব্দ উঠতে স্থির হয়ে গেল। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল এতক্ষণ যার কথা ভাবছিল, সেই মেয়ে। চিত হয়ে শোয়া সম্ভব হলে ওকে ভালভাবে দেখতে পারত সে, কিন্তু পিঠের নিচে কয়েকটা বালিশ গুঁজে দেয়া আছে বলে চেষ্টা করেও ঘুরতে পারল না।

তাকে নড়াচড়া করতে দেখে কাছে এগিয়ে এল মেয়েটি। কপালে এক হাত রেখে মাথা নাড়ল। ঠাণ্ডা হাত।

'নড়বে না,' মৃদু গলায় বাধা দিল সে। 'তোমার বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে। ওদিকে ভর দিতে যেয়ো না, তাহলে আবার রক্ত পড়া শুরু হয়ে যেতে পারে।'

দুর্বল নড়াচড়া থেমে গেল যুবকের। ঘটনা মনে পড়ে গেছে। সে জানে, গুলিটা বেকায়দা জায়গায় লাগায় তার একার পক্ষে ক্ষতটা ঠিকমত ব্যান্ডেজ করা সম্ভব হয়নি। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

যুবকের মাথার কাছে বসল এডনা। মৃদু হেসে বলল, 'এখন কেমন লাগছে?'

'শিশুর মত অসহায় লাগছে, ম্যা'ম,' হাসির ভঙ্গি করল সে।

'তোমার সুস্থ হতে সময় লাগবে। বেশ কয়েকদিন বিছানা ছেড়ে ওঠা চলবে না। শুয়ে-বসে থাকতে হবে।'

'কিন্তু গুলি তো কাঁধে লেগেছে, ম্যা'ম,' ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল যুবক। 'একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কোন হাড়ে ঘষা পর্যন্ত খায়নি। তাহলে শুয়ে থাকতে হবে কেন ?'

একটু ভাবল মেয়েটা। 'আচ্ছা, দাঁড়াও। আগে মার সাথে কথা বলে দেখি সে কি বলে।'

'আমি কোথায়? কখন এসেছি এখানে? কিভাবে ... ?'

'লস্ট ভ্যালিতে জোনাথন ট্রিমেনের র‍্যাঞ্চে। গতকাল পাহাড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তুমি। সেখান থেকে আমি নিয়ে এসেছি,' বলে একটু থামল এডনা। 'এখানেই তো আসতে চেয়েছিলে, তাই না?'

মাথা দোলাল যুবক। 'হ্যাঁ, ম্যা'ম। এখানেই আসতে চাইছিলাম। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, অনেক অনেক ধন্যবাদ সে জন্যে। আমার ঘোড়াটা কোথায়?'

'ঘোড়া নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,' এডনা মাথা নাড়ল। 'ওটার যত্ন ঠিকমতই নেয়া হচ্ছে।'

'থ্যাঙ্কস, ম্যা'ম। আমি কৃতজ্ঞ। এখন দয়া করে যদি আমার কাপড়-চোপড় এনে দাও, আমি উঠব।'

দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। 'দাঁড়াও, আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

কিন্তু ও বের হওয়ার আগেই মা ট্রিমেন ঘরে ঢুকল। মৃদু হেসে যুবককে 'গুড মর্নিং' জানিয়ে ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করে দিল। 'এখন আর

জ্বর নেই বোধহয়? বাহ্, ক্ষতটাও তো দেখছি বেশ শুকিয়ে এসেছে। এটা খুব ভালো লক্ষণ। এডনা, কিচেন টেবিল থেকে টি-কেটলি আর ব্যান্ডেজের কাপড় নিয়ে এসো।'

যুবকের দিকে তাকাল মহিলা। 'আমি মিসেস ট্রিমেন। এখানকার সবাই আমাকে "মা" বলে ডাকে। তুমিও তাই ডেকো।' একটু বিরতি। 'কি নাম তোমার?'

'গ্রেগ ডেন।'

এডনা গরম পানি ও ব্যান্ডেজ নিয়ে ফিরে আসতে তাদের আলোচনায় ছেদ পড়ল। পুরানো ব্যান্ডেজ ফেলে নতুন করে আরেকটা বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মা ট্রিমেন। মেয়ে সাহায্য করল তাকে। কাজ শেষ হতে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল মহিলা।

'এখন ইচ্ছে করলে উঠে বসতে পারো তুমি, মিস্টার। অথবা গ্যালারিতে গিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ারেও বসতে পারো। কিন্তু তার আগে পেট পুরে নাস্তা খেয়ে নিতে হবে তোমাকে। বেশি রক্ত পড়লে যা হয়, বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছ।'

কথার ফাঁকে মহিলা তার প্যান্ট ও একটা শার্ট নিয়ে এল। ব্রাশ দিয়ে ভালমত পরিস্কার করা হয়েছে প্যান্টটাকে, খেয়াল করল গ্রেগ ডেন। কোথাও কোন দাগ-টাগ নেই। তবে শার্টটা ওর নয়, আর কারও। ওরটা আগের দিন ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজে লাগিয়েছে এডনা।

'তোমার শার্ট তো নেই, তাই আপাতত ববের শার্ট পরতে হবে,' বলল মহিলা। 'বব আমার ছেলে। তোমার চেয়ে একটু খাট ও। নাও, আমরা এখন যাচ্ছি। তুমি এগুলো পরে নাও। ওঠার সময় সাবধানে উঠবে, শরীর এখনও অনেক দুর্বল। জোরে নড়াচড়া করতে যেয়ো না, টান লাগলে আঘাত থেকে আবার রক্ত পড়া শুরু হয়ে যেতে পারে! আমরা গিয়ে তোমার নাস্তা রেডি করছি।'

অনেকক্ষণ ধরে কাপড় পরল যুবক, তারপর ধীরপায়ে কিচেনে চলে এল। টেবিলে ওর জন্যে গরম গরম ফ্রাইড এগ, হোম-কিউরড হ্যাম আর বিস্কিট সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল এডনা। ধীরেসুস্থে খেল সে। টেবিলের

অন্য প্রান্তে বসে মেয়েটা তার খাওয়া দেখছে লক্ষ করেও নির্বিকার। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। একদম সহজ-স্বাভাবিক।

এডনা ভাবল, অদ্ভুত তো! এখানে যারা আসে, তারা প্রত্যেকে আউটল। স্বভাবতই প্রতি মুহূর্ত উদ্বিগ্ন থাকে তারা, কিন্তু এই লোককে সেরকম লাগছে না! কেন? মৃদু কেশে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল এডনা। 'গা ঢাকা দিতে এসেছ এখানে?'

সচকিত হয়ে তাকাল ডেন। গম্ভীর হয়ে উঠল। 'কথাটা কেন জিজ্ঞেস করলে জানতে পারি?'

'এমনিই,' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'মানে, আইনের হাত থেকে পালাতেই তো সবাই লস্ট ভ্যালিতে আসে।'

মাথা নাড়ল যুবক। 'আমি তাদের মত না, ম্যা'ম। তবু আসতে হলো কারণ এ ছাড়া আর কোথাও গিয়ে বাঁচার উপায় ছিল না আমার। রোড আইল্যান্ড ছাড়া ইউনিয়নের এমন কোন স্টেট নেই যেখানে আমি ওয়ান্টেড নই। কিন্তু রোড আইল্যান্ডে যাওয়াও আমার দ্বারা সম্ভব না। কারণ আমি সাঁতার জানি না। বোটে উঠতেও ভয় পাই,' শ্রাগ করল সে। 'তাই এখানে না এসে আর কোন পথ ছিল না।'

'প্রথম সাক্ষাতেই যদি আমার বাবার সামনে এভাবে নিজের দোষ স্বীকার করে বসো, তাহলে লস্ট ভ্যালি থেকেও পালাতে হবে তোমাকে। তার ব্যাপারে তুমি কি শুনেছ জানি না। কিন্তু যদি সে জানতে পারে তুমি তার আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য নও, তাহলে পাবে না। বাবা তোমাকে স্রেফ হাঁকিয়ে দেবে।'

মুখ নাড়া থেমে গেল যুবকের। 'তাই নাকি? তাহলে তো মুশকিলের কথা হলো দেখছি!'

এডনা মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। আমি জানি আমার কথা তোমার বিশ্বাস হতে চাইবে না, কিন্তু কথাটা একদম সত্যি। অনেক বছর আগে আমার বাবাকেও আউটল হতে হয়েছিল। মিথ্যে অভিযোগে অবশ্য। এমন ঘটনা তো কতই ঘটে, সত্যিকারের অপরাধ না করেও আইন আর সমাজের চোখে কত মানুষ আউটল হয়ে যায়, তাই না? তার বেলায়ও তাই

ঘটেছিল। এই জন্যে কোন আশ্রয়প্রার্থী লস্ট ভ্যালিতে এলে আমার বাবা তার অতীত সম্পর্কে ভালমত খোঁজ-খবর নেয়। মিথ্যে আউটল হলে কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু সত্যিকারের হলে হয়।

'যদি দেখা যায় সে সত্যি নির্দোষী, আইনের ভুল বিচারে অভিযুক্ত হয়েছে, তাহলে এখানে থেকে যাওয়ার অনুমতি পায়। নইলে পায় না, তাড়িয়ে দেয়া হয়। বাইরের পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না তার। এই ভ্যালির চারদিকের পাহাড়-পর্বতে প্রচুর গানম্যান-আউটল থাকে। এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের। তুমি কোথায় কি ঘটিয়ে এসেছ আমি জানি না, কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় তুমি দোষী, তাহলে তোমাকেও ওদের সাথেই থাকতে হবে গিয়ে।'

'তাই নাকি? তাহলে তো দেখছি আমার কোন চান্সই নেই,' বিড়বিড় করে বলল যুবক।

'কোথায় কি করে এসেছ?' ঝুঁকে বসল এডনা ট্রিমেন। 'আমাকে বলা যায় সে কথা?

'আমি? স্যান্টোনে এক অন্ধ ভিখিরিকে গুলি করে তার সব কেড়ে নিয়েছি। তারপর এক এতিমখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম বাচ্চারা ভয় পেয়ে কেমন দৌড়াদৌড়ি করে দেখার জন্য।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। যুবকের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওর সাথে ঠাট্টা করছে লোকটা। দ্রুত পায়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমি গেলাম। অনেক জরুরি কাজ পড়ে আছে। স্টোভে কফি পট থাকল, খেতে ইচ্ছে করলে খেয়ে নিয়ো।'

মৃদু হেসে হাতের কাজে মন দিল গ্রেগ ডেন। অনেকক্ষণ ধরে নাস্তা খেয়ে ধীরেসুস্থে ডিশ ধুতে লাগল। কফির কাপ ধুচ্ছে, এমন সময় দরজার গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মিসেস ট্রিমেন। হাঁ হয়ে গেল সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে।

'অ্যাই!' সামলে নিয়ে বলল মহিলা। 'এসব কি করছ তুমি, গ্রেগ ডেন? কি আশ্চর্য! এডনা কোথায়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে যাওয়ার দরজা ইঙ্গিত করল যুবক। 'বাইরে কোথাও আছে, মা। আমি কত খারাপ মানুষ, জানতে পেরে ভয় পেয়েছে হয়তো। অথবা রেগে গিয়েও থাকতে পারে,' হাসল সে।

রোজালিন ট্রিমেন নির্বিকার, গম্ভীর। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে হাসি মুছে গেল যুবকের মুখ থেকে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো। পা বদল করল বিব্রত চেহারায়।

'তুমি খারাপ হতে পারো না, গ্রেগ ডেন,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল মহিলা। দৃঢ় আস্থার সাথে বলল, 'তুমি কখনও খারাপ লোক ছিলে না! কোনদিন হতে পারবেও না। আর আমাকে কখনও ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা কোরো না, তাতেও কোন লাভ হবে না। যাও, গ্যালারিতে চলে যাও। ওখানে চেয়ার পাতা আছে, আরাম করে বসে থাকো গিয়ে,' হাত তুলে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল।

ধীর পায়ে ফ্রন্ট রুমের দিকে পা বাড়াল যুবক, সেখান থেকে লম্বা গ্যালারিতে চলে এল। তার এক প্রান্তের দেয়াল ও টিনের চালের কিছু অংশ ফ্লেম ভাইনের লতায় ঢাকা। সেখানটায় দুটো নিচু চেয়ার আছে দেখে এগিয়ে গেল। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিতেই চোখ আপনাআপনি বুজে এল। অনেক চেষ্টা করেও জেগে থাকতে পারল না ও, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ পর কে জানে, কয়েকটা ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। চোখ মেলে দেখল একদল রাইডার র‍্যাঞ্চহাউসের হিচিং রেইলের কাছ ঘেঁষে কোরালের দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সবাই গেল না। একজন শেষ মুহূর্তে ঘোড়া ঘুরিয়ে দিয়ে গ্যালারির সিঁড়ির ধাপগুলোর কাছে এসে থামল। যুবকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির ভঙ্গি করল সে। পঞ্চাশের মত বয়স হবে লোকটার।

মানুষটা ছয় ফুটের বেশি হবে লম্বায়, পাশেও তেমনি। বড়সড় মাথা ভর্তি ধুসর, এলোমেলো চুল। গোড়ার দিকে পাক ধরতে শুরু করেছে। গোঁফ আছে, সেগুলোও ধুসর। ভুরু মোটা, ঝোপের মত এলোমেলো।

মাটিতে নেমে লাগামটা রেইলের ওপর দিয়ে আরেক পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে ডেনের দিকে এগিয়ে এল সে। 'গুড মর্নিং! আমার নাম জোনাথন ট্রিমেন। তুমি কেমন আছ এখন?'

'ভাল,' মাথা ঝাঁকাল যুবক। আমি তোমাদেরকে বেশিদিন কষ্ট দেব না, মিস্টার ট্রিমেন। আমার আঘাত তেমন মারাত্মক নয়, দু-একদিনের মধ্যেই চলে যেতে পারব আশা করি।'

ওর সামনের চেয়ারে বসল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি যদি প্রমাণ করতে পারো তুমি কোন অপরাধ করে লস্ট ভ্যালিতে আসোনি, তাহলে যেতে হবে না। যতদিন খুশি এখানে থাকতে পারবে। যদিও আমি ধরেই নিয়েছি কিছু একটা না ঘটিয়ে আসোনি তুমি। তবে এটাও ঠিক, আইন কখনও কখনও ভুল করে। নির্দোষীকে দোষী বানিয়ে শাস্তি দিয়ে বসে। তবে চিন্তা নেই। আমি জেনে নিতে পারব কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। কিন্তু তুমি আমাকে যা বলবে, তা যদি পরে মিথ্যে প্রমাণ হয়, তাহলে আমার সমর্থন হারাবে তুমি। এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারবে না।

'তোমাকে আইনের হাতে তুলে দিয়ে আইনের কোন উপকার আমি করতে যাব না, শুধু ভ্যালি থেকে বের করে দেব। এর অর্থ হবে পাহাড়ে গিয়ে গানম্যান-আউটলদের সাথে থাকতে হবে তোমাকে। এখানকার কারও কোন সাহায্য পাবে না তুমি, রোজালিনের স্টোর থেকে সাপ্লাইও কিনতে পারবে না। আমার কথা বুঝতে পেরেছ আশা করি?'

মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'পেরেছি।'

'গুড। তোমার নাম কি?'

'গ্রেগ ডেন।'

'হুঁম! মনে হচ্ছে নামটা আসলই হবে। এখানে কত যে স্মিথ আর জনসন আসে জানো না। বেআইনী কি ঘটিয়ে এসেছ?'

লোকটাকে সতর্ক চোখে মাপল ডেন। 'আমার মনে হয় সেটা বলা ঠিক হবে না, মিস্টার ট্রিমেন।'

'চিন্তার কিছু নেই,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'তুমি যা বলবে তা তৃতীয় কান হওয়ার কোন চান্স নেই। বলে ফেলো।'

'আমি তোমাকে সত্যি কথাটা বলতে পারি অথবা চমৎকার একটা মিথ্যে গল্প বানিয়েও বলতে পারি,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'কিন্তু মনে হয় তুমি প্রথমটা বিশ্বাস করবে না, আবার পরেরটার ব্যাপারেও সত্যি-মিথ্যে খুব শিগ্গী জেনে যাবে। তাই মনে হয় বিষয়টা নিয়ে এ মুহূর্তে মুখ না খোলাই আমার জন্যে ভাল হবে।'

'সে ক্ষেত্রে তোমাকে এখানে থাকতে দিতে পারি না আমি। এটা আমার অনেকদিনের পুরানো অলিখিত আইন. তোমার জন্যে তা বদলাবার কোন কারণ দেখি না। আরেকটা কথা. আজ সকালে প্যাসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় একটা লাশ দেখেছি। তোমার মতই লম্বা একজনের। বেলে রঙের চুল, নীল চোখ। কার্ডরি প্যান্ট আর ফ্ল্যাট হিলড্ বুট পরা, গায়ে নীল ফ্লানেলের শার্ট, গলায় লাল নেকারচীফ। লোকটার সারামুখে স্মল পক্সের দাগ। কাজটা তোমার?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'লোকটাকে আমি বাধ্য হয়ে গুলি করেছি। আমি ওর ট্র্যাক অনুসরণ করছিলাম ক'দিন থেকে। লোকটা তা টের পেয়ে কায়দা করে আমাকে একটা বোল্ডারের পিছনে নিয়ে গিয়ে পিঠে গুলি করে। আমি আন্দাজ করেছিলাম এরকম কিছু ঘটতে পারে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। তার গুলি আমার পিঠে লাগে, আমার গুলি তার বুকে। এক গুলিতেই খতম।'

একটু থামল যুবক। 'দু'দিন থেকে লক্ষ করছিলাম লোকটার ঘোড়া ঠিকমত হাঁটতে পারছে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মনে হয় আমার ঘোড়া কেড়ে নেয়ার মতলব ছিল ব্যাটার।'

মাথা দোলাল ট্রিমেন। 'আমার অন্য প্রশ্নটার জবাবও এরকম এক কথায় দিলে ভাল করতে, ডেন। তোমার জন্যে যথাসম্ভব সব ধরনের সুবিধের ব্যবস্থা করতাম আমি।'

'দুঃখিত, মিস্টার ট্রিমেন,' মাথা নাড়ল যুবক। 'ও কথা আমি প্রকাশ করতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল বিশালদেহী মানুষটা। 'সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকতে পারো তুমি, তারপর চলে যেতে হবে। এ

ব্যাপারে আর কিছু করার নেই আমার. দুঃখিত। আসল ঘটনা বললে তোমার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থাও হয়তো করতে পারতাম।'

'তোমার মনটা ভাল, মিস্টার ট্রিমেন। অনেক বড়। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমিও দুঃখিত এ নিয়ে মুখ খুলতে পারছি না বলে। আমাকে ভ্যালি থেকে বের করে দিতে চাইছ তুমি?'

'এখনই না। কাল বা পরশুই তোমাকে চলে যেতে হবে, এমন কথাও আমি বলছি না। আগে পুরোপুরি সুস্থ হও, তারপর সেসব নিয়ে ভাবা যাবে। তবে তোমাকে চলে যেতে দেখলে আমার খারাপ লাগবে। আপাতত কিছুদিন থাকো তুমি। মা আর এড তোমার দেখাশুনা করবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে। হ্যাঙ্ক নামে একজনকে ডেকে তার ঘোড়া কোরালে নিয়ে যেতে বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। স্যাডল শেড থেকে এক বৃদ্ধকে বেরিয়ে আসতে দেখল গ্রেগ ডেন। এক পা খাট বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বেশবাস দেখে রাউস্টঅ্যাবাউট মনে হলো লোকটাকে।

একই মুহূর্তে বিল্ডিঙের অন্য প্রান্ত ঘুরে কুচকুচে কালো দাড়িওয়ালা আরেক বিশালদেহীকে বেরিয়ে আসতে দেখল ডেন। প্রায় জোনাথনের মতই দীর্ঘদেহী। তাগড়া স্বাস্থ্য। কুগারের মত নিঃশব্দে হেঁটে এল লোকটা। ট্রিমেনের খালি করে যাওয়া চেয়ারটায় বসল। তারপর কোনরকম ভুমিকা না করে চাপা কণ্ঠে সরাসরি কাজের কথা পাড়ল।

'আজ পাসের দক্ষিণদিকে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে। আমার ধারণা তুমি করেছ কাজটা। ঠিক?' কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলল লোকটা।

'হ্যাঁ। আত্মরক্ষার জন্যে।'

হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে এল সে, চোখ কুঁচকে আছে। 'আমি ব্ল্যাক বুচ বিডেল। ও আমার বন্ধু ছিল, স্পেক ম্যাসন।'

'তাহলে বলব বন্ধু বাছাই করার ব্যাপারে তুমি খুব অসতর্ক। লোকটা পিছন থেকে আমার পিঠে গুলি করেছে, জানো? সুযোগ পেলে তোমাকেও পিঠে গুলি করতে পারত, যদি

'ম্যাসন কখনও কারও পিঠে গুলি করে না!' দাড়িওয়ালা বাধা দিল। রাগে চোখ জ্বলছে। 'মনে হয় তুমি আগে গুলি করেছ, ও করেছে তুমি পিছন ফেরার পর। তাই না?'

'মিস্টার, আমি গুলি করার পর কারও পাল্টা গুলি করার ক্ষমতা থাকে না। লোকটা আমাকে বোল্ডারের আড়াল থেকে গুলি করেছে, আর আমি করেছি গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে। সে বুঝতেই পারেনি কখন, কিসের আঘাতে মরেছে।'

'এসব তোমার বানানো গল্প।'

চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখল যুবক। নরম গলায় বলল, 'পার্টনার, এ নিয়ে আমাদের ঝগড়া করার কোন মানে হয় না। ঘটনা যা ঘটেছে তাই বলেছি, বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার।'

ওর দিকে লোকটাকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকতে দেখল যুবক। মনে মনে কিছু হিসেব করছে যেন। 'তোমার ওপর আরও আগেই আমার নজর পড়েছে,' মাথা ঝাঁকাল ডেন। 'কারণ আমি আসলে অন্য এক বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম।'

'সেটা কি?'

'সপ্তাখানেক আগে জুপিটারে একটা ট্রেন হোল্ড-আপের ঘটনা ঘটেছে। শুনেছি, পাঁচজন ছিল ডাকাতরা। কিন্তু আমার ধারণা আসলে ছয়জন ছিল। ডাকাতদের ঘোড়া সামলানোর জন্যে সেখানে আরও একজন না থেকেই পারে না।'

'তাই নাকি, জুপিটারে ট্রেন হোল্ড-আপ ঘটেছে! কবে, শুনিনি তো?' আরও একটু সামনে ঝুঁকে বসল লোকটা। 'ব্যাপারটা জানো তুমি? খুলে বলো তো আমাকে!'

'আমি চোখে দেখিনি কিছুই,' ডেন বলল। 'কেবল এর-মুখে ওর মুখে শুনেছি আর কি!'

'তা হোক। তবু বলো। আমি শুনতে চাই।'

'সেদিন দুই ভাগে ট্রেন চালাচ্ছিল ওরা। প্রথম ভাগে ছিল পোসি, ওটাকে কিছু বলেনি ডাকাতরা। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ পানির ট্যাঙ্কের নিচে

থামতেই অ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। এক্সপ্রেস কারের মেসেঞ্জারকে খতম করে প্রায় বিশ হাজার ডলার দামের নতুন গোল্ড মানি লুট করে নিয়ে যায় ওরা। ওদিকে স্টেশন ছেড়ে যাওয়া সামনের অংশ পিছনেরটার দেরি দেখে কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল, এই সময় ডাকাতরা পিছনের ইঞ্জিন ফুল থ্রটল দিয়ে ছেড়ে দেয়। দুটো অংশের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন পোসি মারা যায়।'

হাসি ফুটল বুচের দাড়ি-গোঁপের জঙ্গলে ভরা মুখে। 'বাহ্, দারুণ বুদ্ধি ব্যাটাদের!'

'ঠিক!' মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'আমি বহুদিন থেকে এইরকম একটা স্মার্ট আউটফিটের খোঁজ ছিলাম, জানো? তোমাকে এখানে দেখে মনে হলো তুমি বোধহয় ওই দলের লোক।'

বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো লোকটা। 'কেন এরকম মনে হলো তোমার?'

'না, মানে, এমন ধরনের কিছু ঘটানোর পর "ওদের" তো এখানে এসেই গা ঢাকা দেয়ার কথা ছিল, তাই না? আমি তাই ভাবছিলাম, তুমি নিশ্চই ওদের দলের।'

মাথা নাড়ল বিডেল। 'না, আমি ওই দলের কেউ নই। হতে পারলে অবশ্য খুশিই হতাম। শালার ভাগ্য, দোষ না করলেও দোষী বানিয়ে দেয়া হয়। আমি আর পার্ডি একটা ছোট জয়েন্টে ফারো খেলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, ব্যাটারা ...।'

লোকটার বক্তব্য শেষ হতে মাথা দোলাল গ্রেগ ডেন, যেন তার গল্পটাকে সত্যি বলেই মেনে নিয়েছে।

'আইন বড় প্যাঁচালো। কখন যে কাকে ধরে বসে! তবে লস্ট ভ্যালির মত জায়গা থাকায় তোমার-আমার ভালই হয়েছে। তেমন ঝামেলা হলে এখানে এসে কিছুদিন নাক ডুবিয়ে থাকা যায়।'

'আরও ভাল হত যদি ...' হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। বুঝতে পেরেছে একদম নতুন পরিচিত কারও সাথে বেশি খোলামেলা গল্প করা ঠিক হচ্ছে না। চট্ করে উঠে পড়ল। 'স্পেক ম্যাসনের ব্যাপারটা আমার মনে হয় ভুলে

যাওয়া ভাল। তোমার কথাই ঠিক, ও মনের দিক থেকে একটু দুর্বল গোছের ছিল। তোমাকে কিসের জন্য ওয়ান্টেড করা হয়েছে?'

কিছুক্ষণ ভাবল যুবক। 'ওয়েল, রিওয়ার্ড নোটিসে বলা হয়েছে "মার্ডার"।'

বিডেলের চাউনি চকচক করে উঠল। 'আচ্ছা! অভিযোগটা নিশ্চই সত্যি হবে?'

'আরে না!' মাথা নাড়ল যুবক। 'ঘটনার সময়ে সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলাম আমি।'

পরস্পরের চোখে দিকে ঝাড়া দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল তারা। তারপর এক টুকরো চতুর হাসি ফুটল বিশালদেহী লোকটার মুখে। মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝতে পেরেছি। নাম কি তোমার?'

'গ্রেগ ডেন।'

'আমি ব্ল্যাক বুচ বিডেল। এখন চলি। পরে আবার দেখা হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়েই থেমে গেল লোকটা। নিচু গলায় বলল, 'ওই দেখো, এক স্ট্রেঞ্জার আসছে। এইমাত্র তুমি যাদের কথা বলছিলে, মনে হয় তাদের কেউ হতে পারে।'

ঘুরে তাকাতে এক রাইডারকে দেখতে পেল ডেন, ধীরগতিতে এদিকেই আসছে। লোকটা এমন ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে, যেন যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। ভীষণ ক্লান্ত। তার পিছনে দড়িতে বাঁধা আছে একটা প্যাক মিউল। বোঝার ভারে পিঠ বাঁকা হয়ে আছে সেটার। তেরপল দিয়ে বোঝাটা ঢাকা।

হিচিং র‍্যাকের কাছে এসে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডল থেকে নামল সে। ঘোড়া এবং গাধাটাকে হিচিং র‍্যাকে ভাল করে বেঁধে পা টেনে টেনে গ্যালারিতে উঠে এল। পরক্ষণে ফ্রেম ভাইনের ছায়ায় দু'জন লোককে বসা দেখে থমকে গেল।

মানুষটা গাট্টাগোট্টা ধরনের। দেখলেই বোঝা যায় প্রচুর শক্তি ধরে। চৌকো চোয়াল। চোখের রং ধূসর, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। উচ্চতা মাঝারী। 'এই আউটফিটের বস কোথায়?' জানতে চাইল লোকটা।

'বাড়ির মধ্যে,' বিডেল বলল।

'তাকে বলো আমি দেখা করতে চাই।'

একটা বুড়ো আঙুল হুকের মত গান বেল্টে বাধিয়ে দাঁড়াল দাড়িওয়ালা বিডেল। 'তোমাকে দেখে তো ল্যাংড়া-খোঁড়া মনে হয় না। নিজের কাজ নিজে করে নিলেই পারো। যাও, সামনের ওই দরজায় নক করে নিজের ইচ্ছের কথাটা জানাও তাকে।'

সতর্ক চোখে বিডেলকে মাপল লোকটা, দু' পা এগিয়ে ভিড়িয়ে রাখা দরজায় নক করল। এডনাকে সাড়া দিতে শুনল ডেন, আগন্তুককে ভেতরে যেতে বলছে। একটু পর লোকটা ঢুকে যেতে ডেন ইশারায় বিডেলকে কাছে ডাকল।

চাপা কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে একটা কথা জানাতে মনে ছিল না। হোল্ড-আপের সময় মেসেঞ্জারকে যে গুলি করেছে, সে নাকি দেখতে এই লোকটার মত ছিল। গাট্টাগোট্টা, মাঝারী উচ্চতার। চারকোনা চোয়াল। আর, ট্রেন থেকে লুট করা সোনা গাধার পিঠে চাপাতে দেখা গেছে তাদেরকে।'

বিডেলের চাউনি সঙ্কুচিত হয়ে এল। 'বুঝেছি,' একই রকম চাপা গলায় বলে গ্যালারি থেকে নেমে গেল সে। ঘুরে লিভিং রুমের ভেতরটা দেখতে গিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। দ্রুত হিচিং রেইলের কাছে গিয়ে গাধার পিঠে কিসের বোঝা হাত দিয়ে টিপে পরীক্ষা করতে গেল, ঠিক তখনই ওটার মালিক কড়া এক ধমক লাগাল গ্যালারি থেকে। 'সরে যাও ওটার কাছ থেকে!'

চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিল বিডেল। পিছনে তাকিয়ে দেখল লিভিং রুমের খোলা দরজার কাছে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ডান হাত গান বেল্টের কাছে। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, পার্টনার,' দাঁত বের করে হাসল। 'গাধার হিচ ঢিলে হয়ে গেছে কি না!'

শ্রাগ করে নিজের পথে পা বাড়াল সে। আগন্তুকও বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পর লোকটার চোখের আড়ালে আসা গেছে বুঝতে পেরে ডেনের দিকে ঘুরল বিডেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে গাধার পিঠের বোঝা দেখিয়ে জোরে জোরে মাথা নেড়ে "হ্যাঁ" বোঝাতে চাইল।

ডেনের বুকের ভেতর গরম রক্ত ছলকে উঠল। এই লোকটা তাহলে ট্রেন ডাকাতদের অন্যতম! ভাবল সে। সম্ভবত ওই গাধাটার পিঠের বোঝাই বিশ হাজার ডলারের গোল্ড কয়েনের বোঝা!

চার

বিডেল চোখের আড়ালে চলে যেতে ধীরেসুস্থে উঠল যুবক। স্টেবলে এসে নিজের ঘোড়া খুঁজে নিয়ে কোনমতে স্যাডল পরাল, তারপর দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকিয়ে থাকল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর আগন্তুককে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। সাথে জোনাথন ট্রিমেনও আছে।

গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল তারা। জোনাথন হাত তুলে দূরের রোজালিন দেখিয়ে কিছু বলল, মনে হলো লোকটাকে কোন জায়গা চেনাচ্ছে। মাথা ঝাঁকাল আগন্তুক, গ্যালারি থেকে নেমে এসে পশু দুটোর বাঁধন খুলে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ল। গাধার গলায় বাঁধা রশি ধরে দুলকি চালে টাউনের দিকে ঘোড়া ছোটাল।

জোনাথন বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে ডেন লোকটার পিছু নিল, দূর থেকে অনুসরণ করে চলল। রোজালিন যাওয়ার নির্দেশিত ঢালু পথ ধরে এক ঘন্টার মত এগোল লোকটা, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে দিল একসার পাহাড়ের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘন পাইন বনের ভেতরে হারিয়ে গেল সে। কিন্তু ডেন লোকটাকে হারাতে রাজি নয়, তাই ঝুঁকি নিয়ে একটু জোরে তার ট্র্যাক অনুসরণ করে ছুটল।

মাইলখানেক যেতে আবার তার দেখা পাওয়া গেল। বনের মধ্যে কিছুটা খোলা জায়গা, সেখানে একটা বিচ্ছিন্ন কেবিন আছে। সেটার সামনে গাধার পিঠের বোঝা নামাচ্ছে। শব্দ শুনে চট্ করে পিছনে তাকাল

লোকটা, হাতের কাজ থেমে গেছে। একটু দূরে থামল যুবক, মৃদু হেসে বলল, 'তোমার কাছে হেরে গেলাম দেখা যাচ্ছে।'

'মানে?' চোখ কোঁচকাল লোকটা।

'এখানে এমন সুন্দর একটা কেবিন আছে জানলে আমিই দখল করে নিতাম। আমারও একটা থাকার জায়গা দরকার।'

'তুমি ট্রিমেনের র‍্যাঞ্চহাউসে ছিলে না?'

'ছিলাম। এক রাতের জন্য,' শ্রাগ করল ও। 'তুমি পৌঁছার আগে লোকটা কিছু প্রশ্ন করে আমাকে। সবগুলোর জবাব দিতে পারলে হয়তো আরও থাকতে পারতাম। কিন্তু পারিনি বলে সুযোগটা হারিয়েছি। পাপ স্বীকার না করলে তার ওখানে থাকার চান্স জুটবে না। কি আর করা,' শ্রাগ করল। 'টাউনে যাচ্ছিলাম কিছু সাপ্লাই আর খাবার কিনতে। তোমার সাথে বাড়তি বেডরোল আছে নাকি?'

'না,' মাথা নাড়ল লোকটা। 'আমার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই থাকে না।'

'কি কাজ করো তুমি?'

'প্রসপেক্টিং।'

'প্রসপেক্টিং? খুব ভাল কাজ। এক সময় ভাবতাম আমিও করব, কিন্তু ওই পর্যন্তই।'

ওকে ঠাণ্ডা চোখে মাপল রাইডার। গম্ভীর গলায় বলল, 'সাপ্লাই কিনতে যাবে শুনলাম যেন?'

'হ্যাঁ, এই যাচ্ছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে আবার তাকে দেখল যুবক। হাসল। 'এরকম আর কোন কেবিনের খোঁজ পেলে আমাকে জানিয়ো কিন্তু।'

পিছন ফেরামাত্র হাসি মুছে গেল তার মুখ থেকে। মুহূর্তে কি এক ভাবনায় তলিয়ে গেল। বন থেকে বের হতে বুচ বিডেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এদিকেই আসছিল লোকটা। মুখোমুখি থামল দুজনে। বিডেলের কালো দাড়ি ভর্তি মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল।

'কি বুঝলে?' ভুরু নাচাল সে। 'কি বলল লোকটা?'

'তেমন কিছু না। শুধু বলল ও একজন প্রসপেক্টর, ব্যস্!'

হ হ করে বিকট শব্দে হেসে উঠল বুচ। কিছুক্ষণ পর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, 'প্রসপেক্টর, অ্যাঁ? বাহ্, দারুণ! তা তুমি কোথায় চললে?'

'টাউনে! সাপ্লাই আর বেডিং কিনতে।'

'চলো, আমিও যাই তোমার সাথে,' ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর পাশাপাশি এগোতে লাগল লোকটা।

রোজালিনে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল ওদের। আকারের দিক থেকে টাউনটা ডেনের যথেষ্ট বড় বলেই মনে হলো। তবে গড়ে উঠেছে অজায়গায়, এই যা। টু-স্কোর কেবিন আছে অনেকগুলো, কিন্তু খালি নেই একটাও। বড় একটা জেনারেল স্টোর আছে। বিডেল জানাল, ওটার মালিক জোনাথন ট্রিমেন। জিম রীভস নামে এক লোক চালায়। এছাড়া একটা হার্নেস ও স্যাডল শপ, দুটো রেস্টুরেন্ট, কমিউনিটি হল নামের বার্নের মত বিশাল একটা বিল্ডিং এবং একটা হোটেল ছাড়া আরও কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে রোজালিনে।

টাউনের প্রান্তে এক ঘোড়ার ডীলারের কোরাল আছে, সেখানে ঘোড়া-গাধা কেনা বেচা হয়। তবে পোস্ট অফিস নেই রোজালিনে। স্টেজ স্টেশনও নেই। কারণ লস্ট ভ্যালিতে আসা-যাওয়ার ট্রেইল এতই জঘন্য যে এখানকার সাথে স্টেজ যোগাযোগ স্থাপনের চিন্তা মাথায় স্থান দেয়নি কোন স্টেজ কোম্পানি।

বহিরাগতদের জন্য এখানে কোন চাকরির ব্যবস্থা নেই, বিডেল জানাল। তবে পাহাড়ে অনেক খনি আছে। সারা বছর কাজ চলে সেগুলোয়, যার খুশি সেখানে কাজ করতে পারে। কোন বিধিনিষেধ নেই। এখানকার কেবিনে থাকতে পয়সা লাগে না, ফ্রী। খালি থাকলে যে কেউ গিয়ে উঠতে পারে। অন্তত আশিজন আবাসিক লোক আছে রোজালিনে, অথচ মেয়ে নেই একজনও।

ভুল হলো, একজন আছে। হোটেলের মালিক সে। বয়স আশি বছর, নাম ম্যাকেরেন। সবার গ্র্যানি ম্যাকেরেন। এই রকম বাজে পড়া জায়গায়

বুড়ি কেন এসেছে, কিভাবে এবং কবে এসেছে, কেউ জানে না সে খবর। অবশ্য কেউ কেউ বলে বুড়োকে খুন করে পালিয়ে এসেছে খাণ্ডারনী বুড়ি, অনেক বছর আগে।

জেনারেল স্টোর থেকে কয়েকদিন চলার মত সাপ্লাই এবং একটা বেডরোল কিনল গ্রেগ ডেন। এবার একটা গাধা কিনে মালপত্র সেটার পিঠে চাপাতে হবে। সমস্ত মাল স্টোরকীপারের জিম্মায় রেখে বিডেলকে নিয়ে কাছের একটা কাফেতে এসে ঢুকল সে। খিদে পেয়েছে। কাফের নাম দ্য এলিট কাফে। দুপুর হয়ে গেছে বলে এ মুহূর্তে ভেতরে প্রচুর খদ্দের, কোন খালি টেবিল নেই। একটামাত্র টেবিল আছে যেটায় মাত্র একজন খদ্দের বসা। নিরুপায় হয়ে সেদিকেই পা বাড়াল ওরা। লোকটা কাপড়েচোপড়ে ফিটফাট, খেয়াল করল ডেন। কি যেন চিন্তা করছে।

মাঝারী উচ্চতার মানুষ। জলপাই রঙের চামড়া। চোখের মণি কুচকুচে কালো। নাকের নিচে কালো রঙের সরু গোঁফ, তার দু প্রান্ত তলোয়ারের মত ওপরদিকে বাঁকানো। সাদা সিলকের শার্টের ওপর কালো ফ্রক কোট পরে আছে লোকটা, মাথায় স্টেটসন। ডেনের ধারণা, কম করেও পঞ্চাশ ডলার দাম হবে ওটার। পরনে গাঢ় রঙের ট্রাউজার্স, পায়ে কালো স্প্যানিশ লেদারের হাতে তৈরি বুট।

বয়স বোঝার উপায় নেই লোকটার, পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোন একটা হতে পারে। তার মুখোমুখি বসল ডেন ও বুচ বিডেল। বিডেল ফিসফিস করে বলল, 'ব্যাটা খুব তেলতেলে মনে হচ্ছে না? এ ব্যাটাই সেই ট্রেন হোল্ড-আপের লীডার কি না কে জানে!'

ওয়েটার অর্ডার নিয়ে যেতে চারদিকে চোখ বোলাল সে, উপস্থিতদের মধ্যে পরিচিতি কয়েকজন সম্পর্কে ডেনকে জ্ঞানদান করতে লাগল। তবে দুজনের ব্যাপারে তেমন কিছু জানাতে পারল না।

'ওই দুজনকে চিনি না। আমি আসার কয়েকদিন আগে ভ্যালিতে এসেছে লোক দুটো। একজন না জেনে চোরাই ঘোড়া কিনে ফেঁসেছে বলে শুনেছি, অন্যজন ফেঁসেছে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে খুন করে।' ঠোঁট উল্টে শ্রাগ করল বিডেল। 'নাম জানি না কারও।'

ওয়েটার ওদের সামনের লোকটার খাবার নিয়ে এল। টেবিলে প্লেট-ডিশ সাজিয়ে রাখার ফাঁকে তার উদ্দেশে বলল, 'লস্ট ভ্যালিতে তুমি আজই প্রথম এসেছ মনে হয়!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'এতক্ষণ তোমাদের টাউনটা ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম। কিন্তু এখানে কোন সেলুন চোখে পড়ল না! ডান্স হলও নেই। কেন বলো দেখি!'

'এমনিই। এখানে ওসবের দরকার হয় না। আমাদের টাউনে সব ধরনের লিকার স্টোরেই পাওয়া যায়।'

'সেলুন নেই, বলো কি! এ তো চিন্তাই করা যায় না!' বিড়বিড় করে বলল ফিটফাট। 'এরকম এক টাউনে গ্যাম্বলিং হাউস নেই, ডান্স হল নেই, এ কেমন কথা?' ওয়েটারের দিকে ফিরে ভুরু উঁচিয়ে বলল, 'রোজালিন কোন ধর্মীয় কমিউনিটি নয় তো?'

মাথা নাড়ল ওয়েটার। 'না, না। স্রেফ টাউন। এই ভ্যালির মালিক জোনাথন। সেলুন, ডান্স হল তার পছন্দ নয়। ওসব নানান সামাজিক সমস্যা ডেকে আনে।'

'সমস্যা?' বিড়বিড় করে বলল লোকটা। 'সে তো আমি এক বাক্স নিয়েই এসেছি।'

ওয়েটার ঝুঁকে এল। 'কিছু বলছ?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'বলছিলাম, জোনাথন আমার বন্ধু মানুষ। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেক বছর আগে ভার্জিনিয়া সিটিতে আমাদের পরিচয়। পরে শুনেছি নেভাডায় প্রসপেক্টিং করতে গিয়ে খুব বড় এক রূপোর খনি পেয়ে ধনী হয়ে গেছে। আমার ...'

ওয়েটার থামিয়ে দিল তাকে। 'তোমার নিশ্চই কোন ভুল হচ্ছে, মিস্টার। আমি অন্য জোনাথনের কথা বলছি। এই জোনাথন হচ্ছে জোনাথন ট্রিমেন। র‍্যাঞ্চার। কোন প্রসপেক্টর নয়।'

'ট্রিমেন!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'এ তাহলে জোনাথন ট্রিমেন, বলো কি! আরে, এই জোনাথন তো আমার আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু! দাঁড়াও, দাঁড়াও! ওর সাথে আজই দেখা করতে হবে তো!'

'এখনও করোনি?' ওয়েটারের গলা শুকনো শোনাল। 'তাহলে খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি দেখা করো গিয়ে। জোনাথন ট্রিমেনের অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ থাকতে পারে না।'

'তাই নাকি?' ক্ষীণ ব্যঙ্গের সুরে বলল লোকটা। ব্যাপারটা ওয়েটার খেয়াল না করলেও ডেন করল। ভুরু কুঁচকে লোকটাকে দেখল ও। 'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'তার র‍্যাঞ্চে পাওয়া যাবে। টাউন থেকে বেরিয়ে যতক্ষণ না জে টি ক্যাটল স্প্রেড চোখে পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত সোজা দক্ষিণে যেতে থাকবে। মিস হওয়ার কোন চান্স নেই।'

ওয়েটার চলে যেতে ওদের দিকে ফিরে সৌজন্যের মৃদু হাসি দিল সে। 'আমার নাম নোলান। জেন্টেলম্যান জ্যাক নোলান। পরিচিতরা সবাই ডাকে জ্যাক নোলান বলে। তোমরা এই জোনাথন লোকটাকে চেনো বোধহয়, তাই না?'

'চিনি,' বিডেল বলল।

'লোকটা দেখতে কিরকম, প্রকাণ্ডদেহী? বয়স ... এই ধরো পঞ্চাশের মত। ভুরু চওড়া, ঘন ঝোপের মত এলোমেলো?'

'হ্যাঁ,' বিডেল মাথা ঝাঁকাল। 'মিলে গেছে।'

'আর চিন্তা নেই!' নোলান মৃদু হাসল। 'রোজালিনে তাহলে খুব শীঘ্রি সেলুন হবে, ডান্স হল হবে। আরও অনেক কিছুই হবে।'

জবাব না দিয়ে নীরবে খেয়ে নিল ওরা। তারপর বাইরে এসে সিগারেট রোল করে ধরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় এডনার ওপর চোখ পড়ল গ্রেগ ডেনের। কয়েক প্যাকেট ভর্তি জিনিসপত্র দু হাতে বুকের সাথে বেড় দিয়ে ধরে স্টোর থেকে বেরিয়ে আসছে ও। আরও কিছু প্যাকেট রয়েছে স্টোরকীপার রীভসের হাতে, এডনার পিছন পিছন আসছে সে।

স্টোরের হিচিং র‍্যাকে জে টি র‍্যাঞ্চের একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলতে বলতে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে দুজনে। এমন সময় পিছন থেকে কাউকে অস্ফুটে 'মাই গড!' বলে উঠতে শুনে অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল ডেন। জেন্টেলম্যান জ্যাক নোলান। এডনার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে

লোকটা। ডেন ঘুরে তাকিয়েছে বুঝতে পেরে সামলে নিয়ে হাসির ভঙ্গি করল। 'দেখো দেখি কাণ্ড!' শ্রাগ করল। 'আমি তো জানতাম ঐখানে আশি বছরের এক বুড়ি ছাড়া আর কোন মেয়ে থাকে না! কিন্তু তাহলে এই সুন্দরীটি কে!'

লোকটার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মৃদু হাসল ব্ল্যাক বুচ বিডেল। ডেন সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিল। 'ও হচ্ছে জোনাথন ট্রিমেনের মেয়ে। এডনা ট্রিমেন।'

চোখ কপালে তুলে তাকাল সে। টেনে টেনে বলল, 'আচ্ছা! আমার প্রিয় বন্ধুর জোনাথন ট্রিমেনের মেয়ে! কী আশ্চর্য, এই সেদিনের মেয়ে। এরমধ্যে এত বড় হয়ে গেছে!' তাড়াতাড়ি স্টেটসন ঠিক করল। 'যাই, ওকে নিজের পরিচয়টা জানিয়ে আসি।'

শীতল চোখে লোকটার চলে যাওয়া লক্ষ করতে লাগল ডেন। কেন যেন তার চাউনি, ভাব-চক্কর, কোনটাই ভাল ঠেকছে না। মনে হচ্ছে কি যেন বদ মতলব আছে ব্যাটার। স্টোরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল মেয়েটা, এই সময় ওর পথ আটকে দাঁড়াল সে। স্টেটসন তুলে বাউ করল। দূর থেকে লোকটার ঝকঝকে সাদা দাঁতের ঝলক দেখতে পেল ডেন। অনবরত মুখ নড়ছে।

এডনা অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। চেহারা দেখে বোঝা যায় লোকটার কাজ দেখে অবাক হয়েছে। কিন্তু নোলান সেসব আমল না দিয়ে ওর প্যাকেটগুলোর দিকে হাত বাড়াল—সাহায্য করতে চায়। এডনা রাজি হলো না, মাথা নাড়তে লাগল।

তারপরও লোকটা নির্লজ্জের মত হাত বাড়াচ্ছে দেখে বিরক্ত মুখে সামনে থেকে সরে যেতে চাইল ও। কিন্তু তাড়াতাড়ি করার ফলে ঝাঁকি লেগে একটা প্যাকেট রাস্তায় পড়ে গেল। যেন এমন এক সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল নোলান, ছোঁ মেরে প্যাকেটটা তুলে নিল। কিন্তু এডনা ওটার জন্য দাঁড়াল না, লোকটার পাশ ঘেঁষে হনহন করে সাইডওয়াকের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। ডেনের মনে হলো, মেয়েটার নীল আইরিশ নীল চোখ মুহূর্তের জন্য রাগে জ্বলে উঠল। চাপা কণ্ঠে কিছু একটা বলল সে।

কিন্তু যাকে বলা, সে পাত্তাই দিল না। বরং আরও একটা প্যাকেটের জন্য হাত বাড়াল।

ব্যাপারটা অসহ্য লেগে উঠল ডেনের, বিশেষ করে ব্ল্যাক বুচ বিডেল কৌতুকের সাথে দৃশ্যটা উপভোগ করছে খেয়াল করে। দৃঢ় পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল সে। এডনাকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুনল, 'তুমি বাবার বন্ধু হয়ে থাকলে বাবা নিশ্চয়ই খুশি হবে তোমাকে দেখে। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি না। তোমার কোন সাহায্যেরও আমার দরকার নেই। প্যাকেটটা দিয়ে নিজের কাজে যাও।'

নিঃশব্দে দুজনের কাছে এসে দাঁড়াল যুবক। এডনার উদ্দেশে হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে বলল, 'ম্যা'ম, তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি?'

'তুমি? তুমি টাউনে কেন?' মহাবিরক্ত দেখাল ওকে। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলল, 'এই ভদ্রলোক আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর হাত থেকে আমার প্যাকেটটা নিয়ে বাকবোর্ডে তুলে দেবে দয়া করে?'

'নিশ্চই!' জিনিসটা প্রায় কেড়ে নিল সে। জায়গামত রেখে নোলানের দিকে ফিরল। 'তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার।'

'আমার সাথে?' মেজাজ চড়লেও গলা শান্ত রাখার চেষ্টা করল লোকটা। 'আমার সাথে কিসের কথা?'

'সবার সামনে বলা যাবে না,' ইশারায় স্টোর বিল্ডিঙের পিছন দিকটা দেখাল যুবক। 'ওখানটায় চলো।'

এডনাকে আরও কিছু বলার জন্য পাশ ফিরেছিল নোলান, কিন্তু মেয়েটা ততক্ষণে বাকবোর্ডে উঠে পড়েছে দেখে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে আবার ডেনের দিকে ফিরল।

'কি, বলো।'

'বললাম না সবার সামনে বলা যাবে না? এসো, নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বলছি!'

স্টোরের পাশ দিয়ে পিছনদিকে চলে যাওয়া প্যাসেজ ধরে জোর পায়ে এগিয়ে চলল ডেন, একবারও ফিরে তাকাল না। দ্বিধাগ্রস্তের মত কিছুক্ষণ ইতস্তত করল নোলান, তারপর কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনুসরণ

করল ওকে। স্টোরের পিছনের গলিতে এসে দাঁড়াল যুবক, ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল আর কেউ নেই আশপাশে।

'কি?' সন্দেহের সুরে বলল লোকটা। 'বলো ...'

'বলছি!' বলেই বিদ্যুৎ গতিতে বাঁ হাত চালাল ও, সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়াম করে মারল নোলানের থুতনিতে। চোয়ালের হাড়ের সাথে আঙুলের গাঁটের জোরাল সংঘর্ষে ঠক্ করে আওয়াজ উঠল। এ মুহূর্তে ডেনের শরীরের যে হাল, তাতে ফাইট করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু লোকটার আশ্চর্য রকম বেহায়াপনা দেখে ভেতরে জমে ওঠা রাগ দমনের এছাড়া কোন পথও খুঁজে পাচ্ছিল না ও। কিন্তু তাতে উল্টো ফল হলো। ওজন ঠিক রাখতে পারেনি বলে নিজেই হাতে প্রচণ্ড ব্যথা পেল। চোখের সামনে আঁধার হয়ে এল সবকিছু।

ওদিকে ঘুঁসির ধাক্কায় লাটুর মত একটা পাক্ খেল নোলান, পরমুহূর্তে কাঁধ আর মাথা দিয়ে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। এতই জোরে পড়ল যে স্টোর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। পড়েই স্থির হয়ে গেল লোকটা, জ্ঞান হারিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে ব্যথা পাওয়া জায়গাটা ডলতে ডলতে ধীর পায়ে আগের জায়গায় ফিরে এল ও।

বুচ বিডেলকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। চোখ কুঁচকে ওর দিকেই চেয়ে আছে। এডনা বাকবোর্ডে উঠলেও জায়গা ছেড়ে নড়েনি। সে-ও তাকিয়ে আছে। স্টোরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল গ্রেগ, দুর্বল লাগছে খুব। গা ঘুলাচ্ছে। কাঁধের কাছে গরম লেগে ওঠায় বুঝল ঝাঁকিতে ক্ষতমুখ আবার খুলে গেছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। তার মধ্যে এডনাকে হেঁটে আসতে দেখল ও।

কাছে এসে ওকে দু হাতে ধরল মেয়েটা। গলির ভেতরে এক পলক উঁকি দিয়েই বুঝে ফেলল কি ঘটেছে। 'করেছ কি তুমি?' চাপা কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'টাউনে কেন এসেছিলে? তোমাকে না বলা হয়েছিল এখনও ঘোরাঘুরি করার সময় হয়নি তোমার?'

'আমি ঠিক আছি, ম্যা'ম,' হাসির ভঙ্গি করে বলল যুবক। 'কিছু হয়নি আমার।'

'কিন্তু আমি তো দেখছি অনেক কিছুই হয়েছে। ঠিকমত দাঁড়াতে পারছ না তুমি। টাউনে কেন এসেছিলে?'

'বেডরোল আর কিছু খাবার কিনতে। এবার একটা প্যাক মিউল কিনেই ফিরে যাব ভাবছি।'

'আমাদেরকে কি মনে করো তুমি, মিস্টার?' ধৈর্য হারিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এডনা। 'আমি নিষেধ করেছি, বাবা তোমাকে বলেছে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত র‍্যাঞ্চ ছেড়ে না বের হতে। তারপরও কি এমন জরুরি কাজে বেরিয়েছ? যাও, বাকবোর্ডে ওঠো গিয়ে। তোমার কাঁধ থেকে আবার রক্ত পড়তে শুরু করেছে।'

আফসোস প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল গ্রেগ। 'তার মানে হলো তোমার ভাই ববের আরও একটা শার্ট বরবাদ করে ফেললাম! ঠিক আছে, মিস ট্রিমেন। তুমি যেতে থাকো, আমি তোমার পিছন পিছন ঘোড়ায় চড়ে আসছি।'

'হাঁটতে পারছ না, তুমি আসবে ঘোড়ায় চড়ে?' ওর বাহু ধরে টান দিল এডনা। 'এসো আমার সাথে।'

এবার বিনা প্রতিবাদে পা বাড়াল যুবক, এলেমেলো পায়ে কোনমতে এগিয়ে এসে বাকবোর্ডের সীটে বসল। অল্প অল্প দুলছে।

'তোমার বেডরোল আর খাবার কোথায়?'

'স্টোরে রেখে এসেছি।'

রিভসের সাহায্যে জিনিসগুলো বাকবোর্ডে এনে তুলল এডনা। ওর ঘোড়াটাকে একটা হল্টার রোপ দিয়ে টেইলবোর্ডের সাথে বেঁধে নিয়ে ধীর গতিতে এগোল। র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পৌঁছতে দুর্বল ভাব কিছুটা কাটল গ্রেগের, কিন্তু রক্তক্ষরণের মাত্রা বেড়ে গেছে। ব্যান্ডেজ ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। ওর অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল মা ট্রিমেন, নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাতের সাথে মুখও চলছে তার সমানে।

কাজ শেষ হতে মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্যালারিতে চলে এল ডেন। কিন্তু ফ্রেম ভাইনে ঢাকা জায়গাটায় রোদের আগ্রাসন ঘটে গেছে দেখে নিরাশ হলো। এখানে বসা যাবে না। গ্যালারি থেকে নেমে বাড়ির পুবদিকে

চলে এল ও। বিল্ডিঙের গা ঘেঁষে পরিষ্কারমত একটা জায়গা দেখে মাটিতে বসল। চোখ বুজল দেয়ালে হেলান দিয়ে।

দু' ঘণ্টা পর, জে টি র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে স্যাডল থেকে নামল জেন্টলম্যান জ্যাক। থুতনির বাঁ দিক সামান্য ফোলা, কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দিচ্ছে না সে। যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে হিচিং র‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে গ্যালারিতে উঠে দরজায় নক করল। এডনা দরজা খুলল, পরমুহূর্তে লোকটাকে দেখে বিরক্তি ফুটল ওর চেহারায়। কিন্তু নোলান আমল দিল না। হ্যাট তুলে বাউ করল। মৃদু হেসে বলল, 'আমাদের পুরানো সম্পর্ক ঝালাই করতে এলাম। তোমার বাবা আছে?'

'অফিসে আছে,' মাথা দোলাল ও। লোকটার থুতনি শক্ত কিছুর আঘাতে ফুলে গেছে দেখে খুশি হলো। কালো হয়ে আছে জায়গাটা। 'কে খুঁজছে বলব?'

'বলবে নোলান দেখা করতে চায়। অবশ্য জেন্টেলম্যান জ্যাক বললেই ভাল চিনবে।'

তাকে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির পুব উইঙে জোনাথনের অফিসের দরজায় এসে দাঁড়াল এডনা। পায়ের শব্দে ডেস্কের ওপাশ থেকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'বাবা, জেন্টলম্যান জ্যাক নামে এক ভদ্রলোক তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

বাবার প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক না হয়ে পারল না ও। দর্শনপ্রার্থীর নামটা কানে যাওয়ামাত্র ফ্যাকাসে হয়ে উঠল সে। মনে হলো মুহূর্তের জন্য অন্তরাত্মা কেঁপে গেছে মানুষটার। অবশ্য সে ক্ষণিকের জন্য। প্রচণ্ড মানসিক শক্তিবলে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল সে। মাথা ঝাঁকাল। 'নিয়ে এসো তাকে,' স্বাভাবিক গলায় বলল। 'আর দেখো, কাজের সময় কেউ যেন আমাদেরকে ডিসটার্ব না করে।'

একটু পর এডনার আগে আগে অফিসরুমে এসে ঢুকল লোকটা, দরজা বন্ধ করে জোনাথন ট্রিমেনের মুখোমুখি হলো। মিটিমিটি হাসছে, যেন কি এক বিজয় এইমাত্র সম্পন্ন করেছে। 'তোমার মেয়েটা খুব সুন্দরী হয়েছে, ট্রিমেন। সে জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাতেই হয়।'

জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে জোনাথন, দু' হাত পিছনে বাঁধা। গম্ভীর। অপলক, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল সে। 'লস্ট ভ্যালিতে কেন এসেছ?'

অনুমতির তোয়াক্কা না করে একটা গদিমোড়া চেয়ারে ডুবে গেল জেন্টেলম্যান জ্যাক, হ্যাটটা ফ্লোরে রেখে সোজা হলো। 'বোসো, জোনাথন। কিছু জরুরি কথা আছে তোমার সাথে।'

'এখানে কেন এসেছ তুমি?' একই কণ্ঠে বলল সে।

লোকটার চোখমুখ হেসে উঠল। 'ভাগ্যের টানে এসেছি বলতে পারো। অনেকদিন থেকে আশা ছিল কোথাও মনের মত একটা গ্যাম্বলিং হল খুলব, কিন্তু উপযুক্ত জায়গার অভাব আর নানারকম আইনের মারপ্যাঁচের কারণে পারিনি,' শ্রাগ করল সে। 'পরে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে তোমার লস্ট ভ্যালির কথা জানতে পারলাম। শুনলাম কোনরকম আইনী নিষেধাজ্ঞার বালাই নেই এখানে, তারওপর জায়গাটার মালিক আমারই এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' শ্রাগ করল। 'ব্যস, চলে এলাম। ভাবলাম, দেখি চেষ্টা করে এখানে ভাগ্য ফেরাতে পারি কি না।'

শ্রাগ করল সে। 'আমি জানি আমার মত পুরনো এক বন্ধুকে ফিরিয়ে দেয়ার কথা তুমি ভুলেও ভাবতে পারবে না। কি বলো, জোনাথন, ঠিক বলেছি না?' ইঁদুরকে কোনঠাসা করতে পারলে ক্ষুধার্ত বিড়াল যেভাবে হাসে, ঠিক সেইভাবে হাসল লোকটা।

'আমি কিন্তু তাই ভাবছি, নোলান,' জোনাথন দৃঢ় স্বরে বলল। 'এখানে আমি কাউকেই এমন কিছু করতে দেব না যার সাথে মদ আর নারী জড়িত আছে এবং যার লোভে তল্লাটের সমস্ত চোর-বদমাশ আর খুনীরা দলে দলে এসে রোজালিনে ভিড় জমানোর সুযোগ পায়। আমি তা হতে দেব না। তাহলে লস্ট ভ্যালিকে অপরাধমুক্ত রাখতে এত বছর আমি যে অক্লান্ত কাজ করেছি, তার সব নিষ্ফল হয়ে যাবে।'

'মুশকিল হয়ে গেল দেখছি,' চোখমুখ বিকৃত করে বলল লোকটা। 'তুমি আমাকে অপ্রিয় একটা কাজ করতে বাধ্য করছ, জোনাথন। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি ক্যালিফোর্নিয়ায় এক খুনীকে এখনও ...'

'চুপ করো!' চাপা ধমক মেরে লোকটাকে থামিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার। বাড়ির বাইরে বিশ্রামরত গ্রেগ ডেন হাঁটুতে মাথা থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ধমকটা কানে যেতে জেগে গেল। কয়েক মুহূর্ত অনড় থেকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল, তার পিছনের রুম থেকে দু'জনের উত্তেজিত গলার কথাবার্তার শব্দ আসছে। একটা গলা জোনাথন ট্রিমেনের, অন্যটা জেন্টলম্যান জ্যাকের।

আড়াল থেকে কারও আলোচনা শোনা ভব্যতা বর্জিত, তাই জায়গা ছেড়ে নিঃশব্দে সরে যাবে ভাবছিল ডেন। এমন সময় নোলানের গলা কানে যেতে মত পাল্টাল।

'ট্রিমেন, আবার ভাল করে ভেবে দেখো ব্যাপারটা। তুমি আমাকে বাধ্য করলে আমি মুখ খুলবই। তুমি নিশ্চই চাও না তোমার অতীত জীবনের সেই অন্ধকার অধ্যায়ের কথা তোমার মেয়ে জেনে যাক? এখানে ভাল আছ তুমি। সমৃদ্ধ জীবন কাটাচ্ছ। সবাই পুরনো জোনাথনের কথা ভুলে গেছে। এখন যদি আবার সে কথা নতুন করে তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়, কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'যাও, যাও! তুমি সে খবর বাইরে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে ভেবেছ? আমি তোমাকে সে সুযোগ দেব না, নোলান! ভ্যালি থেকে বের হওয়ামাত্র শেষ হয়ে যাবে তুমি, মনে রেখো!'

পাতলা হাসি ফুটল জেন্টলম্যান জ্যাকের মুখে। 'রক্তে এখনও খুনের নেশা আছে তাহলে? শোনো, ট্রিমেন। আমি বোকা নই। সঙ্গে একজনকে নিয়েই এখানে এসেছি। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় আমার অপেক্ষায় থাকবে লোকটা, সময়মত আমি সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা না করলে সে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাবে, তোমার খবর পৌঁছে দেবে জায়গামত। ফলটা কি হবে বুঝতেই পারছ।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জোনাথন। বুঝল হার হয়ে গেছে। নোলানের বুদ্ধির কাছে হেরে গেছে সে। এখন তার কথা মত না চললে বিপদ। 'ঠিক আছে, নোলান,' মুখ খুলল সে, গলা রাগে কাঁপছে মনে হলো। 'বলো, কি চাও তুমি!'

'বিশেষ কিছু না। তোমার কমিউনিটি হলে গ্যাম্বলিং আর ডান্সিং হল খোলার এবং সে জন্য মেয়েসহ আর যা যা দরকার, বাইরে থেকে নিয়ে আসার অনুমতি চাই। তার বদলে আমি দেব তুমি যাতে পরিবারের সদস্যদের কাছে ছোট না হও, সেই নিশ্চয়তা।'

রাগ ও ঘৃণা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না জোনাথন। বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, নোলান, এ দফা তুমিই জিতে গেলে। যাও, খোলো গিয়ে কি খুলতে চাও। মেয়ে, হুইস্কি, খেলা, যা যা দরকার নিয়ে এসো সব। কিন্তু বুঝেশুনে চলবে, নইলে আমার নামে আরও একটা খুনের দায় যোগ হতে পারে।'

নিঃশব্দে উঠে পড়ল গ্রেগ ডেন, ব্যস্ত পায়ে সরে গেল সেখান থেকে। চেহারা পাথরের মত। দেখে মনের ভাব বোঝার কোন উপায় নেই।

পাঁচ

তিন সপ্তাহের মত কেটে গেছে। ডেনের ক্ষত প্রায় শুকিয়ে এসেছে এর মধ্যে। এই ক'দিন খোঁড়া রাউস্টঅ্যাবাউট হ্যাঙ্ক স্টেবিনের শ্যাকে কাটিয়েছে সে। জোনাথন বা তার স্ত্রী অনুরোধ করার পরও র‍্যাঞ্চহাউসে আর ফিরে যায়নি। কেন যায়নি, কাউকে তা বুঝতেও দেয়নি।

নোলান আর জোনাথনের সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে প্রায়ই ভাবে গ্রেগ। জোনাথনের মত মানুষ অতীতে আইন ভঙ্গ করেছে, মানুষ হত্যার মত জঘন্য কোন কাজ করেছে, শাস্তি কার্যকর করার জন্য তাকে আজও খোঁজা হচ্ছে, ভাবলেই কেমন যেন লেগে ওঠে তার। ওদিকে এর মধ্যে ভ্যালিতে আরও এক আগন্তুক এসেছে।

মাঝারী উচ্চতার শক্তপোক্ত মানুষ সে। দেখতে অনেকটা সেই স্বঘোষিত প্রসপেক্টরের মত। দুটো গান ঝোলে তার বেল্টে। দেখে মনে হয় প্রয়োজনের সময় ওগুলোকে কি ভাবে কাজে লাগাতে হয়, তা-ও ভালই জানে। গ্রেগ ডেন এর মধ্যে প্রসপেক্টরের নাম জেনে নিয়েছে-বার্ট ক্র্যানডাল। তবে লোকটার প্যাক মিউলের পিঠে কি ছিল, সে খবর জানতে পারেনি।

ওদিকে জেন্টলম্যান জ্যাক ইদানীং যখন-তখন এডনাদের বাড়িতে আসতে শুরু করেছে। দিনের বেশিরভাগ সময় সেখানেই কাটায় সে, প্রায় রোজই মেয়েটিকে নিয়ে রাইডিঙে যায়। এডনা ব্যাপারটা উপভোগ করে কি না জানে না গ্রেগ, তবে চেহারা দেখলে মনে হয় করে না। এ নিয়ে জোনাথনকেও উদ্বিগ্ন দেখেছে ও। মেয়েকে নিয়ে লোকটা যখন বেরিয়ে যায়, পিছন থেকে প্রায়ই ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে লোকটা। বিড়বিড় করে কি সব বলে। সে সময় লজ্জায় আর অপমানে কালো হয়ে থাকে তার চেহারা।

গত কদিনে কয়েকবার রোজালিনে গেছে ডেন। খেয়াল করেছে, এর মধ্যে বাইরে থেকে আরও কজন আউটল ভ্যালিতে এসেছে। তাদের কয়েকজনের সাথে পরিচয়ও হয়েছে ওর। আগে থেকে আরও দুই আউটল ভ্যালিতে ছিল; বুচ যাদেরকে চেনে না বলেছিল, তাদের নাম জানা গেছে-রেড ম্যাগিল ও পিটি স্টফার।

সবার শেষে আসা লোকটা নিজেকে আড়ালে-আবডালে রাখার চেষ্টা করছে। তার নাম ওয়াইওমিং। ট্রেন ডাকাতির সময় মেসেঞ্জারকে যে লোক গুলি করে, ডেনের জানামতে তার আকার-গঠনের সাথে বার্ট ক্র্যানডাল এবং এই লোকের প্রচুর মিল। কাজটা এদের কারও কি না, হয়ে থাকলে কার; ওয়াইওমিঙের না ক্র্যানডালের, তাই ভাবে ও।

এই মুহূর্তে হ্যাঙ্ক স্টেবিনের সাথে তার শ্যাকের দরজায় বসে আছে যুবক। হ্যাঙ্ক দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে আপনমনে একের পর এক অভিযোগ করে চলেছে। যখন একা থাকে, তখনই এই করে সে। কারণ এটা তার স্বভাব। দুনিয়ায় যত হতাশাবাদী আছে, এই লোক সম্ভবত

তাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন। তার মতে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কিছুই ঘটেনি যাকে ভাল ঘটনা বলা যায়।

বরং যা ঘটেছে সব ভুল, উল্টোপাল্টা। তাই এসব নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। হ্যাঙ্কের ধারণা, হয় তার পাকস্থলীতে কোন গোলমাল আছে, নয় লিভারে। এই জন্যই প্রায় সময় পেটের একপাশে প্রচণ্ড ব্যথা করে। আর আছে রিউম্যাটিক। সে জন্যও কম ভুগতে হয় না। 'ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্য করেন', কথাটা শুনলেই তার গা জ্বলে।

এসব নিয়ে নিজের সাথে নীরবে কনসাল্ট করছে সে, এইসময় র‍্যাঞ্চহাউসের গ্যালারি থেকে উঁকি দিল এডনা ট্রিমেন। হ্যাঙ্ককে তার পনিতে স্যাডল পরাতে বলে আবার ভেতরে চলে গেল সে। সোজা হয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা। আপনমনে বলল, 'মেয়েটা খুব ভাল ছিল। কিন্তু আর ক'দিন?'

'"আর ক'দিন" মানে?' গ্রেগ বলল।

'এখন বড় হয়েছে না? বিয়ে করে মেয়ে থেকে মহিলা হয়ে যাবে না?' শ্রাগ করল লোকটা। 'কবে কোন কাউবয়কে, নয়তো গ্যাম্বলারকে বিয়ে করে বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করতে লেগে যাবে, কে জানে! হয়তো জেন্টলম্যান জ্যাককেই বিয়ে করে বসবে।

'ওরকম গাঁটকাটার মতো চেহারার লোকটাকে জোনাথন কেন সহ্য করে বুঝি না। আমি মেয়ের বাপ হলে ওর মতো আধবুড়োকে জামাই করার কথা চিন্তাই করতাম না। ব্যাটা আবার পারফিউমও মাখে!' চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল বৃদ্ধের। 'তারপরও গা থেকে আগস্ট মাসের লাইল্যাক ঝোপের গন্ধ বেরোয়। ওই দেখো, বলতে না বলতে ব্যাটা হাজির,' শেষের কথাগুলো চাপা গলায় বলল।

দুলকি চালে ইয়ার্ডে এসে ঢুকল ফিটফাট নোলান, বাড়ির সামনের হিচিং র‍্যাকে ধীরেসুস্থে ঘোড়া বাঁধল। এডনা এসে ভেতরে নিয়ে গেল তাকে। হ্যাঙ্ক চাপা গলায় অসন্তোষ প্রকাশ করে পনিতে স্যাডল চাপাতে চলল, অন্যদিকে গ্রেগ ডেন এক পা দু'পা করে বাড়ির পিছনে এসে মাটিতে কি যেন খুঁজতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড পর আগের জায়গায় ফিরে এল ও। নোলানের ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেটের দিকে হাত বাড়াল, এক মুহূর্ত পর সরে গেল সেখান থেকে। আগের জায়গায় গিয়ে বসল। ওদিকে হ্যাঙ্ক এডনার পনি নিয়ে গ্যালারির সামনে পৌছতে ভেতর থেকে এডনা ও নোলান বেরিয়ে এল।

নোলান এডনার পনির লাগামের জন্য বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়াল। 'আমাকে দাও।' না শোনার ভান করে মেয়েটার দিকে তাকাল বৃদ্ধ। নোলান রেগে উঠল। এক পা এগিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'ওটার লাগাম আমার হাতে দাও!'

মাথা কাত করে নিরীহ ভঙ্গিতে তাকাল হ্যাঙ্ক। 'আমাকে কিছু বলছ? আজকাল মাঝে মাঝে কানে ঠিকমত শুনি না।'

এডনার মুখে ক্ষণিকের জন্য চাপা হাসি ফুটতে দেখা গেল। দ্রুত হ্যাঙ্ক আর নোলানের মাঝখানে এসে হাত বাড়াল ও। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি নিচ্ছি।'

সাথে সাথে কানের সমস্যা ঠিক হয়ে গেল বুড়োর। ওর হাতে লাগাম তুলে দিয়ে দু'জনের মাঝখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকল যাতে এডনাকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করার নামে লোকটা ওর কাছে যেতে না পারে। ওদিকে মেয়েটাকে স্পর্শ করার এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে মনে মনে আরও রেগে উঠল নোলান। কিন্তু কিছু করার দেখল না কারণ ততক্ষণে পনিতে চেপে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে ও।

এক লাফে নিজের মাউন্টে উঠে বসল লোকটা, স্পার দিয়ে ঘোড়ার পেটে বেকায়দা খোঁচা মেরে বসল ওটাকে জোরে ছুটিয়ে এডনাকে ধরবে বলে। পশুটাও লাফ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা না করে আর কিছু করে বসল—ঠিক যেন বিস্ফোরিত হলো।

ওটার মাথা এমন আচমকা মাটির দিকে নেমে গেল যে প্রচণ্ড টানের চোটে হতভম্ব নোলানের হাত থেকে লাগাম ছুটেই গেল। পরক্ষণে পিঠ বাঁকা হয়ে গেল পশুটার, ভয়াবহ একটা ডাক ছেড়ে সামনের দু'পা আকাশে তুলে খাড়া হয়ে গেল। স্যাডল থেকে ছিট্‌কে শূন্যে উঠে পড়ল

নোলান, চিত হয়ে উড়ে গেল ফুট দশেক। তারপর চার হাত-পায়ে 'ঘ্যাক!' করে আছড়ে পড়ল।

কি থেকে কি ঘটল বুঝতে না পেরে জমে গেল হ্যাঙ্ক, কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। হুঁশ হতে ছুটে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে নোলানের ড্রেস থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করল। মনে মনে অট্টহাসি হাসছে।

'সরে যাও, আহাম্মক কোথাকার!' সম্ভবত লোকটার মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরেই ফুঁসে উঠল নোলান।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগল। ধমক খেয়ে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল হ্যাঙ্ক স্টেবিন, আহত হয়েছে। হ্যাট কুড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল নোলান। দাঁতে দাঁত চেপে বিড় বিড় করে বলল, 'হয়েছে কি তোমার?' লোকটা রাগে অন্ধ হয়ে গেছে টের পেয়ে এক পা দু'পা করে পিছিয়ে যেতে লাগল ঘোড়াটা। কিন্তু নোলান নাছোড়বান্দা, কয়েক পা ভদ্রলোকের মতো গিয়ে কাজ হচ্ছে না দেখে তাড়া করল ওটাকে।

পশুটাও খিঁচে দৌড় লাগাল। ক্রুদ্ধ মনিবের নাগালের বাইরে গিয়ে নাক দিয়ে খর খর শব্দ করতে থাকল। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে। নোলানের বিপদ দেখে এডনা এগিয়ে এল। বলল, 'তুমি জায়গা ছেড়ে নোড়ো না। আমি ধরে আনছি ওটাকে।'

এক মিনিটের মধ্যে পশুটার লাগাম ধরে ফেলল ও, টেনে নিয়ে এল মালিকের কাছে। 'ঘোড়ার ওপর তেজ দেখিয়ে লাভ নেই। তারচে' ওটার রিগ পরীক্ষা করো। মনে হয় রিগে কোন সমস্যা আছে,' কথার ফাঁকে হ্যাঙ্কের কেবিনের দরজায় বসে থাকা গ্রেগের দিকে ফিরল এডনা। নিবিষ্ট মনে এদিকেই তাকিয়ে আছে যুবক।

রাগ সামলে মাথা দোলাল জেন্টলম্যান জ্যাক, স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে বোলাতে লাগল। 'ঠিক বলেছ তুমি,' শুরু করতে না করতে থেমে গেল সে, একটা শামুকের ভাঙা খোল বের করে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকল।

'আশ্চর্য! এই জিনিস কোত্থেকে এল!' প্রশ্নটা সরাসরি হ্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে করল সে।

'আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। 'আমি তার কি জানি!'

এবার গ্রেগ ডেনের দিকে ফিরল জেন্টলম্যান জ্যাক। চাউনি সরু হয়ে উঠল। 'আমি বুঝতে পেরেছি কাজটা কার,' একটু পর বিড়বিড় করে বলে এডনার দিকে ফিরল সে। 'আমার ঘোড়াটা একটু ধরবে আমি ঠিকঠাক হয়ে না আসা পর্যন্ত?' লাগাম ওর হাতে দিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ির ভেতরে চলে গেল সে।

এডনা গ্রেগের দিকে ফিরল, ওর নীল আইরিশ চোখ হাসছে। 'বুদ্ধি ভারই বের করেছ। কিন্তু এরপর থেকে যা করার সতর্ক হয়ে কোরো। লোকটা ঘুসি খাওয়ার দুঃখ এখনও ভুলতে পারেনি। হাতেনাতে ধরতে পারলে পরিস্থিতি জটিল করে তুলবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় রেঞ্জ থেকে ফিরে আসা জে টি ক্রুদের মাঝে নতুন একজনকে দেখতে পেল গ্রেগ ডেন। লোকটাকে এই প্রথম দেখল ও। ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় হেসে বুড়ো হ্যাঙ্কের উদ্দেশে হাসমুখে হাত নাড়ল সে।

'কে লোকটা?' গ্রেগ প্রশ্ন করল।

'ওর নাম জেড স্টোন। আমাদের ফোরম্যান। গত কয়েকদিনের মধ্যে ভ্যালিতে আসা কয়েকজনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর সেরে ফিরল বাইরে থেকে।' একটু চুপ করে থাকল লোকটা। তারপর চাপা কণ্ঠে বলল, 'অনেকদিন হলো কিছু ঘটেনি এখানে, আজ হয়তো ঘটবে। কিছু খেলা-টেলা দেখা যাবে।'

'মানে?'

'বিডেল আর পার্ডি এসে বলেছে, এক ফারো ডীলার তাদের সাথে প্রতারণা করায় তারা তাকে হেল্ড-আপ করেছিল। তাই তাদেরকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। ম্যাগিলের গল্প হলো, না জেনে একটা চোরাই ঘোড়া কিনে আউটল হয়েছে সে। বাধ্য হয়ে পালাতে হয়েছে। আর পিটি স্টফার নাকি আত্মরক্ষার জন্য গুলি করেও মানুষের সহানুভূতি পায়নি, উল্টে তাদের রোষানলে পড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

'তাদের এসব কাহিনী কতদূর সত্যি, জোনাথন তা যাচাই করতে জেড স্টোনকে বাইরে পাঠিয়েছিল। কাহিনী সত্যি হলে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু মিথ্যে হলে আছে। মিথ্যেবাদীদেরকে আজই লস্ট ভ্যালিকে বিদায় জানাতে হবে। ওই যে,' চাপা গলায় গজগজ করে উঠল বৃদ্ধ। 'বুচ বিডেল আর নিউট পার্ডি আসছে। সারাদিন শ্রীমানরা টাউনে পড়ে থাকে, অথচ খাওয়ার ঘণ্টী শুনলে ঠিকই সুড়সুড় করে মেস শ্যাকে এসে জোটে।'

ঘোড়া বেঁধে রেখে জে টি ক্রুদের সাথে মেস শ্যাকে ঢুকে গেল লোক দুটো। তার একটু পর জোনাথন ও জেড স্টোন র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে হ্যাঙ্ক স্টেবিনের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। দু'জনেই গম্ভীর। র‍্যাঞ্চার ডেনের দিকে এক পলক তাকিয়ে বৃদ্ধের দিকে ফিরল। 'হ্যাঙ্ক, তোমার গান নিয়ে আমার সাথে এসো।'

লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভেতরে চলে যেতে ডেনের দিকে ফিরল সে। জেড স্টোনের সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ছেলেটা এখানে আসার কারণ হিসেবে মিথ্যে বলার চেয়ে একেবারে কিছুই না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' শ্রাগ করল। 'ওর শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে আমিও আর চাপাচাপি করিনি।'

জেড স্টোন কিছু বলল না, ঠোঁট টিপে মাথা ঝাঁকাল কেবল। হ্যাঙ্ক তার সিক্স-শূটার নিয়ে আসতে তারা তিনজন একযোগে মেস শ্যাকের দিকে পা বাড়াল। কৌতূহলী হয়ে ডেনও পিছন পিছন চলল। ওদিকে এডনাকে নিয়ে তখনই বাইরে থেকে ফিরেছে জেন্টলম্যান জ্যাক। সবার চোখমুখের অবস্থা দেখে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বুঝে ফেলল সে। এডনাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সে-ও এল ব্যাপার দেখতে।

ওদিকে জোনাথন ট্রিমেন মেস শ্যাকে ঢুকেই পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। জেড স্টোন ও হ্যাঙ্ক দাঁড়াল তার ডানে-বাঁয়ে। সামনেই লম্বা এক টেবিল, তার দু'পাশে লাইন দিয়ে বসে খাচ্ছে ক্রুরা। হঠাৎ দরজায় বসকে দেখে তাদের মুখ নাড়া থেমে গেল। তারা জানে এবার কি ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু নিউট আর বিডেল জানে না। তাই তাদের চেহারায় অনিশ্চয়তা ফুটল। ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখা গেল।

'বিডেল,' কড়া গলায় শুরু করল জোনাথন। 'ভ্যালিতে আসার কারণ হিসেবে তুমি আর পার্ডি আমাকে যে কাহিনী শুনিয়েছ, আমার ফোরম্যানকে তা যাচাই করতে পাঠিয়েছিলাম আমি। যে জায়গায় তোমরা ফারো হোল্ড-আপ ঘটিয়েছ বলে দাবী করেছ, সেখানে তেমন কিছুই ঘটেনি। সেখানকার লোকেরা তোমাদেরকে চিনতে পারেনি। তার মানে তোমরা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছ আমার কাছে। এর পরিণতি তোমরা নিশ্চই জানো।'

খানিক বিরতি দিল সে। 'তোমাদেরকে পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো। এরমধ্যে সাপার শেষ করে ভ্যালি থেকে বেরিয়ে যাবে তোমরা। খবরদার! ভুলেও আর কখনও আসবে না এখানে।'

মেজাজ চড়ে গেল লোক দুটোর, কিন্তু কিছু করার নেই। একে র‍্যাঞ্চ ক্রুদের মাঝখানে রীতিমত আটকা পড়ে আছে তারা, তারওপর গান বেল্ট দেয়ালের পেগে ঝুলছে–এ অবস্থায় হার মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রতিবাদ করতে চাইল বুচ বিডেল। 'তোমার কোন অধিকার নেই এভাবে ...'

'আছে কি নেই সে কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেব না, বিডেল,' শান্ত গলায় বাধা দিল র‍্যাঞ্চার। দু পা এগিয়ে টেবিলের কিনারায় উরু ঠেকিয়ে দাঁড়াল। 'সময় আর চার মিনিট আছে। এর মধ্যে সাপার শেষ করে বেরিয়ে যাও, নইলে ...'

'জাহান্নামে যাক তোমার সাপার!' লাফিয়ে উঠল বিশালদেহী বুচ। 'এ জন্য একদিন তোমাকে পস্তাতে হবে, ট্রিমেন। মনে রেখো, ভ্যালিতে তোমার দিন খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসছে! ক'দিন পর দেখবে তোমার জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি থাকবে ভ্যালির বাইরে।'

থাবা দিয়ে হ্যাট তুলে নিল আউটল। গান বেল্টের দিকেও হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু জোনাথন হাত তুলে বাধা দিল। মাথা নেড়ে শান্ত গলায় বলল, 'দাঁড়াও! ব্যস্ত হয়ো না। টেক্সাস, চেম্বার খালি করে ওদের গানগুলো দিয়ে দাও। জেড, আমরা স্প্রেড থেকে ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখব। এসো।'

গ্রেগ বা নোলানকে না দেখার ভান করে শ্যাক থেকে বেরিয়ে গেল লোক দুটো। স্টোন ও হ্যাঙ্ক অনুসরণ করল তাদেরকে।

চিন্তিত মনে কেবিনে ফিরে নিজেদের সাপার তৈরির কাজে মন দিল গ্রেগ ডেন। জানালা দিয়ে বিডেল ও নিউটকে র‍্যাক থেকে ঘোড়া খুলতে দেখল। রাগে ফুঁসছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছে ট্রিমেন, স্টোন ও হ্যাঙ্ক। টেক্সাসের হাত থেকে যার যার গান বেল্ট নিয়ে ঘোড়ায় চাপল লোক দুটো, সামনের দিকে ছুটল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি রাতের মত একটা আশ্রয় খুঁজে বের না করলেই নয়, তাই ব্যস্ত। কিছুদূর যেতে পিছনে আরেকজন রাইডার আসছে টের পেয়ে গতি কমাল লোক দুটো, পিছনে তাকিয়ে দেখল জেন্টলম্যান জ্যাক নোলান।

'কি চাও আমাদের কাছে?' লোকটা কাছে আসতে খ্যাঁক করে উঠল নিউট পার্ডি।'

তাকে ঠাণ্ডা চোখে পর্যবেক্ষণ করল লোকটা। বলল, 'কিছু চাই না, বরং কিছু দিতে চাই।'

বুচ বলল, 'যা করার তাড়াতাড়ি করো। রাত নামার আগেই থাকার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।'

'চিন্তার কিছু নেই, রাত হতে এখনও যথেষ্ট দেরি আছে। তবু চলো, কথা বলতে বলতে এগোই।' তাদের পাশে চলে এল লোকটা, পাশাপাশি হাঁটার গতিতে এগোল সবাই। 'আমার মতে জোনাথন ট্রিমেন এই কাজটা খুব অন্যায় করেছে। তার কোন অধিকার নেই মানুষের সাথে এরকম আচরণ করার।'

'আমিও তো সে কথাই বলি!' খ্যাঁকানি মেরে উঠল বিডেল। 'ওর কোন অধিকার নেই!'

'ট্রিমেন ভ্যালির মালিক নয়,' সহজ-স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে চলল জেন্টলম্যান জ্যাক। 'সে কেবল ভ্যালি পরিচালনা করে, কারণ তার সে ক্ষমতা আছে। যাকে বলে সাংগঠনিক ক্ষমতা। যারা তাকে ঘৃণা করে, লোকটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়, আমার ধারণা এরকম লোকের

অভাব নেই এ অঞ্চলে। কিন্তু এই শক্তিটা সংগঠিত নয়। কখনও ভেবে দেখেছ এ ব্যাপারে?'

'সময়টা পেলাম কোথায়?' বুচ পাল্টা প্রশ্ন করল। 'এখানে আমরা এলামই তো মোটে দু' সপ্তা হলো। অবশ্য ... একেবারে কিছুই যে ভাবিনি, তা-ও বলা যাবে না।'

'তোমরা নিজেরাই যদি এর কিছু একটা বিহিত করতে পারো, তাহলে ভাল হয়,' মাথা ঝাঁকাল ফিটফাট। 'আমি জানি তুমি কাজের মানুষ। দেখলেই বোঝা যায়।'

নিউট পার্ডি জোরে জোরে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। 'আমিও তো ওকে সবসময় একই কথা বলি।'

'তোমাদের অমত না থাকলে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি,' নোলান বলল। 'ভাগ ভাগ করে। আমরা কেউ প্ল্যান করব, কেউ তা কার্যকর করব। তবে কাজ যা-ই হোক, পার্টনার হিসেবে করব আমরা। একযোগে, সবার ভালর জন্যে।'

'আমি বুঝতে পেরেছি,' মাথা দোলাল বুচ।

খুশি হলো লোকটা। 'আমি বড় কাজের উপযুক্ত নই। অ্যাকশন আর কি! ওসব তুমি ভাল পারবে। আমি প্ল্যানিং করতে পারব।'

'কিন্তু তুমি ট্রিমেনকে ভ্যালি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ কেন বুঝলাম না!' বুচ বিডেলকে অবাক দেখাল। 'আমি তো শুনেছি তুমি ওর মেয়েকে দখলের চেষ্টায় আছ।'

নোলানের চেহারা মুহূর্তের জন্য লাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল সে। 'ঠিকই শুনেছ। আমি ওর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। এই ভ্যালি পরিচালনার দায়িত্বও চাই। আমার প্ল্যান সফল হলে লস্ট ভ্যালি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তখন শুধু নিরপরাধরাই নয়, আউটলরাও থাকতে পারবে এখানে।'

বিডেলের চোখের তারায় লোভের ঝিলিক দেখা গেল। 'আমি আর নিউট পার্ডি কিন্তু এ ব্যাপারে আগেই চিন্তা-ভাবনা করে রেখেছি। যদি সত্যি সত্যি কাজ হয়, তাহলে ...'

মাথা নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল নোলান। 'চিন্তা-ভাবনা এক জিনিস, তা কার্যকর করা আরেক জিনিস, তা জানো তো? আমাকে ছাড়া তোমাদের প্ল্যান প্ল্যানই থেকে যাবে, ট্রিমেনকে মাথা নত করাতে পারবে না তোমরা। তার দুর্বলতা কোথায়, একমাত্র আমি জানি। বলো দেখি, লোকটা হঠাৎ কি ভেবে ভ্যালিতে সেলুন আর ডান্স হল খুলতে অনুমতি দিল আমাকে? শুধু আমার মুখের কথায়?'

সন্দেহ ফুটল বুচের চাউনিতে। 'তাহলে?'

'গোপন ব্যাপার,' নোলান হাসল। 'এখনই তা তোমাদেরকে জানাচ্ছি না। তবে এটুকু আস্থা রাখতে পারো, এ ব্যাপারে যা করার, তোমাদেরকে নিয়েই করতে চাই আমি।'

মাথা নাড়ল বুচ বিডেল। চেহারায় সন্দেহ। 'আমার মনে হয় এই সামান্য কাজ চেষ্টা করলে আমরা নিজেরাই করতে পারব। তোমাকে দরকার হবে না।'

'আমার তা মনে হয় না, এবং কাজটাকে সামান্য কাজ ভাবাটাও খুব বোকামী হবে। অবশ্য আমি তোমাদেরকে নিষেধও করছি না, ইচ্ছে হলে তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'আজ রাতেই না তোমার সেলুন চালু হওয়ার কথা?' একটু ভেবে বলল বিশালদেহী লোকটা।

'হ্যাঁ। ইচ্ছে হলে চলে আসতে পারো। তোমাদের জন্য ড্রিঙ্কস্ ফ্রি।' একটু বিরতি। 'আসছ?'

'অবশ্যই! আমার কয়েকজন বন্ধুও সাথে থাকবে কিন্তু।' চিন্তিত দেখাল লোকটাকে। 'যদি দেখি কোন সমস্যা নেই, তাহলে আজ রাতেই জোনাথন ট্রিমেনকে ...'

মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটাকে থামিয়ে দিল নোলান। 'চেষ্টা করে দেখতে পারো। আমি তোমার সাফল্য কামনা করছি। কিন্তু কাজটা যে যেমন-তেমন নয়, কঠিন কাজ, সেটা বোঝার জন্যে প্রথমবার তোমাকে একা কাজ করতে হবে। আমি কোন সাহায্য করব না।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল বুচ। 'আমি ব্যর্থ হলে তোমার পালা।'

অন্ধকারে জেন্টলম্যান জ্যাকের ঠোঁটের কোণের চিকন হাসিটা চোখে পড়ল না বুচ বিডেল বা নিউট পার্ডির।

ছয়

হ্যাঙ্ক স্টেবিনের ফিরতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। দেয়ালের পেগে গান বেল্ট ঝুলিয়ে রেখে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। মুখ কালো করে বলল, 'আমি বাঁচি না আমার যন্ত্রণায়, তার মধ্যে আবার জোনাথনের সাথে রাতে টাউনেও যেতে হবে। লোকটা জানে আমি ব্যথার জন্যে রাইডিং এড়িয়ে চলি!'

'টাউনে কেন?' গ্রেগ জানতে চাইল।

'তুমি জানো না জ্যাক নোলান আজ সেলুন চালু করছে? বাইরে থেকে আধ ডজন মেয়ে আর গ্যাম্বলার আনিয়েছে সে জন্য? জোনাথন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে চায়। আসল উদ্দেশ্য সেখানে ভ্যালিতে নিষিদ্ধ কেউ থাকে কি না দেখা। তাই জেড, টেক্সাস, স্লিম, ব্যান্ডি আর আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনে হয় এ কাজে ক্রুদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যদি কিছু ঘটে, আমরা এই কজন কিভাবে ঠেকাব? ওখানে কতজন হার্ড কাস থাকবে কে জানে?' শ্রাগ করল। 'ব্যাড লাক। জীবনভর এই ঘটে এসেছে–ব্যাড লাক।'

'আমিও এলে কেমন হয়?' একটু ভেবে বলল গ্রেগ।

'আমার কোন সমস্যা নেই। কিন্তু জোনাথন তোমাকে নিতে চাইবে মনে হয় না। কারণ তুমি বেড়ার এদিকে না ওদিকে সে জানে না।' ওর দিকে ঘুরে তাকাল বৃদ্ধ। 'আচ্ছা, তোমার এখানে আসার কারণ জোনাথনকে এখনও জানাচ্ছ না কেন?'

'প্রয়োজন বুঝলে পরে জানাব,' বলে একটু থামল ও। 'তোমরা না নিলে আমি একাই টাউনে যাব ভাবছি।'

'ঠিক হবে না সেটা,' মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'অন্তত আজ রাতে না। তারচে' বরং ঘুম দাও। কাজে আসবে।'

'না, ওল্ড-টাইমার। আমিও যাব টাউনে। এখানে একা একা থাকতে ভাল লাগবে না।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। রাগ রাগ গলায় বলল, 'করো গিয়ে তোমার যা খুশি। এখন বাইরে যাও দেখি, আমি একটু শান্তিতে খেতে চাই।'

বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় স্যাডল পরাল ডেন, তখনই বেরিয়ে পড়ল টাউনের উদ্দেশে। কিছুদূর গিয়ে বার্ট ক্র্যানডালের সঙ্গে দেখা হতে গতি কমিয়ে তার পাশাপাশি চলল। ওর 'গুড ইভনিং'-এর জবাব দেয়া ছাড়া একটা কথাও বলল না লোকটা। ডেনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

'তোমার প্রসপেক্টিং কেমন চলছে?' এক মাইলেরও কিছু বেশি পথ পেরিয়ে এসে মুখ খুলল ডেন।

'কোনরকম চলছে আর কি!' ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। 'উল্লেখ করার মতো কিছু না।'

'তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' ডেন উপদেশ দেয়ার ঢঙে বলল। 'পেশা হিসেবে প্রসপেক্টিং কিন্তু বেশ ভাল কাজ।'

'তুমি কি করো?'

'আমি রিটায়ার্ড। অবসর জীবন কাটাচ্ছি আর কি! বোধহয় দেশের প্রথম রিটায়ার্ড কাউপাঞ্চার আমি। দশ বছর ত্রিশ ডলার বেতনের চাকরি করেছি, টাকা জমিয়েছি। তার সাথে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মিলিয়ে যা পেয়েছি, তাতে বাকি জীবন কোনমতে চলে যাবে আশাকরি।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল বার্ট ক্র্যানডাল। 'বিলাসের পিছনে অতিরিক্ত খরচ না করলে এতে চলে যাওয়ারই কথা। কিন্তু তাই বলে এই অজায়গায় অবসর জীবন কাটাচ্ছ? সে জন্যে তো তোমার নিউ ইয়র্কের দিকে যাওয়া উচিত ছিল!'

'বেশি লোকজন, হই-চই আমার একদম পছন্দ না। আমি তোমার মতো নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করি।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা দুজন একই বৃন্তের দুই কলি!'

অন্ধকারে ক্র্যানডালের চেহারা দেখা না গেলেও লোকটা যে হাসছে, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না ডেনের। ওরা যখন টাউনে পৌঁছল, পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। দূর থেকে কমিউনিটি বিল্ডিংটা আলোয় আলোয় ঝলমল করছে দেখা গেল।

জোনাথন ট্রিমেনের অনুমতি নিয়ে ওটাকেই সেলুন করার জন্য বেছে নিয়েছে জ্যাক নোলান। 'অনুমতি' আসলে কথার কথা, ডেন জানে। গোপন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে লোকটা যেভাবে তাকে সেলুন করার ব্যাপারে রাজি করিয়েছে, এটার ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। তবে যথেষ্ট খরচ করে হলটার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে নোলান। এখন আগের চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে।

ওটার হিচিং র‍্যাক বোঝাই দেখা গেল, একটা ঘোড়া রাখারও জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে স্টোরের র‍্যাকের দিকে এগোল তারা। ঘোড়া বাঁধা হতে ক্র্যানডালের জন্য অপেক্ষা করল না ডেন, পায়ে পায়ে সেলুন ও ডান্স হলের উদ্দেশে এগিয়ে চলল। নতুন সুইং ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল। হলটা বেশ বড়। ভেতরে মানুষ গিজগিজ করছে।

তাদের কথা আর হা হা, হি হি আওয়াজে কান পাতা দায়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে একটা মেকানিক্যাল পিয়ানোর মৃদু সুর। হলে ঢুকতেই ওক কাঠের পালিশ করা লম্বা বার-বাঁ দেয়াল ঘেঁষে পিছনদিকে চলে গেছে। নতুন বার্নিশের কড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে। পিছনদিকের খানিকটা ফ্লোর ফাঁকা রাখা হয়েছে নাচের জন্য। ফ্লোরের মাঝখানে গেমিং চেয়ার-টেবিল পাতা। ডানদিকের দেয়াল জুড়ে আছে এক সার বেঞ্চ।

ডান্স ফ্লোর বরাবর ওপরে একটা ব্যালকনি আছে, পর্দা ঢাকা এক সার ছোট ছোট বুদ রয়েছে তাতে। সিলিঙে ঝোলানো জাহাজের বড় বড়

ল্যান্টার্নের আলোয় দিনের মত আলো হয়ে আছে গোটা হল। বাতাসে ভাসছে ঘাম এবং গ্যাসোলিন পোড়া হালকা গন্ধ।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ডান্স ফ্লোরের দিকে পা বাড়াল ডেন। ওর চারদিকের অবিরাম গুঞ্জনের মধ্যে থেকে থেকে 'হাউডি!', 'হ্যালো!' চলছে। চেনা মুখ দেখলে ও নিজেও মাপা হাসির সাথে দু-একটা কথা বলছে। পিয়ানো ঘিরে জড় হওয়া বড় এক জটলার মধ্যে জ্যাক নোলানের আমদানী করা মেয়েগুলোকে দেখতে পেল ও।

রংচঙ মেখে উৎকট সাজে সেজেছে সবকটা, পরনে একেবারে সংক্ষিপ্ত ড্রেস। আউটলদের হাতে হাতে খেলনার মত ঘুরছে ওরা, মজা পেয়ে খিলখিল করে হাসছে।

আরেকদিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল গ্রেগ, এমন সময় চেনা একটা গলা কানে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনের একটা জটলার মধ্যে থেকে আসছে–রেড ম্যাগিলের গলা।

'হ্যাঁ,' লোকটাকে বলতে শোনা গেল, 'কিন্তু ... ধরো যদি এর মধ্যে তার কিছু একটা ঘটে যায়, তখন আমাদের কাউকে ভ্যালির দায়িত্ব নিতে হবে না? তাছাড়া এখনই যদি ...' পিয়ানোর সুর হঠাৎ চড়ে উঠতে বাকি কথা শুনতে পেল না ডেন।

জটলা ঘুরে বারের শেষ মাথায় পৌঁছতে জেন্টলম্যান জ্যাককে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কাপড়েচোপড়ে নিষ্কলুষ, নিপাট ভদ্রলোক। মুখে মিটিমিটি হাসি। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বুচ বিডেল। একটু কাত হয়ে মূল প্রবেশপথের দিকে মুখ করে আছে। ডেনের ধারণা, ভেতরে নতুন বা অবাঞ্ছিত কেউ এলে আগেভাগে নোলানকে জানানোর জন্য।

ঠিক তাই। ডেনের সাথে চোখাচোখি হতে নড করল লোকটা, পরক্ষণে বিড়বিড় করে কিছু বলতেই নোলান ঘুরে তাকাল। ওকে দেখে তার প্রসন্ন চেহারাটা সরু হয়ে উঠল। কিছু বলল না অবশ্য। বারে পৌঁছে বীয়ারের অর্ডার দিল ডেন, চারদিকে চোখ বোলাতে লাগল। ব্যাক মিররের মধ্যে দিয়ে নিজের পিছনদিকে অনেকগুলো ছোট ছোট জটলা দেখতে পেল, তার

একটার মধ্যমণি পিটি স্টফার। একনাগাড়ে কথা বলছে লোকটা, তবে চাপা গলায়। তার থেকে ভাঙা ভাঙা কিছু শব্দ ওর কানে এল।

'... উপযুক্ত আচরণ করছে না ... এরকম একটা জায়গা আমাদের খুব দরকার ... যদি ট্রিমেনের কিছু হয়ে যায় ...'

কি হচ্ছে এসব? ভুরু কুঁচকে ভাবল গ্রেগ ডেন। রেড ম্যাগিল ও পিটি স্টফার একই ধরনের কথাবার্তা বলছে। ওদের বলার সুরে মনে হচ্ছে ট্রিমেনের ভাগ্যে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে আজ! তাই কি? বিডেলের দিকে তাকাল। লোকটা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকার আসল কারণ কি ও যা ভেবেছে তাই, না আর কিছু?

হঠাৎ করেই ব্যাপার বুঝে ফেলল ও। ভ্যালি থেকে জোনাথনের তাড়িয়ে দেয়া আউটলদের সাহায্য নিয়ে তাকে আজ শোডাউনে বাধ্য করতে যাচ্ছে নোলান। এসব তারই প্রস্তুতি। হ্যাঁ, ঠিক তাই! পাকস্থলীতে কেমন একটা ফাঁপা অনুভূতি হলো ডেনের, নাড়ির গতি দ্রুততর হলো। নিউট পার্ডি কোথায় গেল? ভাবতে ভাবতে বারের কাছ থেকে সরে এল ও। নিচতলার গোটা ফ্লোর এবং ব্যালকনি খুঁজে-দেখতে প্রচুর সময় লাগল, কিন্তু হাল ছাড়ল না।

সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল এই দু জায়গার কোথাও নেই লোকটা। ব্যালকনিতে দুজনকে দেখা গেল—ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নিচের জটলার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের একজনের নাম ওয়াইওমিং, অন্যজন বার্ট ক্র্যানডাল।

ব্যালকনিতে উঠে এল গ্রেগ ডেন। এখান থেকে চারদিকের প্রায় সবকিছুই অবাধে দেখতে পাচ্ছে, ব্যালকনির সরাসরি নিচে কি ঘটছে সেটুকু বাদে অবশ্য। আবার নিউট পার্ডির খোঁজে চারদিক তাকাল। হদিস নেই লোকটা। বুচ বিডেলের দিকে চোখ যেতে ভাবল, ও নিউট পার্ডির অপেক্ষায় নেই তো?

লোকটাকে বারের শেষ মাথার একটা বন্ধ দরজার দিকে পলকের জন্য তাকাতে দেখা গেল। একটু আগে ওটার এক পাল্লার দরজাটা বন্ধ দেখে এসেছে ডেন, এ মুহূর্তে খোলা! সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

মিনিটখানেক নিচের ভিড়ের ওপর নজর বুলিয়ে সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নেমে এল ও। নির্দিষ্ট দরজাটা পাশ কাটাবার সময় আবার চোখ কোঁচকাল। বন্ধ! এর মধ্যে কে বন্ধ করল?

মাথায় একটা সম্ভাবনার কথা খেলে যেতে ঘুরল ও। ভেতর থেকে দ্রুত কাজ সারার তাড়া এলেও ক্র্যানডাল ও ওয়াইওমিঙের কথা ভেবে ধীরপায়ে মূল প্রবেশপথের দিকে এগোল। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে লোক দুটো ওর ওপর নজর রাখছে। এখন তাড়াহুড়ো করতে গেলে সমূহ বিপদ। ব্যাটারা সন্দেহ করে বসবে।

বাইরে এসে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে বুক ভরে দম নিল সে। পরক্ষণে টেক্সাস ও স্লিমের ওপর চোখ পড়ল, রাস্তার ওপারে এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একটু দূরে হ্যাঙ্ক ও ব্যান্ডিকে স্যাডল থেকে নামতে দেখল ও; অন্যদিকে জেড স্টোন আর ট্রিমেন নামার তোড়জোড় করছে।

সময় উপস্থিত বুঝতে পেরে দ্রুত এগোল ডেন, কয়েক দীর্ঘ পদক্ষেপে জেনারেল স্টোর ও রেস্টুরেন্টের মাঝখানের গলিতে ঢুকে বারের শেষ মাথার সেই রুমটার বাইরের দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখলেই বোঝা যায় এটা বাড়তি রুম। বিল্ডিঙের সাথে নয়, পরে আলাদাভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

সম্ভবত হুইস্কি, বীয়ার ইত্যাদির স্টোররুম হিসেবে ব্যবহারের জন্য। দরজাটা উঁচুতে, দু' ধাপ কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে ঢুকতে হয়। ধাপ দুটো টপকে উঠে এল ও, নব ধরে আস্তে মোচড় দিতেই নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। লম্বা করে দম নিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকেই আবার দরজাটা ভিড়িয়ে দিল। দম আটকে সামনে তাকাল। দেখল বাঁদিক দিয়ে লম্বালম্বি, সরু এক ফালি আলো আসছে ভেতরে। তার মানে সেলুনের আলো। অর্থাৎ আবার রুমের দরজা খোলা হয়েছে! কেউ ওই ফাঁক দিয়ে সেলুনের ওপর চোখ রাখছে? ওর ধারণাই ঠিক হলো। আলোর এপাশে আবছা একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

ভাবতে না ভাবতেই সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল—দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কি ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে আঁতকে উঠল গ্রেগ ডেন, লোকটা

অন্ধকারে মিশে যাওয়ার আগেই অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছন থেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তাকে।

একটা অস্ফুট বিস্ময় ধ্বনি করে গানের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল লোকটা, পরক্ষণে সেটা কেড়ে নিয়ে জোরে ছুঁড়ে মারল ডেন। কাঠের ফ্লোরে ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে দূরে চলে গেল সেটা।

ঝট্ করে সামনে ঝুঁকল লোকটা, ইচ্ছে ছিল ঝাঁকি মেরে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন থেকে সামনে নিয়ে আসবে ওকে। কিন্তু তার আগেই দু পায়ে তাকে আঁকড়ে ধরল ডেন, পরমুহূর্তে চোখে আঁধার দেখল চিবুকে লোকটার শক্ত এক আপারকাট্ খেয়ে। কয়েক সেকেণ্ড পর সামলে নিয়ে পাল্টা মার লাগাল ও।

পেটের মাঝ বরাবর জায়গায় জোরাল এক ঘুসি খেয়ে দু ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা, একই মুহূর্তে থুতনিতে আরও একটা খেয়ে দু পা পিছিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল। কাঠের সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ার মত চাপা ঠক্ শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল সে।

ব্যাপারটা অভিনয় হতে পারে ভেবে কিছু সময় জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ডেন, তারপর পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখল। না, অভিনয় করছে না লোকটা। একটা বীয়ার কেসের সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ায় সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকি নিয়ে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালল সে–দেখল লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং নিউট পার্ডি।

ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস বাজাল ও। রুমের এক কোনায় খানিকটা দড়ি পড়ে আছে দেখে তাই দিয়ে লোকটাকে মজবুত করে বেঁধে ফেলল। কাজ শেষ হতে ফ্লোর হাতড়ে পার্ডির গানটা তুলে নিল ও, নিঃশব্দে সেলুনে ঢোকার দরজাটার দিকে এগোল। ওটার কী-স্লটে একটা চাবি আছে দেখে তালা লক্ করে সেটা পকেটে রাখল।

তারপর যে পথে ঢুকেছে, সেই পথে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েক পা গিয়েই চমকে উঠল। ওর ভিড়িয়ে রাখা দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, বাইরের অল্প আলোয় দেখা যাচ্ছে সেটার ওপাশে কে যেন উদ্যত গান

হাতে ঘাপ্টি মেরে আছে। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে সামনে ঝাঁপ দিল ডেন, বাঁ হাতে গানধারী হাতটা ধরে পার্ডির গান ব্যারেল দিয়ে ধাঁই করে লোকটার মাথায় মারল।

চাপা আর্তনাদের সাথে ধপ্ করে সিঁড়ির মাথায় বসে পড়ল সে, সেখান থেকে দুই গড়ান দিয়ে নিচে গিয়ে পড়ে থাকল। তারার মৃদু আলোয় ঘর্মাক্ত মুখটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়েই তাকে চিনে ফেলল ডেন–বার্ট ক্র্যানডাল।

পুরোপুরি জ্ঞান হারায়নি লোকটা, একটু একটু নড়ছে এখনও। থাবা দিয়ে তার গান কেড়ে নিল ও, এক লাফে দেহটা টপকে গেল। তারপর কয়েক পা ছুটে গিয়ে গানটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত সেলুনের সামনের রাস্তার দিকে চলল। মনে মনে প্রার্থনা করছে, ব্যাটা ওকে চিনতে না পারলে হয়।

দু মিনিট পর আবার সেলুনের ভেতরে পা রাখল ডেন। টের পেল সেখানে কিছু একটা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে। ভেতরের ভিড় আগের চেয়ে বেড়েছে, অথচ একটা টুঁ শব্দ নেই। সবাই চুপ। মূল প্রবেশপথ থেকে বার পর্যন্ত ফাঁকা রাস্তা–মানুষ সামনে থেকে সরে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। রাস্তার ও মাথায় বুচ বিডেলকে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। মনে হচ্ছে যেন দাঁত খিঁচাচ্ছে লোকটা।

তার কয়েক হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে জোনাথন। টেক্সাস ও জেড স্টোন তাকে পাহারা দিচ্ছে। রাস্তার মাঝ বরাবর রয়েছে স্লিম, তার সামান্য দূরে ব্যাজি। নোলানের দেখা নেই। আড়চোখে ওপরের ব্যালকনির দিকে তাকাল ডেন। এখনও আগের মত রেলিঙে কনুইয়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইওমিং। উদ্বিগ্ন চেহারা।

হ্যাঙ্ক স্টেবিন দাঁড়িয়ে আছে তার কয়েক ফুট দূরে। এদিকে লিকার স্টোররুমের বন্ধ দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো রয়েছে রেড ম্যাগিশ ও পিটি স্টফার। ডেন লক্ষ করল, টেক্সাস ও জেড স্টোন তাদের দুজনের ওপর নজর রাখছে। বিডেলকে অপ্রস্তুত লাগছে। ভাবসাব দেখে ডেনের মনে হলো, এইমাত্র তাকে কোনঠাসা করার কাজ সম্পন্ন করেছে জোনাথন

ট্রিমেন। ঘটনা সবে ঘটতে আরম্ভ করেছে। উপস্থিত সবার নজর সেঁটে আছে তাদের দুজনের ওপর।

'বিডেল!' ভরাট, গমগমে কণ্ঠে ডেকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'আমি তোমাকে লস্ট ভ্যালি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলাম। যাওনি কেন জানতে পারি?'

'পারো। যাইনি, কারণ আমি এখানেই থাকতে চাই,' চোখ জ্বলে উঠল লোকটার। 'তোমাকে বলেছি না, ভ্যালিতে তোমার দিন খতম হয়ে গেছে? শুধু শুধু বলিনি, ভায়া! এখন আর কাউকে কিছু অর্ডার করার ক্ষমতা তোমার নেই। এখানকার কেউ আর তোমার নির্দেশ মেনে চলতে রাজি নয়, বুঝতে পেরেছ?'

উপস্থিত জনতার দিক ফিরল জোনাথন ট্রিমেন। সবার ওপর ঠাণ্ডা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এই কালো দাড়িওয়ালা সাইডউইন্ডার তোমাদের হয়ে কথা বলছে? ওয়াল্টার্স, তুমিও দেখছি আজ আমার অর্ডার অমান্য করে পাহাড় থেকে নেমে এসেছ। তা তুমি কি বলো? ওই লোকটা তোমার হয়ে কথা বলছে?'

তার তীব্র চাউনি সহ্য করতে না পেরে নজর নামিয়ে নিল দীর্ঘদেহী লোকটা। অযত্নে বেড়ে ওঠা চুল দাড়ির জন্য আস্ত খবিসের মত দেখাচ্ছে। 'হেল, না!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল।

'ক্রফোর্ড!' আরেক আউটলর দিকে ফিরল ট্রিমেন। এ লোক ছোটখাট। 'ও তোমার হয়ে বলছে না তো?'

এতক্ষণ চেহারায় একটা ড্যাম কেয়ার ভাব ফুটিয়ে রেখেছিল ক্রফোর্ড লোকটা, কিন্তু র‍্যাঞ্চারের প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে পারামাত্র সেটা পাখা মেলে উড়ে গেল, চুপসে গেল সে। মাথা নেড়ে গোবেচারা ভঙ্গি করে বলল, 'আমার হয়ে? ইয়ে ... না, না! ও কি বলছে ... ও কি বলছে আমি কিছুই জানি না।'

'তাহলে?' জ্বলজ্বলে চাউনিতে কড়া চ্যালেঞ্জ ফুটিয়ে এর-ওর দিকে তাকাল ট্রিমেন। স্ব-মূর্তি ধারণ করতে শুরু করেছে। 'আর কার হয়ে এসব বলছে ও? সাড়া দাও, আর কার হয়ে?'

কেউ সাহস করে মুখ খুলছে না দেখে বুচ বিডেল ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'অনেকের হয়ে বলছি আমি। বিশ্বাস না হয় ম্যাগিলকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। অথবা স্টফার বা ওয়াইওমিংকে।'

নড়ে উঠল বিশালদেহী ট্রিমেন। 'এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, বিডেল! এই শেষবারের মতো বলছি, আবার যদি কখনও ভ্যালিতে চেহারা দেখিয়েছ, জানে বাঁচবে না।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল বিডেল। গান বেল্টে দু হাতের বুড়ো আঙুল ভরে দিয়ে ট্রিমেনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল। দু চোখ জ্বলছে ধক ধক করে। 'বড্ডো বাড় বেড়েছে তোমার, ট্রিমেন!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'এবার তার মাশুল দিতে হবে। নিউট, শুরু করে দাও!'

হল নীরব হয়ে গেল, কেউ একচুল নড়ছে না। কি ঘটছে বুঝতে না পেরে বোকার মত একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বিডেলের চেহারা দ্রুত বদলে যেতে শুরু করল, কপালে চিকন ঘাম ফুটতে শুরু করেছে।

'নিউট পার্ডিও আছে এখানে!' হুঙ্কার ছাড়ল জোনাথন ট্রিমেন। 'নিউটও আমার নির্দেশ ...'

'নিউট!' চিৎকার করে উঠল বিডেল, কপালের ঘাম মুছল এক হাতে। 'ড্যামিট, নিউট! শুরু করছ না কেন?'

লোকটাকে আড়চোখে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাতে দেখে ট্রিমেনের ঝোপঝাড়ের মত ভুরু বিচ্ছিরিভাবে কুঁচকে উঠল। কি যেন বোঝার চেষ্টা করতে দেখা গেল তাকে।

'নিউট!' গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল বিডেল। চেহারায় এক ফোঁটা রক্তও নেই, মরার মত সাদা। বারবার বন্ধ দরজাটা দিকে তাকাচ্ছে সে। 'নিউট, কি করছ তুমি?'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সবাই। বন্ধ দরজা বন্ধই থাকল। একচুল নড়ছে না। একদিকে উপস্থিত আউটলদের চেহারা কোন প্রত্যাশায় অথবা ভয়ে শুকিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে জে টি র‍্যাঞ্চহ্যান্ডরা কোনদিক থেকে কোন বাধা এলে তা উড়িয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় আছে। টানটান উত্তেজনা। গ্রেগ ডেন আরেকবার ব্যালকনিতে চোখ বুলিয়ে নিল।

ওয়াইওমিং আগের মতই রেলিঙে ভর দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে, হ্যাঙ্ক স্টেবিন কয়েক গজ দূর থেকে নজর রাখছে লোকটার ওপর। তার ডান হাত সিক্স গানের বাঁটের কাছে প্রস্তুত। চোখ ফিরিয়ে ব্ল্যাক বুচ বিডেলের দিকে তাকাল ডেন। দেখতে পেল বিপদ টের পেয়ে গেছে লোকটা। এখন আর চিকন ধারায় না, মোটা ধারায় দরদর করে ঘামছে।

একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখ একদিকে সামান্য ঘোরানো যাতে পিছনের দরজা খোলার শব্দ কান এড়াতে না পারে। মুখের সমস্ত পেশী টানটান। ট্রিমেন একচুল নড়েনি তার অবস্থান থেকে। একদৃষ্টে বিডেলের দিকে তাকিয়ে আছে, সামান্যতম বেতাল দেখলেই ড্র করার জন্য প্রস্তুত। এদিকে বহু প্রত্যাশিত দরজা খোলার শব্দ আর উঠবে না বুঝে বিডেলের চেহারা চরম হতাশায় কালো হয়ে উঠল।

চাউনি ক্রমে বিস্ফারিত হয়ে উঠল, ঝুলে পড়ল চোয়াল। ফ্যাকাসে চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। কলজে কেঁপে গেল তার ট্রিমেনকে নিজের দিকে এক পা এগোতে দেখে, দৌড়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় দমাদম কিল মারতে লাগল। 'নিউট, দরজা খোলো! তাড়াতাড়ি! দরজা ...'

তার জন্য কোন ধরনের ফাঁদ পাতা হয়েছিল বুঝতে পেরে রাগে উন্মাদ হয়ে গেল জোনাথন ট্রিমেন, দুর্বোধ্য এক হুঙ্কার ছেড়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু বাহু ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরে ভয়ঙ্কর এক চড় কষাল ফোলা গালে। বিকট চটাশ্! শব্দে হল কেঁপে উঠল। পরক্ষণে আবার চটাশ্!

বুচ বিডেল নিজেও কম শক্তি ধরে না, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও রাগে উন্মাদ ট্রিমেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারল না সে। প্রথম চোটেই প্রচণ্ড দুই চড়ে মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে যেতে নিজের পরিণতি সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠল লোকটা। মরিয়া হয়ে কোনমতে ড্র করল, কিন্তু তা ওই পর্যন্তই। পরমুহূর্তে ট্রিমেনের প্রচণ্ড থাবায় গানটা কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

নিজের জায়গা ছেড়ে চট্ করে এক পা এগিয়ে এল জেড স্টোন, ফ্লোরে পড়ামাত্র লাথি মেরে ওটাকে তার নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

মারের যন্ত্রণা আর অসহায় আক্রোশে চিৎকার করে উঠল বিডেল, পরক্ষণে কপালে ও চোয়ালে ট্রিমেনের দুটো ঘুসি খেয়ে তিন-চার হাত পিছিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল।

বসেই থাকল হাবার মত। পায়ে পায়ে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ট্রিমেন, কলার ধরে খাড়া করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে দিয়ে। 'বাঁচতে চাইলে পালাও এখান থেকে! আর কখনও ভ্যালিতে পা রাখলে জানে বাঁচবে না, কথাটা মনে থাকে যেন!'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল লোকটা। একটু পর পথের সাথে লোহার নাল পরা পায়ের সংঘর্ষের আওয়াজ উঠল। ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। রেড ম্যাগিল ও পিটি স্টফারের দিকে নজর দিল র‍্যঞ্চার। তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল লোক দুটো। চোখাচোখি হতে মুখ ফিরিয়ে আরেকদিকে তাকাল।

'ম্যাগিল!' গমগমে কণ্ঠে বলল ট্রিমেন। 'তুমি বলেছিলে না জেনে একটা চোরাই ঘোড়া কিনে ফেঁসে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছ। কথাটা মিথ্যে! স্টফার, তুমিও মিথ্যে বলেছ। তোমার সেই "আত্মরক্ষার্থে গোলাগুলির" ঘটনা সম্পূর্ণ বানানো। এমন কিছু কখনও ঘটেনি।' হাত লম্বা করে দরজা দেখাল সে। 'তোমাদেরও ভ্যালিতে জায়গা নেই। বেরিয়ে যাও। এখনই।'

একটা কথাও না বলে মাথা নিচু করে চলে গেল লোক দুটো। এবার অন্যদের দিকে নজর দিল ট্রিমেন। 'ওয়াল্টার্স, তুমি আর ক্রফোর্ড আমার আইন অমান্য করেছ। পাহাড় থেকে নেমে এসে এদের সাথে জোট বেঁধেছ। আরও কয়েকজন একই কাজ করেছে দেখতে পাচ্ছি। সবাই বেরিয়ে যাও, এখনই। আর কখনও ভ্যালিতে এসো না। এবারের মত তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম, ভবিষ্যতে আর করব না। সত্যিকারের আউটলদেরকে আমি কখনই ভ্যালিতে আশ্রয় দেব না। আউট!'

জটলার মধ্যে পাঁচ-ছয়জন লোককে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখা গেল, জোর পায়ে দরজার দিকে এগোল তারা। সবার ভাব দেখে মনে হলো ট্রিমেনের নাগাল থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে

গেল সবাই। স্লিম আর ব্যান্ডি গেল তাদের পিছন পিছন–নির্দেশ ঠিকমত পালিত হচ্ছে কি না দেখতে।

'নোলান!' হাঁক ছাড়ল র‍্যাঞ্চার।

ভিড়ের মধ্যে থেকে এক পা এক পা করে বেরিয়ে এল লোকটা। গোবেচারার মত চেহারা করে জোনাথনের সামনে দাঁড়াল। 'আমাকে ডেকেছ তুমি, জোনাথন?'

'হ্যাঁ, ডেকেছি। এই দরজাটা খোল দেখি! ভেতরে কি আছে আমি দেখব।'

ভারিক্কি চালে লিকার স্টোরের দিকে এগিয়ে গেল সে, তালা খুলে দরজা মেলে ধরল। পরক্ষণে অনেকগুলো কণ্ঠের বিস্ময় ধ্বনি শোনা গেল। চোখ গোল করে স্টোরের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই, ভেতরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিউট পার্ডিকে বসা দেখে নির্বাক হয়ে গেছে। চোখ পিটপিট করে উজবুকের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা। ট্রিমেনের নির্দেশে বাঁধন কেটে তাকে বাইরে নিয়ে আসা হলো। ঠিকমত পা পড়ছে না তার, দৃষ্টি ঘোলাটে।

'পার্ডি,' নরম গলায় ডাকল জোনাথন ট্রিমেন। 'যদি নিজের ভাল চাও, জনমের মতো লস্ট ভ্যালি থেকে বেরিয়ে যাও। আমি বুঝতে পারছি তুমি কি মতলবে এই রুমে ঢুকেছিলে। কেউ বাধা না দিলে এতক্ষণে যে তুমি আমাকে লাশ বানিয়ে ফেলতে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলতে চাই না আমি। যাও, পার্ডি। পালিয়ে যাও! এবারের মত মাফ করে দিলাম তোমাকে।'

কোনমতে উঠে দাঁড়াল লোকটা, ভিড়ের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে টলতে টলতে এগোল, বেরিয়ে গেল হল থেকে। মাথার ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে আছে বিচ্ছিরিভাবে। লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতে জনতার দিকে ফিরল র‍্যাঞ্চার।

এক এক করে সবার ওপর নজর বুলিয়ে নিল। তারপর নরম কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের মধ্যে আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষি আছে বুঝতে পারছি। কে, তা অবশ্য জানি না। কিন্তু সে যে আমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই

পার্ডিকে ...' শ্রাগ করে থেমে গেল। 'লোকটা যে-ই হোক, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম। ভাবতে মন্দ লাগছে না এখানে কেউ একজন আমার ভাল চায়। কামন, বয়েজ!'

ঘুরে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। জেড স্টোন ও টেক্সাস অনুসরণ করল। তারপর হ্যাঙ্ক স্টেবিন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটছে। নিরাপদে বাড়ি ফেরার সুযোগ পেয়ে খুশি।

শেষ মুহূর্তে গ্রেগ ডেনের ওপর চোখ পড়তে চট্ করে কপাল কুঁচকে উঠল তার। বাঁক নিয়ে আড়ালে চলে যাওয়ার আগে আরও একবার তাকাল। ডেনের মনে হলো কিছু ভাবছে সে। চাউনিতে সন্দেহ।

সাত

নোলানের পিছনের পাহাড়ে আগুন ঘিরে বসে আছে চার আউটল। শীতে একটু একটু কাঁপছে। ঘুমের অভাব এবং খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে গোটা রাত কাটাতে হয়েছে বলে হতচ্ছাড়া চেহারা হয়েছে তাদের। একেবারে কিছুই নেই লোকগুলোর কাছে–ব্ল্যাঙ্কেট, কফি, খাবার, কিচ্ছু না। এমনকি নিউট পার্ডির হ্যাটও নেই।

পুব আকাশ একটু একটু ফরসা হতে শুরু করেছে। মাঝরাতের পর থেকে এভাবেই আগুন ঘিরে বসে আছে লোকগুলো। জোনাথন ট্রিমেন ও ভাগ্যের ওপর সবাই প্রচণ্ড রেগে আছে। যে কারণে এই বিপদে সময়মত জ্বালানি পাওয়া গেছে বলে যে ঈশ্বরকে ভদ্রতা করে একটা ধন্যবাদ জানাবে, সে কথা একবারও কারও মনে হয়নি। নিজেদের দুর্ভাগ্য আর

জোনাথন ট্রিমেনকে যত রাজ্যের অকথ্য-অশ্রাব্য গালাগাল করে রাত কাটিয়েছে তারা, এখনও তাই করছে। সবচেয়ে বেশি মুখ চলছে ব্ল্যাক বুচ বিডেল।

'আমি এখনও বলছি, তুমি ঘুমিয়ে না পড়লে এমন কাজ কিছুতেই ঘটত না,' সম্ভবত ছাপ্পান্নতম বারের মত অভিযোগটা তুলল সে। 'তুমি যে রুমে ছিলে, সেটার বাইরেরদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল কেউ। তুমি টের পাওনি। আশ্চর্য! কেউ একজন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, বিনাশব্দে রুমের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় পৌঁছে তোমাকে চিত্তির করে ভেড়ার বাচ্চার মত বেঁধেছেঁদে ফেলে রেখে গেল, আর তুমি কিছুই করতে পারলে না!'

দুঃখ পাওয়া চেহারায় তাকিয়ে থাকল সে। 'বাই গডফ্রাই, নিউট!.. তারপরও বলছ তুমি ঘুমাওনি! আমি বুঝতে পারছি না তুমি ...'

'এর মধ্যে তোমার বোঝার তেমন কিছু নেই,' দ্রুত বাধা দিল পার্ডি। 'কারণ কিভাবে কি ঘটেছে, এ পর্যন্ত কম করেও এক হাজারবার তা ব্যাখ্যা করেছি আমি। আর তোমার এই পরিকল্পনা যে প্রথম থেকেই আমার সুবিধের মনে হচ্ছিল না, সে কথা তো আমি আগেই কতবার বলেছি,' একটু বিরতি দিল সে। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি।

'ওই রুমে লুকিয়ে না থেকে আমাদের বরং ট্রিমেনের ঘাড়ের ওপর বসে থাকার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, তাহলে সময়মতো দু-চারটা বুলেট জায়গামত সেঁধিয়ে দিয়ে কাজ সেরে ফেলতে পারতাম। কোন দরজার আড়াল থেকে না করে সেভাবে গুলি করার মধ্যে কিছুটা পৌরুষের পরিচয়ও থাকত। কিন্তু তুমি জনতাকে খেলা দেখাতে চেয়েছিলে!' শ্রাগ করল। 'কি আর করা!

'আর ... লোকটা আমার কান এড়িয়ে কি করে ভেতরে ঢুকল জানতে চাইছ? সেলুনে এত বেশি হই-চই হচ্ছিল যে একজন মানুষ কেন, একপাল হাতিও ঢুকলেও আমি কিছুই টের পেতাম না।'

'মানলাম,' বুচ বিডেল বলল। 'কিন্তু তোমার হাতে একটা গান তো ছিল, নাকি?'

'ছিল,' আবার শ্রাগ করল সে। 'এবং পয়লা চোটে সেটাই কেড়ে নিয়েছে ব্যাটা! আর যদি না-ই নিত, কি করতে পারতাম আমি? গুলি না হয় করতে পারতাম, কিন্তু আওয়াজ চাপা দিতে পারতাম কি? বাক্সের সাথে মাথাটা বাড়ি না খাওয়া পর্যন্ত একটা সুযোগ ছিল আমার, তারপর ...' গলা চড়ে গেল তার। 'অজ্ঞান ভেড়ার বাচ্চাকে যে কেউ বেঁধেছেঁদে ফেলে রাখতে পারে, এর মধ্যে না বুঝতে পারার কিছু নেই। এবার মুখে তালাচাবি লাগাও দয়া করে। এক কথা এতবার বলতে ভাল লাগে না। তাছাড়া মাথাব্যথা করছে আমার।'

লোক দুটো পরস্পরের দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে দেখে রেড ম্যাগিল দ্রুত বলে উঠল, 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাধিয়ে কোন কাজ হবে না, বুঝলে? কাজ যাতে হয়, সে জন্যে এখন অন্য পথ খুঁজতে হবে আমাদেরকে।'

'কিছু একটা বলে খালাস হয়ে যাওয়া খুব সহজ,' খ্যাঁক করে উঠল বিডেল। 'তুমি কি বুঝবে? তোমাকে তো আর আমার মত খাতির-যত্নের ধকল পোহাতে হয়নি! ওরকম আয়োজন করেছিলাম যাতে জে টি হ্যান্ডরা আমাকে গুলি করে বসার কোন অজুহাত পেয়ে না যায়। আমি নিউটের অপেক্ষায় ছিলাম, নিজে ড্র করার কথা ভাবিনি। নিউটের অপেক্ষায় ছিলাম আমি!' গলা চড়ে গেল তার। 'আর ও? ও তালা মারা দরজার ওপাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল।'

'দরজায় তালা মেরে রাখার বুদ্ধিটাও কিন্তু তোমারই ছিল!' নিউটও পাল্টা ফুঁসে উঠল। এক চুল ছাড় দিতে রাজি নয়। 'ওটা বন্ধ দেখে কি ভেবেছিলে তুমি? জে টি হ্যান্ডদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আমি দরজায় তালা মেরে রেখেছি? যে হারামজাদা আমাকে আক্রমণ করেছে, নিশ্চই সেই ব্যাটা দরজাটা লক করে দিয়েছে! আমার কাছে যদি আরও একটা গান থাকত, তাতেই বা কি? ট্রিমেনকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তাকে আমি গুলি করতাম কি করে?'

'হারামজাদা ট্রিমেন!' বিষধর সাপের মত হিস্‌হিস্ করে উঠল বুচ। লজ্জায়, অপমানে চেহারা কালো হয়ে উঠল। 'আর কিছুর জন্যে না হোক,

সবার সামনে আমাকে অপদস্থ করার শাস্তি ওকে পেতেই হবে। আমি শালাকে ছাড়ব না!'

পায়ের কাছে 'থোক্!' করে একগাদা থুতু ফেলে উঠে পড়ল সে। যে ট্রেইল ধরে এদিকে এসেছে, সেটার মাথায় গিয়ে দাঁড়াল। নোলানের দিকে নেমে যাওয়া দীর্ঘ ঢালটার দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে থেকে চড়া, তীক্ষ্ণ গলায় অন্যদের ডাকল। চট্ করে উঠে পড়ল তারা, দৌড়ে তার পাশে গিয়ে ট্রেইলের দিকে তাকাল।

'দুই রাইডার আসছে,' নিউট বলল বিড়বিড় করে। 'সাথে একটা প্যাক হর্সও দেখা যাচ্ছে। কারা ওরা? রেড, তাড়াতাড়ি ধোঁয়ার ব্যবস্থা করো তো! ওরা যেন আমাদেরকে মিস্ না করে।'

রেড তক্ষুণি নির্দেশ পালন করতে ছুটল, অন্যরা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। সূর্য উঠে পড়েছে ততক্ষণে। কড়া রোদ সরাসরি চোখের ওপর এসে পড়ায় চেহারা বিকৃত হয়ে আছে তাদের সবার, অনেক দূরের তিনটা কালো ফোঁটার ঢাল বেয়ে ধীরগতিতে উঠে আসা দেখছে। এক সময় ঘন পাইনের আড়ালে হারিয়ে গেল সেগুলো। পরেরবার আবার যখন দেখা দিল, তখন আকৃতিগুলোকে স্পষ্ট চিনতে পারল সবাই।

'আরে!' উত্তেজিত হয়ে উঠল ব্ল্যাক বুচ। 'জেন্টলম্যান জ্যাক নোলান! সাথে বার্ট ক্র্যানডালও আছে দেখছি। কিন্তু ... ওই লোক এখানে আসছে কেন?'

একটু পর ট্রেইলের মাথায় পৌঁছে হ্যাটটা সামান্য পিছনে ঠেলে দিয়ে ঘোড়া থামাল নোলান, একটা সাদা সিলকের রুমালে মুখ মুছে চার আউটলর উদ্দেশে শ্রাগ করল। 'নিশ্চই খিদে পেয়েছে তোমাদের?'

'পেয়েছে মানে?' পিটি স্টফার বলল। 'এতো খিদে পেয়েছে যে কিছু লবণ পেলে একটা ঘোড়া কাঁচাই খেয়ে ফেলতে পারি।'

হাসির ভঙ্গি করে সঙ্গীর দিকে ফিরল লোকটা। 'বার্ট, প্যাক হর্স নিয়ে আগুনের কাছে চলো।'

স্পারের মৃদু গুঁতো মেরে মাউন্ট সামনে এগিয়ে দিল সে, আউটলর দল অনুগত ভৃত্যের মত তাকে অনুসরণ করে চলল। আগুনের কাছে

এসে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল নোলান। একটা পাথরের ওপর বসে বাঁকা চোখে বুচের দিকে তাকাল। 'কাল দেখলাম ট্রিমেনকে খালাস করতে গিয়ে তুমি নিজেই খালাস হয়ে যাচ্ছিলে!'

অপমানে চেহারা কালো হয়ে উঠলেও সামলে নিল বুচ। 'কারও সাহায্য পাইনি, তাছাড়া বদ্ধ ঘরে ... নইলে ঠিকই কাজ সেরে ফেলতে পারতাম।'

'হয়তো,' আবার শ্রাগ নোলান। 'কিন্তু আমার সন্দেহ তাতে বিশেষ কাজ হতো না। কারণ তোমার পরিকল্পনা পাকা ছিল না। নিউট যদি সফলও হতো, অন্যদের সাফল্যের কোন গ্যারান্টি ছিল কি? ট্রিমেনের সাথে পাঁচজন গানম্যান ছিল, সবাই যেখানে যেখানে অবস্থান নেয়া দরকার, ঠিক সেখানে সেখানেই ছিল। তাছাড়া তোমরা মনে হয় খেয়াল করোনি ব্যালকনিতেও ট্রিমেনের এক লোক ছিল, যেখান থেকে সে পুরো ফ্লোরের ওপর চোখ রাখতে পারছিল। আমার মনে হয় কাল রাতে লোকটাকে ডাউন করা হলে তোমরাও কেউ আজকের সূর্যের মুখ দেখতে পেতে না। মনে হয় না, আমি শিওর। শুধু গান কেন, সাথে কামান থাকলেও জ্যান্ত ফিরতে পারতে না তোমরা।'

'ওয়াল্টার, ক্রফোর্ড, ওরা কি বসে থাকত নাকি?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল লোকটা। 'নিশ্চই আমাকে সাহায্য করত।'

'ভুলে যেয়ো না, ওরা ট্রিমেনকে যমের চেয়ে বেশি ভয় করে। থাক সেসব। তোমরা যদি এখনও মনে করো আমার সাহায্য ছাড়া কাজটা করতে পারবে, এগিয়ে যাও। যতক্ষণ তোমরা বুঝতে না পারছ আমাকে ছাড়া কাজ হবে না, ততক্ষণ আমি দূরে সরে থাকব। অবশ্য সে ক্ষেত্রে আমার কোনরকম সাহায্য পাবে না। তোমাদের জন্য আমি যে সমস্ত খাবার, ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে এসেছি, তা ফেরত নিয়ে যাব ...'

'তা আমরা হতে দিতে পারি না,' তৎক্ষণাৎ বাধা দিল বিডেল। 'জিনিসগুলো খুব দরকার আমাদের।'

'কেড়ে নিতে চাও?' শ্রাগ করে মৃদু হাসল জেন্টলম্যান জ্যাক। 'তার মানে আমাকেও বিপক্ষে ঠেলে দিতে চাও? কিন্তু তাতে আমিও যদি ট্রিমেনের মত শত্রু হয়ে যাই, সবাইকে সামাল দিতে পারবে?'

একটু ভাবল বিডেল। থেমে থেমে বলল, 'মনে করো তোমার দলে যোগ দিলাম আমরা, ব্যাপারটা কিভাবে সামাল দেবে তুমি?'

'সেসব তোমাদেরকে সময়মত জানানো হবে। বার্ট ক্র্যানডাল আমাদের মধ্যে খবর আদান-প্রদানের কাজ করতে পারবে, যদি তোমরা আমার প্রস্তাবে রাজি হও।'

'কেন, কাজটা ওয়াইওমিং করতে পারে না?'

'পারে। কিন্তু বার্ট করলেই সুবিধে, কারণ সে একজন প্রসপেক্টর। ইচ্ছেমত যেখানে খুশি যাওয়া-আসা করতে পারবে, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না তাতে।'

নিউট পার্ডি মুখ খুলল। 'আমি নোলানের দলে ভিড়তে রাজি আছি, বুচ। তুমিও রাজি হয়ে যাও। আমার মনে হয় তাতে আখেরে ভালই হবে আমাদের।'

মিনিটখানেক নিজের অহঙ্কারের সাথে যুদ্ধ করল বিশালদেহী আউটল, তারপর রাজি হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। ভাগ্যে যা আছে হবে, আমি রাজি।'

'গুড!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জ্যাক নোলানের। বার্টের দিকে ফিরে হাঁক ছাড়ল, 'খাবার-দাবার কি আছে সব নিয়ে এসো, বার্ট। এদের সবার খিদে পেয়েছে।'

'তোমার প্যাকে কোন বাড়তি হ্যাট আছে?' নিউট মাথা চুলকাতে চুলকাতে প্রশ্ন করল।

'বাড়তি নেই। তবে তোমারটা নিয়ে এসেছি আমি। তোমার গানও। সেলুনের বাইরে রাস্তায় পড়ে ছিল।'

'কোনকিছুই দেখি তোমার নজর এড়ায় না,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল বিডেল।

একটু পর বীন, ব্যাকন আর গরম কফি দিয়ে নাস্তা খেতে বসল সবাই। বুচ খেতে খেতে আয়েশী ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে লাগল। 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না। কোন ব্যাটা আমাদের কালকের প্ল্যান বরবাদ করেছিল!'

'আমি অনুমান করতে পারি,' নোলান বলল। 'ট্রিমেন পৌঁছার ঠিক আগে দুজন লোক হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরেও আসে একটু পর। তাদের একজন বার্ট, অন্যজন গ্রেগ ডেন,' বুচ প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল সে। 'বার্টের ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ না হলে ওকে এখানে নিয়ে আসতাম না। বার্ট, তুমি আমাকে যা যা বলেছ, তা এদেরকেও জানাও।'

ধীরস্থির ভঙ্গিতে শুরু করল খাট, গাট্টাগোট্টা মানুষটা। 'আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়েছিলাম। একটু পর দেখি ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রেগ ডেন। মনে হলো কাউকে খুঁজছে। একটু পর ব্যালকনিতে উঠে এল লোকটা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার নেমেও গেল। আমি কৌতূহলী হয়ে ভাবলাম, গিয়ে দেখি কাকে খুঁজছে। নেমে এসেওছিলাম, কিন্তু বাইরে পৌঁছে দেখি লোকটা নেই।

'বাইরে থেকে বিল্ডিঙের চারদিকে চক্কর দিতে গিয়ে লক্ষ করলাম সেলুনের সেই রুমের মধ্যে আলো জ্বলছে, যেটায় তুমি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিলে। খুব অল্প সময়ের জন্যে আলোটা দেখেছি আমি। তবু কেন যেন সন্দেহ হলো ওখানে কিছু একটা ঘটছে। কাছে গিয়ে রুমের বন্ধ দরজা খুলে উঁকি দিলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেতরে, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সরে আসতে যাব, এমন সময় কে যেন গান দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারল। ভাগ্য ভাল আমার মাথায় হ্যাট ছিল, নইলে।'

'তারপর?' কর্কশ স্বরে বলল বুচ। আগেই খাওয়া থেমে গেছে, বাঘের চোখে ক্র্যানডালকে দেখছে।

'তারপর লোকটা জোরে ধাক্কা দিয়ে আমাকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিল। পালাতে গিয়ে সে নিজেও পড়ল আমার ওপর। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিল। তাই দেখতে পাইনি লোকটাকে। একটু পর সেলুনে ফিরে গিয়ে দেখি ডেন লোকটা সেখানে আছে।'

হতভম্ব দেখাল বুচকে। 'তুমি বলতে চাইছ গ্রেগ ডেন করেছে কাজটা! সে কেন ট্রিমেনের পক্ষে কাজ করতে যাবে? ট্রিমেন না তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে?' একটু থামল লোকটা। 'নাহ্, মানাচ্ছে না। ডেন তাকে

সাহায্য করতে পারে না। যদি আমাদের উদ্দেশ্য লোকটার জানাও থাকত, তবুও না।'

'আমার মনে হয় তুমি যতখানি অসম্ভব ভাবছ, ব্যাপারটা ততখানি অসম্ভব নয়,' নোলান চিন্তিত গলায় বলল। 'তোমার কখনও মনে হয়েছে ভ্যালিতে কোন ছদ্মবেশী ল অফিসার এসে থাকতে পারে?'

'ল অফিসার!' প্রায় বিস্ফোরিত হলো বুচ বিডেল। 'লস্ট ভ্যালির মত বাজ পড়া জায়গায়? কি বলছ তুমি? ল অফিসার কেন আসতে যাবে এখানে?'

শ্রাগ করল ফিটফাট। 'আসতে পারে না? ধরো, অচেনা একজন এসে বলল, আইন তার প্রতি অবিচার করেছে, তাই সে পালিয়ে চলে এসেছে লস্ট ভ্যালিতে, তাকে কি কেউ অবিশ্বাস করবে?'

হাত গুটিয়ে বসে থাকা চার আউটলর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার শুরু করল সে, 'এখানে আসার আগে আমি এক ট্রেন রবারির কথা শুনে এসেছি। তাতে এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারসহ কয়েকজন পোসি খুন হয়েছে। ডাকাতদের জীবিত বা মৃত ধরে দেয়ার জন্যে রেল কোম্পানি বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ এখানে গা ঢাকা দিতে এসেছে সন্দেহ করে কোন ল অফিসার কি পিছু নিয়ে আসতে পারে না?'

'এলেই হলো?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে না ব্যাটা।'

মাথা দোলাল নোলান, 'একজন অফিসার একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে যেতে পারবে না, তা ঠিক। কিন্তু একজন বা দুজনকে রাউন্ডআপ করে নিয়ে যেতে পারবে। অথবা ধারো, তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ভ্যালিতে কিছুদিন ঘুরঘুর করবে সে। তারপর আরও অফিসারদের ডেকে পাঠাবে। তারা এলে সবাই এক হয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাবে সবকটাকে।'

কিছুক্ষণ তীব্র চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল বুচ। 'তাহলে তুমি বলছ গ্রেগ ডেন ল অফিসার?'

'অমন কথা কখন বললাম?' মাথা ঝাঁকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'আমি কেবল একটা সম্ভাবনার কথা বলেছি। আমি যদ্দূর শুনেছি, ট্রিমেনের মেয়ে পাহাড়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃতপ্রায় ডেনকে পেয়ে তাদের র‍্যাঞ্চে নিয়ে যায়। এখন ধারো যদি ডেন সত্যি সত্যি অফিসার হয়ে থাকে; তার পক্ষে কাল রাতে টাউনে যে ঘটনা ঘটেছে, তা ঘটানো কি একেবারেই অসম্ভব? তাই মনে করো তুমি?'

বিডেলের চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে বলল সে, 'দাঁড়াও, সামনে পেয়ে নিই হারামজাদাকে!'

'কিছু করলে এমন জায়গায় করবে যেন কেউ কিছু জানতে না পারে। 'আর এসবের সাথে আমাকে জড়াবার চেষ্টা করবে না।'

'কিন্তু ব্যাটা ভ্যালিতে পড়ে থাকলে ধরব কিভাবে?'

'তা বেশিদিন থাকতে পারবে না,' নোলানের গলার স্বরে দৃঢ় আস্থা ফুটল। 'সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। বার্ট, তুমি রেড আর পিটি গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এসো। কিছু বুনো ফুল-টুল তুলে নিয়ে এসো আর কি! আমি এই ফাঁকে বুচ আর নিউটের সাথে কিছু জরুরি আলাপ সেরে নিই।'

বিনাপ্রশ্নে উঠে পড়ল লোক তিনটা, তাদের শ্রবণক্ষমতার বাইরে চলে গেল। ওরা তাদের কথা শুনতে পাবে না নিশ্চিত হয়ে বুচ ও নিউটের দিকে ঝুঁকে বসে নোলান।

'যা বলি, মন দিয়ে শোনো। তুমি ...' দ্রুত কথা বলে যেতে লাগল লোকটা।

***

জে টি র‍্যাঞ্চহাউস। নিজের বে-র কেশরে আপনমনে হাত বোলাচ্ছিল গ্রেগ ডেন, এমন সময় পিছন থেকে এডনা ট্রিমেনের মিষ্টি গলা শোনা গেল। 'গুড মর্নিং, মিস্টার গ্রেগ। হ্যাঙ্ক কোথায় বলতে পারো?'

পিছন ফিরে দাঁড়াল সে, চোখাচোখি হতে হ্যাট ছুঁয়ে যুবতীকে সম্মান জানাল। 'মর্নিং, মিস এডনা। আশেপাশেই কোথাও আছে। আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'আমার পনিতে স্যাডল পরিয়ে দেবে দয়া করে? ভাবছি কিছুক্ষণের জন্যে রাইডিঙে যাব। আমার সাথে যেতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?' কথাটা সহজ কণ্ঠেই বলতে চেয়েছিল এডনা, কিন্তু পারল না। যুবক সরাসরি ওর চোখের দিকে তকিয়ে আছে দেখে শেষ মুহূর্তে রাজ্যের দ্বিধা এসে সহজ কথাগুলোকেই কঠিন করে তুলল। আড়ষ্ট হয়ে উঠল সে। রঙের আভাস ফুটল দু গালে।

'কোন আপত্তি নেই, মিস,' মাথা নাড়ল ও। 'বরং তোমার সাথে যেতে পারলে আমি খুশিই হব। একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমার পনি নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ। আমি র‍্যাঞ্চহাউসে অপেক্ষা করব।'

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে পড়ল ওরা। কিছু সময় নীরবে পাশাপাশি ছুটল। ভোরের তাজা বাতাস ওদের নাকেমুখে আদরের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যেতে লাগল। মাটির সাথে ঘোড়ার খুরের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ কি এক ভাল লাগার ভাষাহীন গান শোনাচ্ছে। একে অন্যের সাহচর্য দারুণভাবে উপভোগ করছে ওরা, কিন্তু তার প্রকাশ নেই। একটু পর ঘোড়ার গতি কমিয়ে হাঁটার মত করে এগোতে লাগল এডনা। গ্রেগও তাই করল।

হঠাৎ এডনা কথা বলে উঠল। 'মিস্টার গ্রেগ, তুমি কাল রাতে টাউনে গিয়েছিলে?'

যুবক মাথা দোলাল। 'গিয়েছিলাম।'

'সেলুন উদ্বোধনের সময় খারাপ কিছু একটা ঘটেছে, না? জেড স্টোনের কাছে শুনলাম, বাবাকে মেরে ফেলার প্ল্যান ছিল বিডেল আর পার্ডির। ঠিক করা ছিল, বাবা সেলুনে গেলে বিডেল ছুতোনাতা নিয়ে তার সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে আর পার্ডি সেই ফাঁকে একটা রুমের বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে তাকে গুলি করবে। কিন্তু সময়মত কেউ একজন পার্ডিকে অজ্ঞান করে বেঁধে ফেলে রেখে যাওয়ায় প্ল্যান কেঁচে যায়। লোকটা যে-ই হোক, আমার বাবার প্রাণ বাঁচিয়েছে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল ও। 'তুমি জানো লোকটা কে?'

কিছু অলস মুহূর্ত গড়িয়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রেগ ডেন। দেখল রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আছে সুন্দর মুখটা। 'আমি জানব কি করে?'

'অজ্ঞান নিউটকে যখন পাওয়া যায়, তোমাকে তার খানিক আগে হল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। জেড দেখেছে।'

'তা হয়তো দেখেছে। কিন্তু তখন কত লোকই তো সেখানে আসা-যাওয়া করেছে, মিস এড। তোমার বাবাকে বাঁচিয়ে দেয়ার জন্যে তুমি নিশ্চই আমাকে দোষারোপ করছ না?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল এডনা। 'কাজটা কার, আমি আসলে তাই জানতে চাইছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল যুবক। 'কৃতিত্বটা আমি নিতে পারলে খুশি হতাম, মিস্ এড। অন্তত তোমার কিছুটা কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারতাম। কিন্তু তুমিই বলো, যে লোক আমাকে এত সুন্দর একটা আশ্রয়, এত আরামের বিছানা, আর ... আর এত সুন্দরী এক নার্সের সেবা-যত্ন থেকে বঞ্চিত করেছে, তার জন্যে আমি কেন অত বড় একটা ঝুঁকি নিতে যাব?'

'আমার বাবা তোমাকে "বঞ্চিত" করল কিভাবে?' চাপা রাগ ফুটল এডনার কণ্ঠে। 'তুমি কারও নিষেধ না শুনে নিজের ইচ্ছেয় চলে গিয়েছ। তুমি ... তুমি ...'

'চলে না গেলে তোমাদের বাপ-মেয়ের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতাম কি করে?'

'আমাদের কি! অত্যাচার!'

'অত্যাচার ছাড়া কি? এই দেখতাম তুমি আমার সেবা করছ। হাসছ, নরম নরম কথা বলছ, আমার ভালমন্দের দিকে কড়া নজর রাখছ। একটু পরই দেখতাম খোঁচাখুঁচি শুরু করেছ আমার আসল পরিচয় বের করার জন্যে। আমি কোথায় কিভাবে আইনের লেজ মাড়িয়ে লস্ট ভ্যালিতে মুখ লুকাতে এসেছি, বাবার হয়ে সে তথ্য বের করার চেষ্টা করছ ...'

'ভুল!' ধমকে উঠল মেয়েটা। 'আমি কারও হয়ে কিছু করিনি। আমি কেবল তোমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছি!'

'তুমি আমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলে, মিস্ এড? কার হাত থেকে বলো দেখি?'

কিছু একটা বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে বুজে ফেলল এডনা, নিচের ঠোঁট কামড়াল।

'জ্যাক নোলানের হাত থেকে তো? মিছে ভাবছ তুমি, মিস্। ও আর যা-ই করুক, আমাকে ঘাঁটাবে না। ভাল কথা, লোকটার সাথে মনে হলো আগে থেকেই তোমার বাবার পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ, লোকটা বাবার বন্ধু।'

মাথা নাড়ল ও। 'শোনো, মিস্। জ্যাক নোলানের মত লোকদের প্রকৃতি আমি খুব ভাল করে চিনি। জানি, দুনিয়াতে ওই ধরনের লোকদের একজনই বন্ধু থাকে। সে নিজে। এছাড়া আর কোন বন্ধু তাদের নেই। থাকতেই পারে না।'

'তুমি ভুল করছ। বাবার অনেক পুরানো বন্ধু সে। আমার সাথে খুব নরম, মার্জিত আচরণ করে লোকটা।'

'তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেনি তো আবার?'

যুবতীর সুন্দর, মসৃণ কপালে মৃদু ভাঁজ ফুটল। একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলা পছন্দ হয়নি হয়তো। 'আর যদি দিয়েই থাকে, কি হবে তাহলে?'

কঠিন চেহারায় আরেকদিকে তাকাল গ্রেগ ডেন। 'চিন্তাটা মাথা থেকে একদম দূর করে দিতে হবে।'

'কারণ? কে কাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে কি বিয়ে করবে, সেটা যার যার নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে ...'

'সেদিন তুমি সময়মত সাহায্য না করলে কে জানে,' বাধা দিয়ে বলল যুবক, 'আজ হয়তো মাটির নিচে থাকতে হতো আমাকে। সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তাই চাই না তুমি এমন কাউকে বিয়ে করো যাতে সারাজীবন ভুগতে হয়। তারপরও যদি করো, বিয়ের ড্রেস কেনার সময় মনে করে এক সেট বিধবার ড্রেসও কিনবে। কারণ বিয়ের দশ মিনিটের মধ্যে আমার গুলি খেয়ে মরবে ও ব্যাটা।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না যুবক। এডনার উদ্দেশে হ্যাট ছুঁয়ে আরেকদিকে পনি ছুটিয়ে দিল। পিছন থেকে বোকার মত ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি।

আট

সেদিন বিকেলের কথা। হ্যাঙ্ক স্টেবিনের কেবিনের বাইরের এক বেঞ্চে বসে আছে গ্রেগ ডেন। গভীর কোন চিন্তায় ডুবে আছে। বৃদ্ধ দরজার চৌকাঠে বসা। হাতে কাজ না থাকলে সাধারণত যা করে, তাই করছে। নিজের দুর্ভাগ্য, সৃষ্টিকর্তার কোথায় কোন ভুল ছিল, জীবন তার ওপর কি কি অযৌক্তিক গুরুদায়িত্ব চাপিয়েছে, বিড়বিড় করে তার ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় জেন্টলম্যান জ্যাক এসে পৌঁছল সেখানে। লোকটা ঘরের ভেতরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ভাষণ বন্ধ রাখল সে, তারপর একদলা থুতু ফেলে আবার শুরু করল।

'এই আমি বলে রাখছি, ভ্যালিতে খুব শিগগিরি বড় ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। দেখে নিয়ো। ব্লাড অন দ্য মুন। আমি নাকে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। এই লোকটা আসার পর থেকে এখানকার কোনকিছুই ঠিকমত চলছে না। আমার মনে হয় আর চলবেও না। গতরাতের কথাই ধরো, অজানা কেউ একজন যদি সাহায্য না করত, জোনাথনকে এতক্ষণে কাঠের বাক্সে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো।' থেমে কপাল কুঁচকে গ্রেগ ডেনের দিকে তাকাল লোকটা। নিচের ঠোঁট কামড়াল। 'আচ্ছা, তুমি সে সময় কোথায় ছিলে বলো দেখি!'

'ধারেকাছেই ঘোরাঘুরি করছিলাম,' অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিল ও। 'নজর রাখছিলাম র‍্যাঞ্চহাউসের ওপর।

'কি? বিনে পয়সার লিকার, গ্যাম্বলিং আর একঝাঁক সুন্দরী মেয়েছেলে থাকতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ!'

'তুমিও আরেক চীজ,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রাউস্টঅ্যাবাউট। 'কেন যে ভ্যালিতে এসেছ, কি করতে যাচ্ছ, তা তুমিই জানো। আজ সকালে মিস ট্রিমেনকে কি বলেছ তুমি?'

'আমি?' নিরীহ ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল যুবক। 'কখন, কিছু না তো!' শ্রাগ করল।

'হতেই পারে না, নিশ্চই কিছু বলেছ। নইলে সকালে রাইডিঙে গিয়ে একটু পরই আবার এমনভাবে ফিরে এল, দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন ভূতে তাড়া করেছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করায় তোমার নাম নিয়ে কি সব যেন বলছিল, বুঝতে পারিনি।'

'ও, বুঝেছি। কথাটা তেমন কিছু না। আমি বলেছি এই জুয়াড়িকে বিয়ে করলে ওকে আমি দশ মিনিটের মধ্যে বিধবার লেবাস পরাব।'

বৃদ্ধের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'অ্যাঁ, ওকে এত কড়া কথা বলেছ তুমি? সত্যি?' উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু দরজার ফ্রেমের বেরিয়ে থাকা একটা পেরেকের সাথে ওভারল আটকে যাওয়ায় ফড়াৎ করে খানিকটা সেলাই ছিঁড়ে গেল, আবার ধপ্ করে বসে পড়ল সে। চেহারা মুহূর্তে আঁধার হয়ে গেছে।

'দেখলে? শালার দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! ব্রিচ না ছিঁড়ে উঠে দাঁড়াতেও পারি না।' সুঁই-সুতোর খোঁজে কেবিনের ভেতরে চলে গেল লোকটা, রাগে গজরাচ্ছে।

তখনই র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল জেন্টলম্যান জ্যাক। ডেনকে একা বসে থাকতে দেখে পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল। চেহারা হাসছে। যেন বলতে চাইছে, এই যে বাছাধন, আজ তোমাকে বাগে পেয়েছি। 'এই যে, মিস্টার! উঠে পড়ো,' বলল লোকটা। 'শুধু শুধু বসে না থেকে কিছু কাজ করো। এডনার পনিতে স্যাডল পরাও গিয়ে। আমি ওকে নিয়ে রাইডিঙে যাচ্ছি।'

'রাইডিঙে যাবে না জাহান্নামে যাবে, তাতে আমার কি? স্যাডল নিজে পরিয়ে নাও, যাও!'

'যথেষ্ট হয়েছে,' চাপা ধমক লাগাল লোকটা। 'অনেক সহ্য করেছি। স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে শামুকের ভাঙা খোল রেখে মেয়েটার সামনে আমাকে যথেষ্ট বেইজ্জত করেছ তুমি। তাছাড়া আমার নামে আজেবাজে কথা বলে ওকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টাও করেছ।'

'আরও আছে,' ডেন বলে উঠল, 'এডনা বোধহয় কথাটা ভয়ে বলেনি তোমাকে। ওকে আমি এ-ও বলেছি, ও যদি তোমার মত এক আধবুড়ো হামবাগকে বিয়ে করে, তাহলে বিয়ের দশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে খুন করে ওকে বিধবা বানাব আমি।'

লোকটার চেহারা দেখতে দেখতে টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'বাস্টার্ড! কেন তুমি ...'

'এবং যা বলেছি, তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ছাড়ব মনে রেখো। আরেকটা কথা, এখন থেকে ওর নাম উচ্চারণ করা আগে "মিস্" শব্দটা যোগ করে নিয়ো।' লোকটাকে মুখভঙ্গি করতে দেখে বলল, 'হুমকি দিচ্ছ? ওরকম আরেকবার করো, লাথি মেরে তোমার নাক-মুখ ভর্তা করে দেব। কামন, নোলান! কামন।'

অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করল লোকটা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ডেন, ভ্যালিতে থাকার অধিকার হারিয়েছ তুমি। তোমার উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে পাহাড়। একবার ওখানে ...' থেমে গেল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক দীর্ঘ পদক্ষেপে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

'কেন শুধু শুধু ওকে ঘাঁটাচ্ছ বলো দেখি? কি লাভ?' হ্যাঙ্কের গলা শুনে ঘুরে তাকাল গ্রেগ ডেন। দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে ওভারল রিপুর কাজ শেষ করে দাঁত দিয়ে সুতো কাটছে বৃদ্ধ। 'লোকটার কথাবার্তা সুবিধের মনে হলো না। তোমাকে গাঁথার মত কিছু একটা অস্ত্র হাতে পেয়ে গেছে ব্যাটা! তোমার নাট-বল্টু টাইট দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

হাসি ভঙ্গি করল ও। 'যা খুশি করুক। আমাকে এমনিতেও পাহাড়ে যেতে হবে, অমনিতেও হবে।'

ওর পাশে এসে বসল লোকটা। 'সব্বাইকে আন্দাজ-অনুমান করার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারো না? জানিয়ে দিতে পারো না নিজের আসল পরিচয়টা?'

ডেন কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল জোনাথন ট্রিমেন ও নোলান। গ্যালারির ধাপগুলো পেরিয়ে ডেনের বেঞ্চের দিকে এগিয়ে এল তারা। এডনা ট্রিমেনও তাদের পিছন পিছন এল, অজান্তে। দু চোখ সামান্য বিস্ফারিত তার।

ওদিকে ওর পনিতে স্যাডল পরাতে কোরালে যাচ্ছিল স্টেবিন, তিনজনকে একযোগে তার কেবিনের দিকে যেতে দেখে কিছু সন্দেহ হলো। দ্রুত পায়ে আগের জায়গায় ফিরে এল সে। গ্রেগ জোনাথনের উদ্দেশে হাসল।

'হাউডি, মিস্টার ট্রিমেন। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে উদ্বিগ্ন!'

'শার্ট খোলো, ডেন। আমি তোমার ডান বাহু দেখতে চাই,' কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলল সে।

হাসিটা ওর মুখে রয়ে গেল, কিন্তু চাউনি সরু হয়ে এল। 'তুমি দেখতে চাইলে ঠিক আছে, কিন্তু তোমার পাশের সেজেগুজে থাকা ওই জঘন্য লোকটা চাইলে আমি কখনই দেখাতাম না।' নোলানকে দাঁতে দাঁত চেপে মুঠো পাকাতে দেখে শব্দ করে হেসে উঠল ও। 'খুব রাগ হচ্ছে বুঝি? সবার সামনে কিছু একটা করে নিজেকে বাহাদুর প্রমাণ করতে মন চাইছে? এসো, করে দেখাও। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেয়ো না যেন।' শার্ট খুলতে লাগল ও।

'আমাকে কিছু করতে হবে না,' অনেক কষ্টে নিজেকে সামাল দিল লোকটা। 'তোমার ব্যবস্থা এমনিতেই হয়ে যাবে।'

ডেনের খোলা ডান হাতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল র‍্যাঞ্চার। সেটার বাইরের দিকে কনুই থেকে বাহু পর্যন্ত ছয় কি সাত ইঞ্চি দীর্ঘ একটা সরু দাগ আছে। বুলেটের ঘষা খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার শুকনো দাগ। বহুদিনের পুরানো। একটু পর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল জোনাথন, হাত ছেড়ে দিয়ে

ওকে শার্ট পরে নেয়ার ইঙ্গিত করে নোলানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'নোটিসটা বের করো।'

প্যান্টের পকেট থেকে চার ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল সে। ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল। কালো অক্ষরে ছাপা টেক্সাসের একটা 'ওয়ান্টেড' নোটিস।

নোটিসটা এরকম: টেক্সাসের ট্রাভিস শহরের মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার দায়ে গ্রেফতার হওয়ার সময় সরকারি কাজে বাধা প্রদান ও ডেপুটি শেরিফ, উইলিয়াম লংস্ট্রীটকে গুলি করে হত্যা করেছে অজ্ঞাত পরিচয় এক টেক্সান।

নাম: অজ্ঞাত, উচ্চতা: প্রায় ছয় ফুট, ওজন: ১৭০ পাউন্ড (আনুমানিক)। চুলের রং: বাদামী, চোখের মণির রং: ধুসর। ক্লীন শেভড্। তাকে শেষবার দেখা গেছে বে ঘোড়ায় চেপে দক্ষিণে যেতে। সনাক্তকরণ চিহ্ন: ডান হাতের বাইরের দিকে কনুই থেকে বাহু পর্যন্ত ছয়/সাত ইঞ্চি দীর্ঘ বুলেটের সৃষ্ট দাগ।

এরকম কারও খোঁজ পাওয়া গেলে তাকে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে অনুরোধ করা হয়েছে সেটায়।

'নোটিসটার ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে, গ্রেগ ডেন?' র‍্যাঞ্চার জিজ্ঞেস করল। গম্ভীর। 'আমি শুনেছি এই সার্কুলারের মানুষটা তুমি। অভিযোগটা অস্বীকার করো?'

আস্তিনের বোতাম লাগিয়ে শ্রাগ করল যুবক। 'করে খুব একটা সুবিধে হবে কি?'

'না মনে হয়। হবে না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জোনাথন ট্রিমেন, পিছনে হাত বেঁধে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। 'আগে তুমি মিথ্যে বলতে অস্বীকার করেছ। ঠিক আছে, আমি মেনে নিয়েছি। এবার সত্যি কথাটা বলো। এই নোটিসে যার কথা বলা হয়েছে, সে কি তুমি?'

লোকটাকে সতর্ক চোখে মাপল যুবক। 'আমি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাই না, মিস্টার ট্রিমেন।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল র‍্যাঞ্চারের। ক্লান্ত গলায় বলল, 'সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে আর ভ্যালিতে থাকতে দিতে রাজি নই। কোরাল থেকে ঘোড়া নিয়ে এসো। এখনই ভ্যালি থেকে বেরিয়ে যাও।'

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল ডেন। এডনা বাপের পিছন থেকে ওর দিকে নীরব আকুতি মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, যেন বলতে চাইছে ও অভিযোগটা অস্বীকার করুক। মনে হয় তা বুঝতে পেরেই মাথা নাড়ল যুবক, দৃঢ় পায়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল। এদিকে পিছনে তাকিয়ে মেয়েকে দেখতে পেয়ে চোখ কোঁচকাল র‍্যাঞ্চার। 'এড, তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

'ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি,' জেন্টলম্যান জ্যাক তাড়াতাড়ি বলল। 'আমরা রাইডিঙে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি যাচ্ছি না,' এডনার চেহারায় চাপা বিরক্তি ফুটল। 'আজ ভাল লাগছে না।' ধীরপায়ে কোরালের দিকে চলে গেল ও। 'আর কোনদিন, মিস্টার নোলান।'

কপাল কুঁচকে উঠল লোকটার। পিছন থেকে একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। চেহারায় হতাশা ও বিরক্তি। পরিস্থিতি বুঝে মেয়ের পক্ষ নিল র‍্যাঞ্চার। বলল, 'যেতে দাও। মনে হয় ডেনের ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। আমিও পারছি না। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে এই লোকটাও আর দশটা আউটলর মত।'

'তুমি মানুষ চিনতে ভুল করেছিলে, তাই এরকম লাগছে,' নোলান বলল। 'তোমার মেয়েটাও তোমারই মত হয়েছে।'

'আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'মানুষ চিনতে ভুলই করেছি।'

আর কিছু না বলে এক লাফে স্যাডলে উঠে বসল নোলান, দ্রুত ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। হ্যাঙ্ক হাতের কাজ শেষ করতে কোরালের দিকে যাচ্ছে দেখে এডনা জোর পায়ে ধরে ফেলল তাকে। 'আমি রাইডিঙে যাচ্ছি না, হ্যাঙ্ক। স্যাডল পরাতে হবে না। হ্যাঙ্ক, তোমার কি মনে হয়, গ্রেগ ব্যাঙ্ক ডাকাতির মতো ওরকম কিছু করতে পারে?'

চোখমুখ কুঁচকে কিছু ভাবল বৃদ্ধ। 'না। আমার মনে হয় না। তেমন হলে ব্যাপারটা সরাসরি অস্বীকার করাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক হতো, কিন্তু ডেন তা করেনি। আমার সন্দেহ, ও চাইছিল তোমার বাবা ওকে ভ্যালি থেকে বেরিয়ে যেতে বলুক।'

'কিন্তু কেন?'

'যাতে আবার বুচ বিডেল আর নিউট পার্ডির কাছাকাছি হওয়া যায়। জেড স্টোন একটা ট্রেন হোল্ড-আপের কথা বলছিল মনে আছে? সবার ধারণা পাঁচজন ডাকাত কাজটা ঘটিয়েছে। কারও কারও সন্দেহ, তাদের ঘোড়া সামলানোর জন্যেও দলে আরেকজন ছিল। তার মানে ছয়জন। এদিকে বুচ বিডেল, নিউট পার্ডি, রেড ম্যাগিল, পিটি স্টফার, ক্র্যানডাল আর ওয়াইওমিং, এরাও ছয়জন। সবাই হোল্ড-আপের পর ভ্যালিতে এসে জুটেছে। এখন মনে করো তাদেরকে সনাক্ত করা, গ্রেফতার করা, ইত্যাদির জন্যে কোন ল অফিসারের এখানে আসা প্রয়োজন, কি বেশে আসবে সে? আউটল সেজে অবশ্যই!'

বিস্ফারিত চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকল এডনা। 'ও তাহলে ল অফিসার?' ওর কণ্ঠে অবিশ্বাস ধ্বণিত হলো।

'মিস্ এড, লোকটা যে বিডেল বা ওই ধরনের লোকজনের দলের হতে পারে না, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তাই মনে হয় ওর অফিসার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'তাহলে ভ্যালির বাইরে সেদিন যে লোকটা খুন হলো, সে কে?'

'এ প্রশ্নে উত্তর আমার জানা নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'খুব শিগগির জানা যাবে হয়তো। কিন্তু আমি ভাবছি ডেন যদি সত্যি সত্যি ল অফিসার আর বুচ বিডেলরা ডাকাত হয়ে থাকে, তাহলে খুব শিগগিরি ভ্যালিতে চরম গোলযোগ দেখা দেবে।'

মুখ শুকিয়ে উঠল যুবতীর। 'আঙ্কেল হ্যাঙ্ক, ওকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। ডেন একা, আর ওরা ছয়জন। সবাই খুনি ওরা, ডাকাত! জেড স্টোনের ধারণা কাল রাতে ডেনই বাবাকে বাঁচিয়েছে। এখন আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'কথাটা যদি সত্যি হয়, আমি অন্তত অবাক হব না,' মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ রাউস্টঅ্যাবাউট।

'তাহলে ... তাহলে ওকে সাহায্য করা উচিত না আমাদের?' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল এডনা। 'লোকটা আমাদেরকে সাহায্য করবে আর আমরা জেনেশুনে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেব? যদি লস্ট ভ্যালিতে আহত হয়ে পড়ে থাকে সে? ডাকাতরা যদি মেরে ফেলে?' ওর চোখের কিনারায় পানি জমতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল হ্যাঙ্ক স্টেবিন। 'তুমি ঠিকই বলেছ, মিস্ এড। লোকটাকে সত্যিই আমাদের সাহায্য করা উচিত।' একটু বিরতি। 'শোনো, আমি ঠিক করে ফেলেছি, আপাতত কিছুদিনের জন্যে তোমাদের চাকরি ছেড়ে ডেনের সাথে ভ্যালিতে গিয়ে থাকব। এ ব্যাপারে এখনই তোমার বাবার সাথে কথা বলব আমি।'

'ওহ্, হ্যাঙ্ক!' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল মেয়েটা, চেহারা দেখে মনে হলো বুক থেকে বিশ মনী একটা পাথর নেমে গেছে। 'সত্যি যাবে? আমি ... আমি ভাবতে পারছি না আমাদের ভুল ধারণার শিকার হয়ে লোকটাকে বিপদের মুখে ...'

'ওসব ভাবনা এখন ছেড়ে দিতে পারো তুমি,' বাধা দিল হ্যাঙ্ক। সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবারের মত হতাশাবাদ ভুলে আশাবাদী হয়ে উঠতে দেখা গেল তাকে। বলল, 'আঙ্কেল হ্যাঙ্কের ওপর ভরসা রাখো। দু'দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আনন্দে, উত্তেজনায় তাল হারিয়ে ফেলল এডনা ট্রিমেন। দু হাতে বৃদ্ধের মাথাটা ধরে কপালে সশব্দে চুমু দিল। 'থ্যাঙ্কস্, আঙ্কেল। ডেনের দিকে নজর রেখো,' বলে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

মেয়েটির গমনপথের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা! বাতাস তাহলে এদিক দিয়ে বইছে! জ্যাক ভায়া, তোমার জন্য আমার করুণা হচ্ছে।'

তখনই জোনাথনের সাথে দেখা করল বৃদ্ধ রাউস্টঅ্যাবাউট। 'জোনাথন, কিছুদিনের জন্যে ছুটি চাই আমার।'

'ছুটি!' বিস্মিত হলো র‍্যাঞ্চার। সামলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চই, নিশ্চই!' যদিও চেহারা দেখে বোঝা গেল বিস্ময় পুরোপুরি কাটেনি। 'কতদিনের জন্যে?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কাজ শেষ হলেই আবার চলে আসব। খুব জরুরি কাজ।'

'তোমাকে মিস করব আমরা। টাকা-পয়সা চাই?'

'না, ধন্যবাদ।'

'যাবে কোথায়?'

না শোনার ভান করল বৃদ্ধ। 'চলি, আবার দেখা হবে।'

দশ মিনিট পর ডেনের ট্রেইল অনুসরণ করে ঘোড়া ছোটাল সে। মাইল তিনেক পেরোতে দূর থেকে দেখল দুলকি চালে বে ছুটিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে যুবক। প্যাক মিউলের বদলে একটা ঘোড়া কিনেছিল সে এর মধ্যে, আগে আগে রয়েছে সেটা। গতি বাড়িয়ে তার পাশে চলে এল হ্যাঙ্ক। তাকে দেখে অবাক হলো ডেন, ঘোড়া থামিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'তেমন কোথাও না,' সে-ও ঘোড়া থামাল। 'এমনিই ঘুরছি।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি তুমি রাইডিং পছন্দ করো না।'

'কাল রাত পর্যন্ত পছন্দ করতাম না, কিন্তু তুমি পাহাড়ের কথা বলতেই মনটা যেন কেমন করে উঠল। পাহাড় আমার খুব পছন্দ কি না, ওঠা-নামা করতে খুব ভাল লাগে।'

'ভাল। কিন্তু আমার সাথে যাচ্ছ না তুমি।'

'যাচ্ছি!' জেদের সুরে বলল রাউস্টঅ্যাবাউট। 'এদিকের পাহাড়-পর্বত তোমার অচেনা, তাই আমরা... মানে, আমি তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না!'

'তোমাকে কে পাঠিয়েছে বলো দেখি!'

'জেন্টলম্যান জ্যাক, আবার কে! সে চায় না এই এলাকায় তুমি রাস্তা হারিয়ে ফেলো,' একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'কারও পাঠাতে হবে কেন? আমি নিজে আসতে পারি না?'

নিবিষ্ট মনে কিছু সময় তাকে পর্যবেক্ষণ করল যুবক, তারপর ঠোঁট টিপে হাসল। 'বুঝেছি।'

রোজালিনের অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে তারা, এমন সময় সামনের এক ঢালের ওপাশ থেকে একটা আরোহীবিহীন ঘোড়া উঠে এল। দুলকি চালে ছুটছে। না, আরোহী আছে–তবে স্যাডলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওটার হাঁটার সাথে তাল রেখে অনিয়ন্ত্রিতভাবে দুলছে তার দেহটা। কিছু সময় আতঙ্কিত চোখে ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডেন, তারপর তাড়া করে ধরে ফেলল ওটাকে। ঝাঁকিতে দেহটা পিছলে মাটিতে পড়ে গেল।

দ্রুত স্যাডল থেকে নেমে উপুড় হয়ে থাকা দেহটা চিত করল ডেন। লোকটা রীভস্, রোজালিনের স্টোরকীপার। এখনও মরেনি, তবে সময় বেশি নেইও। তার বুকের কাছের শার্ট পুরোটা রক্তে ভিজে টকটকে লাল হয়ে আছে। দম নেয়ার সময় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। তার মাথাটা আলতো করে কোলের ওপর তুলে নিল ও।

ক্যান্টীন থকে কিছুটা পানি নিয়ে তার চোখেমুখে ছিটিয়ে দিল, বন্ধ চোখের পাতা কয়েকবার টিপ টিপ করে উঠল লোকটার। ধীরে ধীরে তাকাল। ঘষা দৃষ্টিতে আকাশ দেখল কিছুক্ষণ, তারপরই জ্যান্ত হয়ে উঠল চাউনি। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কাগজের মত সাদা ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

'রীভস্, রীভস্!' তার কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল যুবক। 'কি হয়েছে, রীভস্? কে করেছে এ কাজ?'

অনেক কষ্টে মুখ খুলল লোকটা। প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ব্ল্যাক বুচ ... ওয়াল্টার্স ... ক্রফোর্ড ...' দুর্বল কণ্ঠস্বর স্তিমিত হতে হতে থেমে এল। চোখ বুজে গেল। হ্যাঙ্ক আরও খানিকটা পানি ঢালতে আবার ক্ষণিকের জন্য চোখ খুলল স্টোরকীপার। ' ... স্টোরে ডাকাতি ... স্টোরে ডাকাতি করতে এসে ...'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটা ঝাঁকি খেল জিম রীভসের দেহটা, পরমুহূর্তে শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল।

মাথাটা আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখল ও। চোখের পাতা বুজে দিয়ে বলল, 'মারা গেছে।'

মৃত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাল হ্যাঙ্ক স্টেবিন। 'এখন কি করি?'

'লাশটা নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও,' শান্ত গলায় বলল ও। 'আমি রোজালিনে যাচ্ছি। সেখানে থেকে যাব ...' থেমে শ্রাগ করল।

নয়

তীব্র আপত্তি জানাল বৃদ্ধ। 'তোমাকে একা রেখে কোথাও যাচ্ছি না আমি! তাছাড়া রীভস্ মারা গেছে। এখন আমি র‍্যাঞ্চে গেলেই বা ওর কি সাহায্য হবে?'

'রীভসের জন্যে বলছি না, ট্রিমেনের জন্যে তোমার যাওয়া দরকার। তাকে জানানো দরকার টাউনে কি ঘটছে। নইলে পরিস্থিতি একবার আয়ত্বের বাইরে চলে গেলে আর ...'

ঘোড়ার পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল ডেন। বার্ট ক্র্যানডালকে দেখতে পেল। আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দেখে গতি কমাল সে, বিশ গজের মধ্যে এসে ঘোড়া দাঁড় করাল। কিছুক্ষণ স্থির দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'মরে গেছে? লোকটা আহত হয়েছে দেখে আমি সাহায্য করতে আসছিলাম। কিন্তু ... কি হয়েছে?'

'টাউনে স্টোর হোল্ড-আপ করা হয়েছে,' ডেন বলল। 'একে গুলি করা হয়েছে। তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'আমার কেবিন্ থেকে। রোজালিনের দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দূর থেকে লোকটাকে স্যাডলে পড়ে থাকতে দেখে ভাবলাম কোন সাহায্য করতে পারি

কি না দেখে আসি।' আবার কিছুক্ষণ স্থির দেহটা দেখল সে। 'মারা গেছে নাকি?'

বৃদ্ধ হ্যাঙ্ক সুযোগটা লুফে নিল। বলল, 'একটা সাহায্য তুমি করতে পারো, মিস্টার। লাশটা নিয়ে র‍্যাঞ্চে যাও; ট্রিমেনকে বলো লোকজন নিয়ে টাউনে যেতে।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। কে গুলি করেছে, বলেছে ও?'

'সময় পায়নি, তার আগেই মারা গেছে। তুমি লাশটা নিয়ে যাও, আমরাও যাই। এসো, গ্রেগ।'

টাউনের দিকে ঘোড়া ছোটাল গ্রেগ ও হ্যাঙ্ক, এবার মোটামুটি দ্রুত গতিতে। প্যাক হর্সটাকে আগে আগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। 'তোমার নিজের র‍্যাঞ্চে যাওয়া উচিত ছিল,' ডেন বলল। 'ওই লোকটাকে আমি বিশ্বাস করি না। ট্রিমেন যদি তাড়াতাড়ি টাউনে পৌঁছতে না পারে, কি ঘটে বলা যায় না।'

'ট্রিমেন যখনই পৌঁছাক, কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটবেই। বলেছি না, আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি?'

ওরা এসে দেখল টাউনে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। স্টোরের সামনে এত মাথা, দেখে মনে হলো নোলানের প্রতিটা মানুষ জড় হয়েছে সেখানে। ঘোড়া কিছুটা দূরে রেখে সেদিকে হেঁটে এগোল ওরা। স্টোর থেকে দলে দলে মানুষ বেরিয়ে আসছে, সবার দু হাতে রাজ্যের লুটের মাল। খালি হাতের আরেক দল লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার জন্য ধস্তাধস্তি করছে।

সবার আগে লুট হয়েছে হুইস্কির স্টক। বোতলগুলো মানুষের হাতে হাতে ঘুরছে। লুটপাট করার ফাঁকে তাতে চুমুক দিচ্ছে তারা, খালি বোতল রাস্তায় আছাড় মেরে ভাঙছে।

ওদিকে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে নানান জিনিস। সেসব নিয়ে লোকে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছে, প্রাণ খুলে হা হা করে হাসছে। বীন, চাল আর কফি বাতাসে উড়ছে। জটলার সামান্য দূরে টাউন মার্শালের অফিস। অফিসের গ্যালারির খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল লোকটা। জনতার

দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে। কিছুই করার নেই তার। সেদিকে দৌড়ে গেল ডেন।

'এসব তাড়াতাড়ি বন্ধ করা উচিত, মার্শাল,' গ্যালারিতে উঠে বলল। 'শুধু ট্রিমেনের স্বার্থে না, ভ্যালির সবার স্বার্থে। জিনিসপত্র যেভাবে নষ্ট করা হচ্ছে, তাতে সন্ধের আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। রাতে খাবার বলে কিছু বাকি থাকবে না।'

'তা আমি জানি না ভেবেছ?' ত্যক্ত-বিরক্ত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'কিন্তু কি করতে পারি আমি? এখন মুখ খুলতে গেলেই তো পাবলিকের ধোলাই খেতে হবে।'

'স্টোর বিল্ডিঙে সেলার আছে না?'

'আছে। চিটাগুড়ের ব্যারেল, ভিনেগার আর কোল অয়েলের ব্যারেল ছাড়া কিছু নেই তাতে।'

'বাইরে থেকে সেলারে ঢোকার উপায় আছে?'

'হ্যাঁ, ভেতর থেকেও আছে। কেন?'

'তাহলে আমার জন্য একটা টিনের বাকেট আর কিছু র‍্যাগ জোগাড় করো। তারপর বলছি।'

পাঁচ মিনিট পর, মার্শালের অফিসের পিছনদিক দিয়ে একযোগে বেরিয়ে এল ওরা। ডেনের হাতে ঝুলছে একটা বাকেট, তার মধ্যে বেশ খানিকটা র‍্যাগ। নির্জন পিছনগলি দিয়ে দ্রুত পায়ে স্টোর বিল্ডিঙের পিছনের দরজায় পৌঁছল দলটা। মার্শাল ক্রো-বারের সাহায্যে দরজার তালা ভেঙে ফেলতে ডেন সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গেল। এরপর মার্শাল ও হ্যাঙ্ক স্টেবিন দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে সামনের দিকে ছুটল। এতকিছু ঘটে যেতে দু মিনিট সময়ও লাগল না।

ভিড়ের ধাক্কায় সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার উপায় নেই, তবু সেটা দিয়েই অনেক ধস্তাধস্তির করে কোনমতে ঢুকল তারা। কাউন্টারের ওপাশে সেলারে নেমে যাওয়ার আরেকটা দরজা আছে, হ্যাঙ্ক সেটার বোল্ট খুলে পাল্লাটা সামান্য ফাঁকা করে রাখল।

বিড়বিড় করে বলল, 'এইবার দেখা যাক।'

ওদিকে সেলারে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে একটা কেরোসিন ভর্তি ড্রাম খুঁজে বের করল গ্রেগ ডেন, সেটার ট্যাপ খুলে বেশ খানিকটা তেল দিয়ে বালতির মধ্যে র‍্যাগগুলোকে নেড়েচেড়ে ভাল করে ভিজিয়ে নিল। তারপর হ্যাঙ্কের মেলে রাখা দরজার কাছঘেঁষে বালতিটা রেখে আগুন ধরিয়ে দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ভেজা র‍্যাগ।

সঙ্গে সঙ্গে স্টোরের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ রাউস্টঅ্যাবাউটকে 'আগুন!', 'আগুন!' বলে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল ও। এক মুহূর্ত পর মার্শালও তার সাথে যোগ দিতে ডেনের মাথার ওপরের সমস্ত নড়াচড়া, কোলাহল প্রায় তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। এক সেকেন্ড পর আবার বুড়োর চিৎকার শোনা গেল, 'ওরে বাবারে! আমাকে বের হতে দাও, আমাকে তোমরা বের হতে দাও। স্টোরে আগুন ধরে গেছে, আগুন ... '

মার্শাল তার সাথে যোগ করল, 'স্টোর থেকে বেরিয়ে যাও সবাই, বেরিয়ে যাও! কেরোসিনের ড্রামে আগুন ধরে গেছে, এখনই বিস্ফোরিত হবে! বাঁচতে চাইলে ...'

চোখের পলকে স্ট্যাম্পেড শুরু হয়ে গেল স্টোরের মধ্যে। আতঙ্কিত মানুষজন পড়িমরি করে সামনের দরজার দিকে ছুটছে, তাদের পায়ের শব্দে থরথর করে কাঁপছে পুরো বিল্ডিং। যেখানে এক মিনিট আগেও মানুষ ভেতরে ঢোকার সংগ্রাম করছিল, সেখানে এখন উল্টো ঘটছে—দিশেহারার মত পালাচ্ছে সবাই। জানালার কাচ ভাঙার ঘন ঘন শব্দে চোখমুখ আপনাআপনি কুঁচকে উঠল ডেনের। এত অল্প সময়ে খালি হয়ে গেল স্টোর, যা রীতিমত বিস্ময়কর।

কাজ হয়েছে বুঝতে পেরে একটা ফায়ার বাকেটের বালি জ্বলন্ত র‍্যাগের ওপর ঢেলে দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল ও, তারপর পিছনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে সামনের এন্ট্রান্সে এসে দাঁড়াল সবাই। রাস্তার ওপারে কৌতূহলী জনতা ভিড় করে আছে দেখে মার্শাল হাত নাড়ল তাদের উদ্দেশে।

'আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, আপাতত আর ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু স্টোর থেকে দূরে থাকো সবাই, সাবধান! আবার কখন

আগুন ধরে যায় বলা যায় না! সেলারে অনেকগুলো তেলের ব্যারেল রাখা আছে,' শ্রাগ করল সে। 'ভয়ের কথা হচ্ছে, আগুন নিভে গেছে মনে হলেও তার ওপর ভরসা করার উপায় নেই।'

আর কারও মধ্যে ভেতরে আসার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না খেয়াল করে লম্বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মার্শাল। ডেনের দিকে ফিরে বলল, 'এখানকার খবর তোমরা শুনলে কার মুখে? জিম রীভস্?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এত বিস্তারিত শুনিনি,' ও বলল। 'লোকটা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই মরে গেল।'

মার্শালের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'মারা গেছে! জিম রীভস্ মারা গেছে মানে? কিভাবে?'

'বুকে ফর্টি ফাইভের গুলি খেয়ে,' শ্রাগ করল ডেন। 'এখানেই তো গুলি খেয়েছে সে, তাই না?'

'এখানে? নাহ্! আমি যখন রীভস্কে ঘোড়ায় তুলে দিই, তখন একদম সুস্থ ছিল সে।'

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল গ্রেগ ডেন, কিন্তু সুযোগ হলো না। দলবল নিয়ে ঝড়ের গতিতে এসে পড়ল জোনাথন ট্রিমেন। স্টোরের চেহারা দেখে রাগে দিশেহারার মত অবস্থা হলো তার। হ্যাঙ্ক স্টেবিন কাছে গিয়ে পরিস্থিতি বোঝাতে লাগল তাকে। ডেন দাঁড়াল না, মার্শালের উদ্দেশে নড করে দ্রুত পায়ে আরেকদিকে চলল। র‍্যাঞ্চারের সামনাসামনি হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

পিছনের গলি দিয়ে বে-র কাছে চলে এল ডেন, জে টির ট্রেইল ধরে ছুটল। ট্রেইলে তীক্ষ্ণ নজর, মনে হলো কিছু খুঁজছে। কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছুই চোখে পড়ল না। ভ্যালির উত্তর পাশে পৌঁছার জন্য কোনাকুনি পাহাড়ের দিকে চলল ও। ঘন পাইন বনের ছায়ায় পৌঁছে গতি কমিয়ে দিল, ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে এগোল।

বনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল যুবক। সামনের খোলা জায়গায় বার্ট ক্র্যানডালের কেবিন, ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। কেবিনের দরজা বন্ধ। আশপাশে ভাল করে নজর বুলিয়ে নিল ও, লোকটাকে কোথাও চোখে

পড়ল না। তবে কোরালে তার ঘোড়াটা আছে। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে বার্টের নাম ধরে দু বার ডাকল ও, সাড়া নেই। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ভ্রূ করল, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল কেবিনে। লোকটা ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে? ভাবল সে, কেন?

ছোট্ট রুমটার একদিকের অংশ ফেডেড কার্টেন দিয়ে ঢাকা, অন্য অংশের পুরো দেয়ালজুড়ে বাঙ্ক। তার কাছেই একটা টেবিল। কার্টেনঢাকা অংশের ওপর সতর্ক নজর রেখে দু পা ভেতরে এসে দাঁড়াল ডেন। তখনই ঘাড়ে ঠাণ্ডা, কঠিন কিছুর গুঁতো খেয়ে জমে গেল। 'হাত তুলে দাঁড়াও!' বার্টের কঠিন নির্দেশ শোনা গেল। 'নড়বে না!'

দু হাত ধীরে ধীরে কাঁধ বরাবর তুলল ডেন, পরক্ষণে টোব্যাকোর কড়া গন্ধ মাখা একটা হাত ওর সিক্স গানটা কেড়ে নিল। আরও কোন অস্ত্র আছে কি না খুঁজে দেখতে গিয়ে ওর কোমরে বাঁধা মানি বেল্টের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেল বার্ট।

'বেল্টটা খোলো, ওর মধ্যে কি আছে দেখব। আমার কেবিনে চোরের মত ঘুরঘুর করছিলে কেন?'

'তুমি ভাল করেই জানো আমি তেমন কিছু করিনি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও।

'কিভাবে জানব, বলো? আমি তো এইমাত্র বাইরে থেকে এলাম। নাও, ব্যাগটা তাড়াতাড়ি খোলো। দেখি ওর মধ্যে কি আছে। খুলতে যদি ইচ্ছে না করে, তা-ও বলো, আমি নিজে খুলে নিচ্ছি,' আবার ঘাড়ে গুঁতো লাগাল লোকটা।

এই অবস্থায় কিছু করার নেই বুঝতে পেরে বেল্টটা খুলল ডেন। সঙ্গে সঙ্গে এল নতুন নির্দেশ, 'টেবিলের ওপর রেখে দাও ওটা। সরে যাও টেবিলের কাছ থেকে।' চোখ বড় করে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। খুব ভারী একটা মানি বেল্ট, সবকটা পকেট অস্বাভাবিকরকম ফোলা। 'এবার ওই বাঙ্কে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।'

নির্দেশ না মেনে উপায় নেই, কাজেই শুয়ে পড়ল ডেন। বার্ট ওর দিকে ফিরে টেবিলের কোনায় বসল। সতর্ক, সামান্যতম বেচাল দেখলেই

জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। বেল্টের একটা পকেট খুলল সে, আস্তে-ধীরে ভেতরের জিনিসগুলো টেবিলে ঢালল। মিষ্টি টুং টাং শব্দে তাতে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ নতুন গোল্ড কয়েন।

পলকের জন্য ক্র্যানডালের চোয়াল ঝুলে পড়তে দেখল ডেন। সোনা দেখে তাল হারিয়ে ফেলেছে হয়তো। ব্যাটা ওর কথা ভুলে গেছে ভেবে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, তখনই ঝট করে গান তুলে নিল সে।

'খবরদার, শুয়ে থাকো!' চাউনি সরু হয়ে উঠেছে তার, চকচক করছে। 'এই গোল্ড কয়েন কোথায় পেয়েছ তুমি?'

ঠাণ্ডা হাসি ফুটল ওর মুখে। 'সত্যি কথাটা শুনলে তোমার ভাল লাগবে না, মিস্টার।'

'এক কথায় জবাব দাও,' দৃষ্টি ঝলসে উঠল লোকটার। 'কোথায় পেয়েছ এগুলো?'

'কেন জানতে চাইছ? এই কয়েনে কোন সমস্যা নেই তো?'

'কথা ঘোরাবার চেষ্টা করবে না। যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও, নইলে আজ তোমার কপালে অনেক খারাবী আছে।'

'আগে নিজের কপাল সামলাও, দরজার দিক থেকে নতুন একটা গলা বলে উঠল। ক্র্যানডালের গান ধরা হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে দেখে আবার ধমকে উঠল অজ্ঞাত কণ্ঠধারী। 'গান ছেড়ে দাও হাত থেকে! একচুল নড়বে না!'

গলাটা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না বুঝতে পেরে একটু একটু করে মুঠোয় ঢিল দিল সে, টেবিলের ওপর ঠক! করে পড়ল গানটা। মুখ ঘুরিয়ে আগন্তুককে দেখল ক্র্যানডাল—হ্যাঙ্ক স্টেবিন।

'লোকটার হোলস্টারেও একটা গান দেখতে পাচ্ছি আমি,' ডেনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ। ভুরু নাচাল। 'তার মানে কি? ওর হাতের গানটা তোমার নাকি? ভারমুক্ত করো ওকে।'

দ্রুত উঠে পড়ল ডেন, গান দুটো নিয়ে মানি বেল্টটা আগের মত কোমরে বাঁধল। প্রসপেক্টর লোকটা দূর থেকে পাথরের মূর্তির মত তাকিয়ে আছে। 'এবার,' যুবকের হাতের কাজ শেষ হতে তার দিকে মন দিল হ্যাঙ্ক

স্টেবিন, 'আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। এই কয়েনগুলোর বিশেষত্ব কি?'

চুপ করে বসে থাকল লোকটা। কিছু সময় তার মুখ খোলার আশায় অপেক্ষা করে দাঁত খিঁচাল হ্যাঙ্ক, 'শোনো, পোলক্যাটের ছা'। অসহায় মানুষের ওপর নির্যাতন করতে চাই না আমি। কিন্তু তুমি যদি বাধ্য করো, তাহলে চুপ করে বসেও থাকব না; স্কিলেট পুড়িয়ে এমন জায়গায় ব্র্যান্ড করে দেব যাতে জীবনে কখনও আমার কথা ভোলার সুযোগ না পাও, বুঝতে পেরেছ?'

বৃদ্ধের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল গ্রেগ ডেন। লোকটা যে কঠিন, ঠাণ্ডা ও নির্দয়, গলার স্বর ও চেহারা দেখে এই প্রথম তা বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়েছে। লোকটা যা বলছে, হয়তো প্রয়োজনে তা করেও দেখাবে। বার্টকে মুখ খুলতে দেখে সেদিকে ঘুরে গেল ওর নজর। ভাবল, বোধহয় বৃদ্ধের সাপের মত শীতল চাউনি দেখে সে-ও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

'ঠিক আছে, বলছি,' লম্বা করে দম নিল বার্ট। 'কয়েক সপ্তা আগে জুপিটারে এক্সপ্রেস ট্রেন হোল্ড-আপ করা হয়েছিল। এই সোনা সেই ট্রেন থেকে লুট করা। নতুন মিন্টেড মানি।'

'তাই নাকি?' বিচ্ছিরি শব্দ করে নাক টানল হ্যাঙ্ক স্টেবিন। 'তুমি সে খবর জানলে কি ভাবে?'

'এখানে আসার আগে শুনেছি,' শ্রাগ করল বার্ট ক্র্যানডাল।

'কোথায়?'

'এ অঞ্চলের সবখানে। সবার মুখে মুখে ফিরছে। সমস্ত খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছে খবরটা। কারও জানতে বাকি নেই।'

'আমি কিন্তু তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম। গ্রেগ, মনে হয় এর কাছেও কিছু গোল্ড কয়েন আছে। সার্চ করে দেখো।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমাকে! কেন? না, আমাকে ...' সামনে থেকে দ্রুত সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু হ্যাঙ্ক সুযোগ দিল না। পিউমার মত চকিতে দু পা এগিয়ে এসে গান ব্যারেল দিয়ে ধাঁই করে

তার মাথায় আঘাত করল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে। 'এবার শান্ত থাকবে,' বৃদ্ধ বলল। 'নাও, সার্চ করো।'

সার্চ করা হলো, কিন্তু কিছু সিলভার কয়েন ও কয়েকটা নোট ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। মানি বেল্টও নেই তার কোমরে। 'মনে হয় কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। চলো, খুঁজে দেখি।'

'দাঁড়াও,' ডেন বলল। 'ওকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে।' এক আঁজলা পানি এনে লোকটার চোখেমুখে ঝাপ্টা মারল যুবক, প্রায় সাথে সাথে চোখ মেলল বার্ট। ঘোলা নজরে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'উঠে আবার হাঁটা শুরু করে দিয়ো না,' হ্যাঙ্ক সতর্ক করে দিল তাকে। 'পরেরবার কিন্তু আরও কঠিন মার লাগাব।'

গ্রেগ ডেন বলল, 'ক্র্যানডাল, তুমি স্টোর কীপার জিম রীভস্‌কে গুলি করেছিলে কেন?'

বিস্মিত দেখাল লোকটাকে। 'আমি কখন গুলি করলাম! তোমাদের ভুল হয়েছে। আমি গুলি করিনি।'

'আমার মনে হয় তুমিই করেছ, কারণ তুমি লোকটার পিছনে লেগে ছিলে। বাকি কাজ শেষ করতে বোধহয়, তাই না?'

চেহারা বিকৃত করে আঘাত পাওয়া জায়গাটা চেপে ধরল সে। 'বলেছি তো আমি গুলি করিনি। বিশ্বাস না হয় আমার ট্র্যাক পরীক্ষা করে দেখে এসো।'

'তাই করব। ওঠো, চলো আমাদের সাথে।'

তাকে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। তখন আর লড়াই করার মানসিকতা একটুও অবশিষ্ট নেই বার্টের মধ্যে, ভাল মানুষ বনে গেছে একদম। একটু পর তাকে মাঝখানে নিয়ে রেঞ্জের দিকে ঘোড়া ছোটাল ওরা। কিছুদূর গিয়ে মাটিতে ফুটে থাকা কিছু ক্ষীণ ছাপ দেখাল বার্ট।

'এই যে, এখান থেকে আমার ট্র্যাক শুরু হয়েছে।'

তারপর এল রীভস্‌ যেখানে স্যাডল থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে। ব্যাপারটা যাচাই করে দেখল ডেন, তার ট্র্যাক কোথাও রীভসের ট্রেইলের কাছেই আসেনি যাতে লোকটাকে সে গুলি করতে পারে।

মাথা দোলাল চিন্তিত ডেন। 'তার মানে তুমি নিজেকে সন্দেহমুক্ত করতে পেরেছ। এই যে তোমার গান। যা ঘটে গেছে সে জন্যে আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর জানা জরুরি ছিল।'

'আমিও মনে হয় আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গিয়েছি,' গানটা হোলস্টারে রেখে বলল লোকটা। 'তোমার শেষ নাম ডেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'গুড লাক, ডেন,' আর কিছু না বলে মাউন্ট ঘুরিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ক্র্যানডাল।

ছুটন্ত আকৃতিটা একটা রিজের আড়ালে মিলিয়ে যেতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রাউস্টঅ্যাবাউট। 'তোমাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম ভাবতে দুঃখ হচ্ছে। তুমি এই, যদি জানতাম!'

'আমি কি?'

'তা তুমিই ভাল জানো। মিস এড ... মিস এড তোমার মত এক জঘন্য লোককে সাহায্য করতে চেয়েছিল! টাকা-পয়সার ব্যাপার যেমন-তেমন, তাই বলে নিরীহ মেসেঞ্জারকে খুন?'

'অ্যাঁ? তুমি ভেবেছ আমি সেই গ্যাঙে ছিলাম?'

'তাছাড়া কি?' গলা চড়ে গেল হ্যাঙ্ক স্টেবিনের। 'আমি যাচ্ছি। আমি আর তোমার সঙ্গে নেই। দুঃখিত।'

মনে মনে রাগ হলো ও। নীরবে লোকটার চলে যাওয়া দেখল। ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে বৃদ্ধ, দু কাঁধ আর মাথা ঝুলে আছে। ঘোড়ার পা ফেলার ছন্দে দুলছে, ধুলো উড়ছে। একটু পর রাগ বিদায় নিয়ে দৃষ্টি নরম হয়ে এল। মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। এক মুহূর্ত পর বৃদ্ধের ট্রেইল ধরে দ্রুত ছুটল।

দু মিনিটে তার পাশে পৌঁছে গেল ডেন। পিঠে জোরে চাপড় মেরে বলল, 'বোকা বুড়ো! তুমি ভুল করছ। আমি সেই দলে ছিলাম না।'

থেমে পড়ল লোকটা। 'তাহলে ওই মানি ...'

'আমি ভ্যালিতে আসার দিন পাসের বাইরে যে লোকটাকে গুলি করি, বেল্টটা তার ছিল।'

মুহূর্তের মধ্যে কালিমা দূর হয়ে চেহারা ঝলমলে করে উঠল লোকটার। 'অ্যাঁ? তার মানে ওই লোকটা ...?'

'এই তো দেখি ভাল বুঝেছ!' আরেকবার তার পিঠে চাপড় লাগাল ডেন।

আনন্দে প্রায় বিস্ফোরিত হলো হ্যাঙ্ক। 'গ্রেগ! এ কথা তুমি আগে বলোনি কেন? কেন চেপে রেখেছিলে?'

'বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভ্যালিতে কে যে শত্রু, আর কে মিত্র, বুঝে উঠতে পারছিলাম না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে যেন নিজেকে প্রশ্ন করছে, এমন নিচু গলায় বলল, 'কয়েনগুলো আমি কোথায় পেয়েছি, তা নিয়ে ক্র্যানডালের এত আগ্রহের কারণ কি?'

'আমার মনে হয় উত্তরটা আমি জানি,' হ্যাঙ্ক স্টেবিন বলল। 'ও নিজে ছিল ডাকাত দলে, তাই নিশ্চিতভাবে জানে ওই জিনিস তোমার কাছে থাকার কথা নয়। কিন্তু আমি ভাবছি, জিম রীভস্‌কে গুলি করল কে? তার ট্রেইলের ধারেকাছে তো কেউ ছিল না।'

'কেউ না কেউ তো অবশ্যই ছিল!' গ্রেগ ডেন বলল। চিন্তায় কপাল কুঁচকে আছে। বিড়বিড় করে কিছু বলল ও, তারপর নিজের উরুতে সজোরে চাপড় মারল। 'মনে পড়েছে, ওল্ড-টাইমার! আরও একজন ছিল ট্রেইলে! আমার আগে আগে জে টি থেকে বেরিয়ে এসেছিল!'

বৃদ্ধ চোখ কুঁচকে তাকাল। 'কে?'

'জ্যাক নোলান।'

দশ

দিক বদলাল ওরা দুজন, ঘোড়া ঘুরিয়ে নোলানের দিকে ফিরে চলল। গোটা বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, আলোচনা করছে।

'কিন্তু জেন্টলম্যান জ্যাক কেন রীভস্কে গুলি করতে যাবে?' এক সময় বলে উঠল হ্যাঙ্ক স্টেবিন।

'যাতে সে টাউনের লুটপাটের খবর জোনাথন ট্রিমেনের কানে পৌছে দিতে না পারে।'

'এ-ও তো হতে পারে, রেউভাদের কেউ একজন তাকে অনুসরণ করে এসে নির্জন জায়গা পেয়ে গুলি করে মেরেছে। কি বলো, হতে পারে না?' আশা নিয়ে ওর দিকে তাকাল বৃদ্ধ।

ডেন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'না, হ্যাঙ্ক, লোকটাকে সরাসরি সামনে থেকে গুলি করা হয়েছে।'

'পিছনে শত্রু আছে টের পেয়ে ফাইট করতে ঘুরেছিল হয়তো।'

আবারও যুবক মাথা নাড়ল। 'তার সাথে কোন গান ছিল না। কিন্তু আমি ভাবছি, নোলান রীভস্কে র‍্যাঞ্চে পৌছতে বাধা দেবে কেন?'

'হয়তো পরে সে খবর জানতে পারব আমরা, কি জানি!' বলতে বলতে চেহারা কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের। 'ইশ্, তোমাকে ধরার জন্যে বেশি ছোটাছুটি করায় পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে আমার। শালার লিভার! আজ ভালই ভোগাবে মনে হচ্ছে।'

খানিকদূর গিয়ে হঠাৎ ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল ডেন। 'এই যে, এখানে ঘটেছে ব্যাপারটা,' আঙুল দিয়ে সামনের কিছু ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখাল হ্যাঙ্ককে। 'দেখো, রীভস্ এখানে থেমেছিল। হঠাৎ থেমে পড়ায় ঘোড়াটা স্ট্যাম্পেড করেছে।'

স্যাডল থেকে নেমে দুজনে মিলে জায়গাটা ভালমত পর্যবেক্ষণ করল, তারপর হাল ছেড়ে শ্রাগ করল ডেন। 'আলাদাভাবে নোলানের ট্র্যাক চেনার কোন উপায় নেই, সব এগুলোর মধ্যে মিশে গেছে। যা ঘটাবার এইটুকু জায়গার মধ্যে থেকেই ঘটিয়েছে লোকটা।'

'তাহলে কি করা যায়?'

'ঠিক কি ঘটেছে নিশ্চিতভাবে জানতে না পারা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। করা উচিতও হবে না। তাছাড়া এ নিয়ে আর কারও সাথে আলোচনা করাও ঠিক হবে না। আমাদের সন্দেহ আমাদের মাঝেই জমা থাক।'

টাউনে ফিরে দেখা গেল সবকিছু প্রায় আগের মতই সহজ-স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, শুধু স্টোর ছাড়া। সেটায় গোছগাছের কাজ চলছে। ট্রিমেন ও জেড স্টোন পোর্চে দাঁড়িয়ে কিছু আলোচনা করছে। অন্যদিকে বিডি, স্লিম ও টেক্সাস সিঁড়ির ধাপে বসে অলস মুহূর্ত পার করছে। ডেন এসে কাছের এক হিচিং রেইল থেকে নিজের প্যাকটা হর্স খুলে নিল। জেড স্টোন ও তিন কাউবয় হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল ওকে দেখে। টেক্সাস হাত নাড়ল।

ট্রিমেন ধুপ্ধাপ্ করে নিচে নেমে এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল। 'আজ তুমি আমার জন্যে যা করেছ—বিশেষ করে আমার আজকের দুর্ব্যবহারের পর, আমি সে জন্যে কৃতজ্ঞ, ডেন। তোমার যেমন হিম্মত আছে, তেমনি আছে বুদ্ধি। স্বীকার করতেই হবে। তুমি কেন বিশ্বাস করে তোমার এখানে আসার কারণটা আমাকে খুলে বলছ না, তা তুমিই জানো। আমি তোমার আস্থায় আসতে পারলে খুশি হতাম, ম্যান।'

গম্ভীর চোখে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করল ও। 'প্রথম কথা হচ্ছে কাকে আস্থায় নেব কি নেব না, আমি এখনও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি। তাছাড়া সবারই একান্ত ব্যক্তিগত কিছু বিষয় থাকে, যা নিয়ে কারও সাথেই আলোচনা করা যায় না।'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি ঠিকই বলেছ। ঠিক আছে। আরও কিছুদিন থাকো তুমি ভ্যালিতে। যখন যা লাগবে, স্টোর থেকে নিয়ে যেয়ো। তবে দাম দিতে যেয়ো না, ওরা তোমার টাকা নেবে না। এটাকে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা হিসেবে ধরে নিয়ো।'

মৃদু হাসি ফুটল ডেনের মুখে। 'ধন্যবাদ। এ মুহূর্তে সাপ্লাইয়ের কোন অভাব নেই আমার। তবে তোমার অফারের কথা আমার মনে থাকবে।' সবার উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'আজ টাউনে থাকতে চাও?' হ্যাঙ্ক পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'গ্র্যানির হোটেলে থাকব ভাবছি।'

'যাও, তাহলে। আমি সাপারের সময় আসছি।' স্টোরের হিচিং র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল সে।

গ্র্যানি ম্যাকেরেন'স্ হোটেল মেইন স্ট্রীটের একদম শেষ মাথায়। বেঢপ আকৃতির বিশাল এক ফ্রেম হাউসই বলা চলে সেটাকে। অনেকদিনের পুরানো। নিচতলায় আছে বড় কিচেন, বিশাল এক ডাইনিং রুম, 'পার্লার', এবং দুটো বেডরুম। ওপরতলায় আছে বড় বড় ছয়টা অভিজাত বেডরুম।

হোটেলের স্টেবলে চলে এল ডেন। সেখানে ডোরসিলের সাথে আঠা দিয়ে লাগানো ছিল এক দুর্বল স্বাস্থ্যের যুবক, মানে, তার দাঁড়ানোর কায়দা দেখে প্রথমে সেরকমই মনে হলো! ডেনের ইশারায় নিজেকে আঠামুক্ত করে এসে ওর ঘোড়া দুটোর দায়িত্ব নিল সে।

গ্র্যানি ম্যাকেরেন ওদিকে কিচেনে সাপার তৈরির কাজে ব্যস্ত। কারও পরোয়া করে না মহিলা, শুধু কাঠ ফাড়াই করা ছাড়া বিশাল হোটেলের আর যত কাজ আছে, সবকিছু নিজ হাতে করে। চড়ুই পাখির মত ছোটখাট মানুষ। সব সময় সেজেগুজে থাকে। চোখ বড় বড়, উজ্জ্বল।

তার সবকটা দাঁত আসল, একটাও নকল নয়। মজবুত, সুগঠিত এবং ধপধপে সাদা। বুড়ির বয়স কোনমতেই আশির নিচে হবে না। অথচ এখনও এত বেশি চটপটে, মনে হয় যেন আঠারো বছরের যুবতী। এ মুহূর্তে কালো রঙের ড্রেস ও সাদা অ্যাপ্রনে অপূর্ব লাগছে তাকে।

দরজায় পা ঘষার শব্দ উঠতে স্টোভ থেকে মুখ তুলল বুড়ি। এক দীর্ঘদেহী যুবককে দেখতে পেল, হ্যাট পেটের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে তাকে নড করল সে, 'তুমি গ্র্যানি ম্যাকেরেন নিশ্চই? আমার নাম গ্রেগ ডেন। আমি আজ রাতটা এখানে থাকতে চাই।'

'অবশ্যই! ওয়েলকাম।' সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল বুড়ির। 'মাই গড, ম্যান, আমি লস্ট ভ্যালিতে আসার এত বছরের মধ্যে এই প্রথম কেউ আমার সাথে কথা বলার সময় হ্যাট খুলে সম্মান জানাল। নিশ্চই থাকবে তুমি। দৈনিক এক ডলার ভাড়া, গ্রাব ও বেডিংসহ।'

'আমার সাথে দুটো ঘোড়াও আছে, ম্যা'ম। আসার সময়ে স্টেবলে রেখে এসেছি।'

'তাহলে বাড়তি আরও পঞ্চাশ সেন্ট লাগবে, সান।' প্যানের মাংস নেড়েচেড়ে দিল বুড়ি, অন্য একটা হাঁড়ির কাছে নাক নিয়ে শুঁকে দেখল, তারপর বিরাট কফি পটটা স্টোভের পিছনে ঠেলে দিয়ে ডেনের দিকে ফিরল। 'এসো, আমার সাথে এসো। তোমার রুম দেখিয়ে দিচ্ছি। সাথে কোন লাগেজ নেই মনে হচ্ছে!'

'আছে, ম্যা'ম। প্যাক হর্সে। ওগুলো ঘোড়ার পিঠেই থাকুক। আমার দরকার নেই।'

'তবু জিনিসগুলো উইলিয়ামকে ওপরে নিয়ে রাখতে বলতে হবে। কেউ নেবে না, কিন্তু আমি কোন ঝুঁকিও নিতে চাই না,' বলতে বলতে ডেনের পাশ দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল বুড়ি, ছোট ছোট পদক্ষেপে নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগল। তার পদক্ষেপে বয়সের কোনরকম প্রভাব দেখতে পেল না ডেন, বরং ঠিক ওরই মত তৎপর এবং চটপটে লাগছে। তা-ও এত বেশি যে তার সাথে তাল বজায় রাখতে গিয়ে ওরই হিমশিম খেয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো।

দোতলায় উঠে সামনের একটা বন্ধ দরজা নাটকীয় ভঙ্গিতে খুলে দিল গ্র্যানি। 'এই যে তোমার রুম।'

একটা লোহার বেড, একটা চেয়ার, এবং বাউল ও পিচারসহ একটা ওয়াশস্ট্যান্ড, এই হলো রুমের যাবতীয় জিনিস। 'সুন্দর রুম,' বলল ডেন।

'আমার সাথে আরও একজন থাকবে, ম্যা'ম। হ্যাঙ্ক স্টেবিন। লোকটাকে তোমার না চেনার কথা নয়।'

'সারাক্ষণ অভিযোগকারী সেই বুড়ো বেড়াল তো?' হাসল বৃদ্ধা। 'হ্যাঁ, ওকে এখানকার কে না চেনে! কিন্তু ওর সাথে এক বেডে শুলে তোমার ঘুম হবে তো?'

'হ্যাঙ্ক ততটা খারাপ লোক নয়, ম্যাম,' ডেন বলল। 'আমি ওর সাথে কিছুদিন থেকেছি।'

'ঠিক আছে, তোমরা থাকতে পারলে আমার কি? কিন্তু দুজনের জন্য ভাড়া একটু বেশি পড়বে। রুমের জন্যে দেড় ডলার, আর ঘোড়ার জন্যে পঁচাত্তর সেন্ট।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'তা-ও কিন্তু দরটা উপযুক্ত হচ্ছে না, ম্যা'ম। অনেক সস্তায় হয়ে যায়। এত কম রেটে ভাড়া দিলে তোমার জমার ঘরে যে কিছুই থাকবে না।'

চেহারা ঝলমল করে উঠল বুড়ির। 'ওয়েল, ওয়েল! এই প্রথমবার কেউ একজন বলল আমি সস্তায় হোটেল চালাই। জমিয়ে করব কি, বলো? কবরে নিয়ে তো যেতে পারব না। দিয়েই বা যাব কাকে? যাই, কিচেনে যেতে হবে। আধ ঘণ্টা পর সাপার দেয়া হবে।' প্রায় উড়ে নেমে গেল সে। নিচ থেকে তার চড়া গলার 'উইল-ইয়াম! উইল-ইয়াম!' ডাক শুনে বোঝা গেল ওর সাপ্লাই প্যাকের কথা ভোলেনি।

গ্রেগ ও হ্যাঙ্ক ছাড়া আরও চারজন ছিল সাপার টেবিলে। তাদের তিনজনকে গ্রেগ চেনে না, শেষেরজন ওয়াইওমিং। লোকটা গোমড়ামুখো, নির্বাক। প্রফেশনাল গানম্যানের সমস্ত লক্ষণ ফুটে আছে তার মধ্যে। কথা না বললেও লোকটা যে খনিক পরপরই ওর মুখের দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, তা স্পষ্ট টের পেল ডেন।

ওদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় রবার্ট ট্রিমেন কিচেনে এসে ঢুকল। এডনা ট্রিমেনের ভাই। ডাক নাম বব। এডনার চেয়ে এক বছরের ছোট সে। বাইশের-তেইশের মত বয়স, দেখতে মোটামুটি বাপের মতই। তবে তার মত বিশালদেহী নয়। লম্বা পাঁচ ফুট

আট-নয়। চোখেমুখে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি। ডেনের জানা আছে, ও ভ্যালিতে আসার পর কারও কারও ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে ওকেও বাইরে পাঠিয়েছিল ট্রিমেন। 'হাউডি, বয়েজ,' সবার উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। 'গ্র্যানি, খুব খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি খেতে দাও।'

'বোসো, রবার্ট,' তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল বুড়ি। ন্যাপকিনে মুখ মুছে, 'আমি ব্যবস্থা করছি,' বলে কিচেনের দিকে চলে গেল। রবার্ট এসে ডেনের পাশের খালি চেয়ারে বসল। 'কেমন চলছে ভ্যালির দিনকাল?'

'ভ্যালির যেমনই হোক,' ওয়াইওমিং বলে উঠল, 'যাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার ভাল চলছে না।'

লোকটাকে ঠাণ্ডা চোখে দেখল রবার্ট, তারপর ডেনের দিকে ফিরল। 'কথাটা সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ,' জ্যাক নোলান কোত্থেকে টেক্সাসের একটা ওয়ান্টেড নোটিস নিয়ে আসার পর তোমার বাবা আমাকে সেটার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করেছিল,' শ্রাগ করল ও। 'আমি জবাব দিইনি।'

'তাই ওকে ভ্যালি থেকে লাথি মেরে বের করে দেয়া হয়েছে,' বক্তব্য শেষ করল ওয়াইওমিং।

'দুঃখিত, ডেন' উদ্বিগ্ন দেখাল যুবককে। 'বাইরে থাকার সময় চেষ্টা করে দেখেছি তোমার সম্পর্কে কিছু জানা যায় কি না। কিন্তু কাজ হয়নি। কিছুই জানতে পারিনি।'

ওয়াইওমিং খাওয়া শেষ করে চেয়ার নিয়ে পিছিয়ে বসল। পিঠের চাপে চেয়ারের সামনের দু পা শূন্যে তুলে ফেলল। 'আমার ব্যাপারেও খোঁজ নিয়েছ বোধহয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

'তা কি জানতে পরলে?'

'সেটা আমাকে যে খবর জানতে পাঠিয়েছে, আগে তাকে জানাব, মিস্টার ওয়াইওমিং।'

'তা বটে,' বলে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। অচেনা তিন ডাইনার কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল। ওয়াইওমিংও উঠল, দেয়ালের পেগ থেকে তার দুটো

সিক্স-গানের বেল্ট খুলে নিয়ে পরল। তারপর হ্যাট মাথায় বসাতে বসাতে ভারিক্কি চালে বেরিয়ে গেল। ডেন ও হ্যাঙ্ক রবার্টের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

'এবার র‍্যাঞ্চের দিকে যেতে হয়,' বব বলল। 'কিন্তু আগে সেলুনে চলো, আমার সাথে গলা ভেজাবে।' দরজার দিকে এগোল ওরা। ডেন ও রবার্ট পাশাপাশি, হ্যাঙ্ক খানিকটা পিছনে। হলে পা দেয়ার ঠিক আগমুহূর্তে দরজার আড়াল থেকে সামনে চলে এল ওয়াইওমিং, দু হাতে দুই সিক্স-গান। একটা কোল্ট ববের পেট সই করে ধরা, অন্যটা ডেন ও হ্যাঙ্কের মাঝখানে।

'বাইরে থেকে আমার সম্পর্কে তুমি কি তথ্য জেনে এসেছ, সে কথা আগে আমাকে বলতে হবে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল লোকটা। 'তারপর তোমাকে যেতে দেয়া হবে।'

মুহূর্তের জন্য থমকে গেল বব, পরমুহূর্তে হাসির ভঙ্গি করে বলল, 'ঠিক আছে, মিস্টার ওয়াইওমিং। এতই যখন আগ্রহী, তখন শোনো। জেনে এসেছি, ভ্যালিতে আসার কারণ সম্পর্কে তুমি বাবাকে যা বলেছ, তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ডাহা মিথ্যে! তার মানে এখানে তুমি আর থাকতে পারছ না,' চোখ টিপল সে।

'কথাটা তোমার কোল্টের ভয়ে বলিনি কিন্তু, বলেছি তোমার যাতে কিছুটা সুবিধে হয়, পথে নামার আগে অন্তত এক সেট আউটফিট কেনার সময় পাও, সেই জন্য।'

চোখ জ্বলে উঠল গানম্যানের। চিবুক ক্রমে সাদা রং ধারণ করতে শুরু করেছে, চামড়ার নিচে চোয়ালের পেশী কিলবিল করছে। একটু পর ডবল ক্লিকের শব্দ হলো।

'গুলি করবে?' বব নির্বিকার। 'করো, কিন্তু তার আগে ভেবে দেখো, শুধু আমাকে গুলি করলেই বাবার কানে খবর পৌঁছানো ঠেকাতে পারবে না তুমি। এখানে আরও দুজন সাক্ষী আছে যারা আমার কথা শুনেছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে ডেন ও হ্যাঙ্ককে ইঙ্গিত করল। 'ওদেরকেও তাহলে খুন করতে হবে। এতবড় ঝুঁকি নেবে তুমি?'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, নাকের ফুটো ঘন ঘন স্ফীত হচ্ছে। তার আড়ষ্ট আঙুলের টানে হ্যামার যে কোন মুহূর্তে রিলিজ হয়ে যাবে ভেবে দম আটকে এল গ্রেগ ডেনের। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর পরিস্থিতি বদলে গেল। হঠাৎ করে ওয়াইওমিঙের পিছনে দেখা দিল চড়ুই পাখি সাইজের গ্র্যানি। হাতে শটগান।

ওটার মাযল তার পিঠে ঠেসে ধরল সে। তীক্ষ্ণ, চড়া গলায় বলল, 'ওয়াইওমিং! আমার শটগানে বাকশট লোড করা আছে। যদি আমার কথামত কাজ না করেছ, এখনই তোমার ঘিলুতে পুরো ডাইনিং রুম মাখামাখি হয়ে যাবে।'

থুতনির সাদাটে রং ক্রমে লাল হয়ে উঠল লোকটার। চাউনির ধার নষ্ট হয়ে গেল, হ্যামার নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো সে। মাযল দিয়ে তার পিঠে খোঁচা মারল বুড়ি, এবার বেশ জোরে। 'জলদি করো! এখানে দাঁড়িয়ে রাত কাবার করার ইচ্ছে নেই আমার।'

বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে গান দুটো হোলস্টারে রাখল লোকটা। তারপর ঘুরে জোর পায়ে বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চেপে রাখা দম ছাড়ল বব। 'গ্র্যানি, তুমি বলতে গেলে আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমাকে ভাল মত একটা চুমু খেতে না পারলে আজ রাতে আমার ঘুম হবে না। দাঁড়াও, আমি ...'

বলতে বলতে দু পা এগিয়ে গেল সে, পর মুহূর্তে গ্র্যানিকে শটগান ঘুরিয়ে ধরতে দেখে আঁতকে ওঠার ভান করল।

'না!' খ্যাঁক করে উঠল বুড়ি। 'তেমন কিছুই করবে না তুমি! তাহলে এই ব্যারেল আমি তোমার মাথায় ভাঙব। এক্ষুণি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। যাও বলছি!'

দুই কান পর্যন্ত প্রসারিত হাসি নিয়ে সামনে লাফ দিল বব, বুড়ি সামলে উঠতে পারার আগেই তাকে দু হাতে কোলে তুলে নিয়ে খুব দ্রুত একটা পাক খেল। আপত্তি অগ্রাহ্য করে বুড়ির কপালে সশব্দে চুমু খেয়ে তাকে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে একদৌড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে চিৎকার করে কি যেন বলল গ্র্যানি, মনে হলো খুব রেগে

গেছে। কিন্তু রাগ নয়, তার চেহারায় খুশি খুশি একটা ভাব দেখতে পেল গ্রেগ ডেন।

হ্যাঙ্ককে নিয়ে সে-ও বেরিয়ে যাচ্ছিল, পাশ থেকে গ্র্যানি তার হাত চেপে ধরে বলল, 'সাবধানে যেয়ো, সানি! ওয়াইওমিং লোকটাকে আমার কিন্তু বিষাক্ত সাপের মত মনে হয়েছে, ছোবল দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে ও।'

'নিশ্চই, গ্র্যানি।' বেরিয়ে এসে ববকে সাইডওয়াকে অপেক্ষা করতে দেখল ডেন। 'ভাবছি এখন আর সেলুনে যাব না,' তার কাছে গিয়ে বলল। 'খাওয়ার পর লিকার এড়িয়ে চলি আমি।'

'ওয়াইওমিং জানে আমরা পান করতে যাচ্ছি, তাই জেন্টলম্যান জ্যাকে গিয়ে বসে আছে,' যুবক বলল। 'এখন না গেলে ভাববে আমরা ভয় পেয়েছি।'

'ভাবুক, তবু তোমার না যাওয়াই ভাল। ওই লোক পেশাদার গানম্যাম, ইচ্ছে করলেই তোমাকে আউট-ড্র করতে পারবে হয়তো।'

বব শ্রাগ করল। 'তা যদি করতে চায়, তাহলে তাকেই সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে হবে।' ঘুরে সেলুনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ছেলেটাকে একা ছেড়ে দিলে ঝামেলা হতে পারে ভেবে গ্রেগ ডেন তার পিছন পিছন চলল। হ্যাঙ্ক স্টেবিনও এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। একসঙ্গে সেলুনে ঢুকল বব ও ডেন। ওয়াইওমিংকে বারের ও মাথায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখল।

বারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে নোলান। নিচু গলায়, জরুরি ভঙ্গিতে কিছু বলছে ওয়াইওমিংকে। ডেন ও হ্যাঙ্ক ওদের থেকে একটু দূরে, বারের অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। ডেন ভেবেছিল বব ওর কাছে দাঁড়াবে, ও তাহলে বৃদ্ধকে নিয়ে তার এবং ওয়াইওমিঙের মাঝখানে থাকার সুযোগ পাবে। কিন্তু ছেলেটা তা না করে ওয়াইওমিঙের দশ ফুটের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য দুয়েকজন খদ্দের আছে তাদের মধ্যে, ডানদিকে।

ববের কারণে পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়ে জায়গা বদল করল ডেন, ওর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে এটা-সেটা নিয়ে

কথা বলতে লাগল বৃদ্ধের সাথে। এরমধ্যে বব ও ওয়াইওমিঙের মাঝে আরও যে দুয়েকজন খদ্দের ছিল, তারা খুব দ্রুত গ্লাস খালি করে সরে পড়ল। একদম ফাঁকা হয়ে গেল মাঝের জায়গাটা।

নোলান বারের অন্য মাথার দিকে সরে যেতে ওয়াইওমিং বারে কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়াল, একদৃষ্টে ববের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যুবকের সেদিকে খেয়াল নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। এক সময় ধৈর্যের পরীক্ষায় হেরে গেল গানম্যান, ববের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, 'তাহলে আমাকে ভ্যালি থেকে চলে যেতে হবে, কি বলো?'

সাড়া নেই।

ঠোঁট চাটল ওয়াইওমিং, 'আমাকে তুমি বের করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে তোমার বাবাকে লাগবে।'

সাড়া নেই।

'শুনতে পাচ্ছ, বাছা! তোমার মত দুধের শিশুকে দিয়ে তো কিছু হবেই না, ভেবে দেখলাম, তোমার বাপ, জোনাথন হারামজাদারও সে ক্ষমতা নেই। ওর মত ... ...!'

ঝট্ করে ডানদিকে ঘুরল বব, ডান হাত গান বেল্টের কাছে নেমে গেছে। ওয়াইওমিং লাফ দিয়ে বারের কাছ থেকে সরে গেল, কোমরে বাঁধা জোড়া কোল্টের দিকে হাত বাড়াল, এমনসময় একসাথে অনেক কিছু ঘটে গেল। এক লাফে জায়গা বদল করল ডেন, ক্ষিপ্র ববকে পিছন থেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ঝট্‌কা মেরে ফ্লোরে শুইয়ে দিল।

ওদিকে ওয়াইওমিঙের ঠিক মাথার ওপরে একটা বড় ল্যাম্প জ্বলছিল, হ্যাঙ্ক গুলি করে সেটার চিমনি চুরমার করে দিল। শব্দ এবং ঘাড়ে-মাথায় গরম কাচের টুকরোর ছ্যাঁকা খেয়ে লাফিয়ে উঠল লোকটা, জঘন্য খিস্তি করতে করতে ডান হোলস্টারের গান বের করে আনল।

কিন্তু সেটা তোলার সময় পেল না। সেলুনের একটা জানালার পেন বাইরে থেকে ছোঁড়া সিক্স-গানের গুলিতে বিস্ফোরিত হলো, একই বুলেট তার হাতের গানটাকেও উড়িয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গান বের

করে ফেলল ওয়াইওমিং, কিন্তু সেটাও উড়ে গেল অজ্ঞাত গানারের পরের হেভি বুলেটের ধাক্কায়।

একই মুহূর্তে সেলুনের দ্বিতীয় ল্যাম্পটা উড়িয়ে দিল হ্যাঙ্ক স্টেবিন, আঁধারে ছেয়ে গেল সেলুন। দূরে ঝোলানো তৃতীয় এবং শেষ ল্যাম্পের আলোয় ভেতরটা কোনমতে দেখা যেতে লাগল। বব তখনও ডেনের বজ্র আলিঙ্গন থেকে ছোটার জন্য ধস্তাধস্তি করছে।

'ছাড়ো আমাকে, ডেন! ছেড়ে দাও! হারামজাদার এত বড় সাহস আমার বাবাকে গাল দেয়! ওর জিভ ছিঁড়ে নেব আমি। ওর ... ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে!'

'শান্ত হও, বব! শান্ত হও! সে সুযোগ পরে অনেক পাওয়া যাবে, আগে এখান থেকে বেরোও। তাড়াতাড়ি!'

যুবককে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল ও, হ্যাঙ্ক পিছন পিছন এল। সেলুনের দিকে পিছন ফিরে এক পা দু পা করে পিছাচ্ছে, হাতে গান রেডি। হোটেলে পৌঁছে স্বস্তির দম ছাড়ল সবাই। টান্ টান্ স্নায়ুতে ঢিল পড়ল।

হ্যাঙ্ক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে!' কপালে ঘাম চকচক করছে তার। 'ইশ্, আরেকটু হলে কতবড় সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছিল জানো!'

'ঘটলে ঘটতো!' ঝাঁঝিয়ে উঠল যুবক। 'কিন্তু বাবার নামে এত বাজে গালাগাল ...'

'লোকটা তোমাকে রাগিয়ে তুলতে চাইছিল,' উইলিয়ামকে তার ঘোড়া নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে বলল ডেন। 'তাই ওসব বলছিল। এখন ওঠো। এই যে নাও তোমার ঘোড়া, সোজা র‍্যাঞ্চে চলে যাও। আমি আর হ্যাঙ্ক নজর রাখছি ওয়াইওমিং যাতে তোমাকে ফলো করতে না পারে। যাও, ওঠো।'

'ও আর কি ফলো করবে?' হ্যাঙ্ক বলল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে। 'দেখোগে' এখনও পড়ে পড়ে হাতে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। গুলি ওর গানেই লেগেছে না হাতে লেগেছে, কে জানে?'

'কিন্তু ... গুলি দুটো করল কে?' ডেন আপনমনে বলল। 'মনে হলো যেন আগে থেকে এ জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল সে। কে হতে পারে লোকটা?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল। 'জানি না। দেখতে পাইনি। কিন্তু লোকটা যে গান উইজার্ড, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

গ্রেগ ডেন, মৃদু হাসল। 'তুমিও তো কম না। ল্যাম্প দুটো যে ভাবে নিভিয়ে দিলে, তাতে ...'

'প্রথমটা আমি নেভাতে পারিনি,' বাধা দিল বৃদ্ধ রাউস্টঅ্যাবাউট। 'বাতাসে নিভেছে। আসলে বুড়ো হয়েছি তো! মরার সময় হয়ে এসেছে, আর কত?'

'কি যে বলো না! কম করেও আরও একশ বছর বাঁচবে তুমি।'

আঁতকে ওঠার ভান করল লোকটা। 'অ্যাঁ! এই টুটোফাটা কপাল নিয়ে আরও চৌত্রিশ বছর?'

এগারো

একাই পাহাড়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ডেনের, কিন্তু হ্যাঙ্ক স্টেবিনের জন্য তা সম্ভব হলো না। বহুভাবে চেষ্টা করেও বুড়োকে খসাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়েই যাত্রা করতে বাধ্য হলো।

এঁকেবেঁকে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ট্রেইল ধরে অনেকক্ষণ চলার পর নতুন করে পুরনো প্রসঙ্গ তুলল হ্যাঙ্ক স্টেবিন। 'একজনকে আমি কথা দিয়েছি শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর নজর রেখে যাব বলে। কাজেই তুমি যত যা-ই বলো না কেন, আমাকে পথ থেকে সরাতে পারছ না। আমি শেষ পর্যন্ত আছি তোমার সাথে।'

'থাকো,' কৃত্রিম হতাশ কণ্ঠে বলল গ্রেগ ডেন। 'তুমি থাকতে চাইলে কি বাধা দিতে পারি?'

'তুমি ভেবেছ তোমার নামের সেই ওয়ান্টেড নোটিস আমি বিশ্বাস করেছি? হাজার হোক ওটা এক টুকরো কাগজ, কালো কালির ছাপা অক্ষরে তাতে কিছু ছাপা আছে। তাতেই হয়ে গেল? তাই বিশ্বাস করতে হবে?' একটু বিরতি।

'তবে তোমার ব্যাপারে আমার অন্য ধরনের কিছু সন্দেহ আছে, ব্রাদার। এবং মিনিটে মিনিটে তা গাঢ় হচ্ছে।'

'যেমন?'

'যেমন, তুমি এখানে এসেছ কাউকে ধরে নিয়ে যেতে,' বলেই চট্ করে ওর মুখের দিকে তাকাল। 'এই দেখো, তোমার চেহারাই বলছে আমি মিথ্যে কথা বলিনি।'

ডেন মাথা ঝাঁকাল। অন্যমনস্ক। 'তুমি ঠিক বলেছ, ওল্ড-টাইমার। আমি লস্ট ভ্যালিতে এসেছি দুজনকে ধরে নিয়ে যেতে। জীবিত অথবা মৃত। তবে জীবিত নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ কম। শুধু দু'জনকে চাই। এবং আমার সন্দেহ, তারা এখানে আছে। আমার আগে কি পরে ভ্যালিতে এসেছে।'

'মাত্র দুজনকে ধরতে?' হ্যাঙ্ক স্টেবিন জিজ্ঞেস করল। 'আমি তো আরও ভেবেছিলাম বোধহয় ছয়জনকেই হবে। ঠিক আছে, ব্যাটাদের চিনিয়ে দাও, আমিই ...'

'মুশকিল তো সেখানেই।' হ্যাঙ্ককে ভুরু কুঁচকে তাকাতে দেখে মাথা ঝাঁকাল ও। 'তাদেরকে আমি চিনি না, এমনকি কারও চেহারার বর্ণনাও জানি না। শুধু জানি, একজন খাট, গাট্টাগোট্টা। সে ক্র্যানডাল বা ওয়াইওমিং যে কেউ হতে পারে, আবার ওদের কেউ না-ও হতে পারে। অন্যজন পার্ডি, ম্যাগিল, স্টফার, বুচ, অথবা আমি যাকে হত্যা করেছি, তাদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে।'

'কিন্তু লোকগুলো লস্ট ভ্যালিতে এসেছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত জানো তুমি?'

মাথা নাড়ল গ্রেগ ডেন। 'তা-ও জানি না। তবে এর মধ্যে কথা আছে, প্রথমে অনুমানের ওপর নির্ভর করে এলেও এখন রোজ একটু একটু আমার বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে তারা এখানেই আছে।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হ্যাঙ্ক। আর যা-ই হোক, এত কথার মধ্যে অন্তত একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে—গ্রেগ ডেন আউটল নয়। ওই নোটসটা ব্লাইন্ড নোটিস, এডনা ট্রিমেন যেমন ধারণা করেছিল। বুদ্ধিমতী মেয়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা—ক্রমে সামনের দিকে এবং ওপরদিকে উঠে যাচ্ছে। সামনে কি মরণফাঁদ অপেক্ষা করছে, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।

ওদিকে জেন্টেলম্যান জ্যাক জে টি র‍্যাঞ্চমুখো ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে। তার ধারণা, জোনাথন ট্রিমেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং আপন সাফল্যের পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেয়ার এটাই সঠিক সময়। প্রথম পদক্ষেপ ডান্স হল ও সেলুন খোলার মাধ্যমে আগেই নিয়েছে সে।

দশটার দিকে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ফিটফাট লোকটা। মা ও এডনাকে গ্যালারিতে বসা দেখে পুলকিত হলো। মা মোজা বুনছে। এডনা নিবিষ্টমনে তার একটা ড্রেসের মুড়ি সেলাই করছে। স্যাডল থেকে নেমে হ্যাট খুলল নোলান। বাউ করল তাদের উদ্দেশে।

'গুড মর্নিং, মিসেস ট্রিমেন। গুড মর্নিং, এডনা। তোমার বাবা কি বেশি ব্যস্ত?'

'গুড মর্নিং,' এডনা জবাব দিল। 'বাবা অফিসে আছে। আমি গিয়ে জানাচ্ছি তোমার খবর।'

'কোন দরকার নেই। আমি নিজেই যাচ্ছি। জোনাথনের সাথে কাজ সারা হলে ভাবছি তোমাকে নিয়ে ক্যান্টারে যাব। তোমার কোন আপত্তি নেই তো, এড?'

যুবতীর কপাল মৃদু কুঁচকে উঠল। 'আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি। তাছাড়া এখন রাইডিঙের সময়ও নয়।'

মনে মনে রাগ হলেও চেপে গেল লোকটা। ভুরু বিচ্ছিরিভাবে কুঁচকে জোনাথনের অফিসের দিকে পা বাড়াল। মেয়েটাকে আজ একটু অন্যরকম

লাগল না? বিষয়টা বেশ অপ্রস্তুত করে তুলল তাকে। কেন, দেমাগ? সে হ্যান্ডসাম, শিক্ষিত, মার্জিত রুচির মানুষ। বয়স অবশ্য এডনার তুলনায় একটু বেশি, তাতে কি?

সে রাইডিঙের প্রস্তাব দিতে মেয়েটার কপাল কুঁচকে উঠেছিল, ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না জ্যাক নোলান। জোনাথনের অফিসের দরজায় পৌঁছে থামল। মনে মনে ভীষণ সন্তুষ্ট হলো তাকে দেখামাত্র র‍্যাঞ্চারের চেহারা বদলে যেতে দেখে। কিসের ভাব ওটা, ভয়ের নিশ্চয়ই।

'হ্যালো, নোলান,' সংক্ষিপ্ত মাথা ঝাঁকাল জোনাথন। 'বাইরে কেন? এসো, বোসো।'

ভেতরে এসে সাবধানে দরজা ভিড়িয়ে দিল লোকটা। র‍্যাঞ্চারের মুখোমুখি পায়ের ওপর পা তুলে বসল। 'জোনাথন, তোমার কাছে আমার একটা অভিযোগ আছে এবং কিছু দাবি আছে।'

'অভিযোগ? তোমার?'

শ্রাগ করল নোলান। 'ঠিক আছে, না হয় দাবিই মনে করো। কারণ তুমিই একবার বলেছিলে, সব কার্ড আমার হাতে।'

ট্রিমেন কিছুটা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'কি, বলো।'

'ব্যাপারটা তোমার ছেলের বিরুদ্ধে।'

'ববের বিরুদ্ধে?' ঘন ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার। 'কি করেছে ও?'

'কাল রাতে আমার সেলুনে গিয়ে হাঙ্গামা করে এসেছে। ফলে আমার দুটো ল্যাম্প তোমার ল্যাংড়া রাউস্টঅ্যাবাউটের গুলিতে বরবাদ হয়ে গেছে। ওগুলোর দাম তুমি দেবে।'

'অবশ্যই না! সেলুন তোমার জয়েন্ট। সেখানে কি ঘটে না ঘটে, তা দেখার দায়িত্ব আমার নয়, তোমার। তাছাড়া ওটা তুমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে চালু করেছিলে।'

'আমি অন্যায্য কিছু দাবি করিনি, জোনাথন,' ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল সে। 'ভেবে দেখো। হ্যাঙ্ক স্টেবিন লোকটা তোমার পে-রোলের,

তাই তার আচরণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আইনত তোমার ওপরেই বর্তায়।'

'আমি তোমার ওইসব নিয়ম-কানুন মানি না, জ্যাক। আর কিছু বলার থাকলে বলো। আমি ব্যস্ত আছি।'

'সে তুমি না মানতে পারো। কিন্তু নিজের ভাল চাইলে আমার ক্ষতিপূরণের বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া একদম ঠিক হবে না। পঞ্চাশ ডলার ক্ষতিপূরণ দিলেই আমি মেনে নেব। আর তোমার ছেলে রাস্তার ফাইট আমার সেলুনে ...'

'বাজে কথা,' কড়া গলায় বাধা দিল র‍্যাঞ্চার। 'যা ঘটেছে তা বব কাল রাতেই আমাকে বলেছে। ববের মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই। ঝামেলা ওয়াইওমিং নামের লোকটা বাধিয়েছে, আর সেখানে যদি গ্রেগ ডেন, হ্যাঙ্ক স্টেবিন আর ... আরেকজন না থাকত, তাহলে আমার ছেলে আজকের সূর্যের মুখ দেখত কি না সন্দেহ।'

কাঁধ ঝাঁকাল নোলান। চাউনি ঠাণ্ডা হয়ে এল। 'তোমার যা খুশি বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু কিছু কিছু আইন তোমাকে মেনে চলতে হবে, আমি তোমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি।'

র‍্যাঞ্চারের প্রকাণ্ড মুখ দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল। ভারী দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর আয়োজন করল সে। 'আমাকে আইন শেখাতে এসো না, নোলান! আমার ...'

'আমি কি ওদেরকে ডাকব?'

'কাদেরকে?'

'তোমার বউ-মেয়েকে। তোমার ছেলেকেও ডাকা দরকার। ওরা সবাই জানুক তোমার অতীতের কু-কীর্তির খবর। কি বলো, জানাব ওদেরকে?'

'ডাকো। আমিই সব জানাচ্ছি ওদেরকে। আরও আগেই জানানো উচিত ছিল, না জানিয়ে ভুল করেছি।'

'ব্যাপারটা এখন অত সহজ হবে না তোমার জন্যে, জোনাথন। কারণ এখন অতীত শুধু "জানানোর" মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর সাথে সাথে পুরনো কেসটা রি-ওপেন হবে, তারপর কোর্টের দেয়া আগের সাজার ব্যাপারটা আছে, সব ...'

'থামো!' গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'চুপ করো!'

মুখের কোনে বাঁকা হাসি ফুটল জেন্টেলম্যান জ্যাকের, চুপ করে বসে থাকল সে। জোনাথন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে, বিশাল গ্রিজলি ভল্লুকের মত লাগছে তাকে। পায়ে শেকল পরানো গ্রিজলি অবশ্য, মনে মনে হাসল ফিটফাট। যত রাগই হোক, কিছু করার নেই ব্যাটার।

'মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো? এবার আমার বাকি দাবিগুলো মন দিয়ে শোনো। কিছু আউটলর টাউনে আসা তুমি নিষিদ্ধ করেছ, আমার ব্যবসার স্বার্থে তোমাকে তা তুলে নিতে হবে। কারণ আমি সেলুনের পিছনে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করেছি, এবং তা উঠে আসতে হবে। আশিজন অধিবাসীর একটা ছোট শহরে এই ব্যবসায় কি এমন ঘোড়ার ডিম লাভ হয়, তুমি আশা করি তা বোঝ!

'মোটামুটি চলতে পারে, কিন্তু তাকে ভাল বলা যাবে না। তাই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়াটা জরুরি, তাতে পাহাড়ের সবাই আমার এখানে আসার সুযোগ পাবে। আর ভবিষ্যতে আউটলদের নিরাপদে টাউনে আসা-যাওয়া ও থাকা নিশ্চিত করতে আমি কিছু নতুন আইন করার কথাও ভাবছি।'

'বাই গড্রফাই, আমি তা কখনও মেনে নেব না।'

'বাই গড্রফাই,' সমান ঝাঁঝের সাথে বলল নোলান, 'তোমাকে মানতেই হবে। আমি ব্যবসা করতে টাকা খাটিয়েছি, জোনাথন। আমাকে সে জন্যে সব ধরনের সুযোগ দিতেই হবে।'

ডেস্কের ওপাশ থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার। 'শোনো, একবার যদি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিই, আর কোনদিন তা কার্যকর করা সম্ভব হবে না। কাল টাউনে আউটলরা যে লুটপাটের ঘটনা ঘটিয়েছে, তার তাৎপর্য বোঝো? সময় থাকতে যদি ডেন বাধা না দিত, আজ খাবার বলে টাউনে কিছু থাকত না। আরও দু চারদিন খাদ্যবিহীন শহর থাকত রোজালিন। জিম রীভসের হত্যার ব্যাপারটা না হয় বাদই দিলাম। ওরা আসার সুযোগ পেলে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটবে, কারণ সাধারণ মানুষের কি হলো না হলো, তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাবে না।'

ঠোঁট বেঁকে গেল নোলানের। 'গ্রেগ ডেন এখানকার রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছে, কি বলো? কিন্তু আমি শুধু আমার স্বার্থের কথা ভাবছি, জোনাথন। যে কোন ব্যবসায়ী তা-ই ভাববে। টাউনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কথা যদি বলো, সে দায়িত্ব তোমার। যদি তা পালন করতে না-ই পারো, সক্ষম আর কারও হাতে লাগাম তুলে দাও।'

'বলতে চাইছ তোমার হাতে?'

'হ্যাঁ। আমি পারতপক্ষে দায়িত্ব নিতে চাই না, কিন্তু তুমি অক্ষম হলে নেব। ভেবে দেখো, আউটলদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে লাভ আছে। ওরা যদি টাউনে এসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্টোর থেকে কিনতে পারে, তাহলে আর লুটপাট করবে না।'

'আমি সেরকম কিছুই করছি না।'

'আরেকবার ভেবে দেখো।'

'হুমকি দিচ্ছ? তাতে কোন লাভ হবে না। আমি যা করব ঠিক করেছি, তা-ই করব। যদি মনে করো এখানে ব্যবসা করে তোমার পোষাচ্ছে না, ভ্যালি ছেড়ে চলে যাও।'

উঠে দাঁড়াল নোলান। 'তোমাকে একটা কথা স্পষ্টভাবে বলে যাই, আমি আমার ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে যা কিছু করার করব। যদি বাধা দাও, কাছের ল অফিসারকে তোমার অবস্থান জানিয়ে মেসেজ পাঠাব আমি। মনে রেখো।' মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সে। আশা করেছিল শেষ মুহূর্তে লোকটা ডেকে থামাবে, কিন্তু না। ভুরু কোঁচকাল সে, ব্যাটা আজ বেশ শক্ত আছে দেখা যাচ্ছে! একটুও ঘাবড়ায়নি।

গ্যালারিতে পৌঁছে বিস্মিত হলো সে। এডনা ট্রিমেন রাইডিঙে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে তার পনির লাগাম ধরে অপেক্ষায় আছে। চোখাচোখি হতে শ্রাগ করল মেয়েটি, মৃদু হেসে বলল, 'চলো।'

ভেতরের রাগ গলে পানি হয়ে গেল জেন্টলম্যান জ্যাকের। এই তো চাই! এই না হলে কি আর ...

এক ঘণ্টারও বেশি রাইডিঙের পর থামল তারা। ঘন অ্যাসপেনের ছায়ার একটা ঝরনায় ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াবার ফাঁকে নোলান হঠাৎ

এডনার এক হাত চেপে ধরল। 'এড, আমাদের বিয়ের দিনক্ষণ নিয়ে কিছু ভেবেছ?'

মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েটি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'বাহ্, প্রপোজ করার কি চমৎকার ধরণ তোমার! তা এখন আমাকে কি করতে হবে বলে আশা করো তুমি? খুশির চোটে তোমার গলা ধরে ঝুলে পড়তে হবে?'

লজ্জা পেয়ে গেল জেন্টলম্যান জ্যাক। তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না! তা করতে হবে না। আমি একটা সোজা প্রশ্ন করেছি, তুমি সেটার সোজা উত্তর দিলেই চলবে।'

'সোজা প্রশ্নই বটে,' বলে আরেকদিকে ফিরল এডনা। রাগে গা কাঁপছে। 'এর চেয়ে সহজ প্রশ্ন আর হতেই পারে না। আরেকবার প্রশ্নটা করা হলে জবাব দেয়া সহজ হত।'

'এড, ডার্লিং!' এবার আবেগ ফুটল লোকটার গলায়। 'আমি জানতে চেয়েছি, আমাদের দুজনের বিয়ে কবে হবে।'

'এর সবচেয়ে সহজ উত্তর, কোনদিনও না।'

স্যাডলে ঘুরে বসল নোলান। 'দুঃখিত, মাই ডিয়ার। আগেরবার কথাটা ঠিকমত পাড়া হয়নি, বুঝতে পারছি। আমি আসলে এসবে অভ্যস্ত নই তো! কিন্তু তুমি তো জানো, আমি তোমার ব্যাপারে কতখানি পাগল। তোমাকে না পেলে ...'

'হ্যাঁ, জানি।' শীতল চেহারায় মাথা দোলাল ও। 'জানি কথাটা কত বড় মিথ্যে।'

'এডনা, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি ...'

'থাক,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল যুবতী। 'আমি মিথ্যেবাদীদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি, মিস্টার নোলান। আমি জানি তুমি আমার ব্যাপারে পাগল, কথাটা কতবড় ডাহা মিথ্যে। তেমনি তোমার প্রতি আমারও বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই। কোনদিন ছিলও না।'

চেহারা ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল লোকটার। 'তার মানে ... ' গলা ভেঙে গেল। 'তার মানে আমার প্রতি তোমার কোন ... তুমি

এতদিন আমার সাথে এমনি এমনি রাইডে এসেছ! এইভাবে আমাকে বোকা বানিয়েছ তুমি?'

'হয়তো। কিন্তু আমাকে বোকা বানানোর সুযোগ আমি তোমাকে দেব না। আমার বাবা কবে কোথায় কি অপরাধ করেছে বলো দেখি!'

'তার মানে?' অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে। 'কিসের কথা বলছ?'

'না বোঝার মত কিছু বলেছি কি? আমি একটা সোজা প্রশ্ন করেছি, তুমিও সেটার সোজা উত্তর দাও।'

'কেন ভাবলে তোমার বাবা কোন অপরাধ করেছে?'

'নইলে তার কাছ থেকে টাউনে সেলুন আর গ্যাম্বলিং হাউস খোলার অনুমতি আদায় করলে কিভাবে? বাবা জানত, এসব এখানে গেড়ে বসার সুযোগ পেলে ভ্যালি থেকে চিরতরে শান্তি বিদায় নেবে। এখন আস্তে আস্তে প্রামাণ হতে শুরু করেছে তার ধারনাই ঠিক ছিল।' একটু থামল। 'এবার দেখি তুমি কেমন সোজা উত্তর দিতে পারো।'

দৃষ্টি জ্বলে উঠল লোকটার। 'তুমি জানতে কথাটা? এই জন্যে এতদিন আমার সাথে ঘনিষ্ঠতার ভান করেছ?'

'ঠিক। প্রথমদিনই তোমার আর বাবার আলোচনা শুনে ফেলেছি আমি।'

রাগে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার দশা হলো নোলানের। বিষধর সাপের মত ফোঁশ ফোঁশ করে উঠল। 'তাহলে শোনো, বলছি। তোমার বাবা, লস্ট ভ্যালির তথাকথিত হর্তাকর্তা, দ্য গ্রেট জোনাথন ট্রিমেন একজন খুনি।'

এডনার চাউনি আরও কঠিন, আরও শীতল হয়ে উঠল। 'পুরো ঘটনা খুলে বলো। কবে কোথায় কাকে খুন করেছে বাবা?'

'বলছি, রাখো। জোনাথনের সাথে আমার পরিচয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানে এক রাতে এক ওভারল্যান্ড স্টেজ ডাকাতি হয়, সেটার ড্রাইভার গুলি খেয়ে মারা যায়। ঘটনাস্থলের কাছে পা ভাঙা একটা ঘোড়াসহ ধরা পড়ে ট্রিমেন। এক কোম্পানি কোরাল থেকে চুরি গিয়েছিল সেটা। তারওপর ওর স্যাডল ব্যাগে একটা মুখোশও পাওয়া যায়। বিচারে ফাঁসির রায় হয় ট্রিমেনের, কিন্তু সে এক ডেপুটির গান কেড়ে নিয়ে ঘোড়া ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

'কয়েক বছর পর নেভাদার ভার্জিনিয়া সিটিতে আবার ওর দেখা পাই। ও-ও নিশ্চই আমাকে দেখেছিল, তাই আমার ইনফর্মেশন মত গিয়ে অফিসাররা ওকে পায়নি। আগেই পালিয়ে গেছে। শুনেছি সেখান থেকে মেক্সিকো গেছে সে, মেক্সিকো থেকে একপাল গরু কিনে নিয়ে লস্ট ভ্যালিতে এসে স্থায়ী হয়েছে।'

'আমার বাবা অপরাধী, আমি বিশ্বাস করি না,' চেহারা ফ্যাকাসে দেখালেও দৃঢ়কণ্ঠে বলল এডনা।'

নির্দয় হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'তুমি কি বিশ্বাস করলে না করলে তাতে আমার কিছু এসে যায় না। তোমার বাবার বিচার হয়েছে, বিচারে ফাঁসির রায় হয়েছে এবং তখন তাকে ধরে দেয়ার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, আজও তা বহাল আছে। আমি মুখ খুললেই ওকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ধরে নিয়ে লটকে দেয়া হবে।' থেমে টিটকিরির হাসি হাসল লোকটা।

'এখন যদি আমি আরেকবার বিয়ের দিন-তারিখ জানতে চাই, তোমার জবাবটা নিশ্চই অন্যরকম হবে?'

মুখের রং দ্রুত ফিরে এল এডনার। চেহারায় রাগ আর অসহ্য ঘৃণা ফুটল। যখন মুখ খুলল, কথা আস্তে বললেও প্রতিটা শব্দ তার ওপর মাংস কাটার ছুরির মত কাজ করল।

'তোমাকে বিয়ে! জ্যাক নোলান, আমার মনে হয় তোমার মত দু' পায়ে হাঁটা এত বিষাক্ত প্রাণি এ পর্যন্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা জন্মায়নি যে নিজেকে মানুষ প্রমাণ করতে চায়। তোমাকে বিয়ে ...'

রাগে চেহারা বদলে গেল নোলানের, ঘোড়ার পেটে স্পারের জোর খোঁচা মেরে এডনার দিকে এগিয়ে এল। 'শয়তান মেয়েছেলে!' দাঁতে দাঁত চাপল সে। 'আজ তোমার ...'

চোখের পলকে হাতের চাবুকটা তুলেই সপাং করে লোকটার মুখের ওপর মারল ও। মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়ে গাল চেপে ধরল সে, যন্ত্রণায় চেহারা বিগড়ে গেছে। একটু সামলে নিয়ে আবার এগোবার চেষ্টা করল সে এবং সঙ্গে সঙ্গে একই জায়গায় আবারও মার লাগাল মেয়েটি।

'জানোয়ার!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'ভুলেও আর আমার দিকে এগোবার চেষ্টা কোরো না।' চাবুক রেখে স্যাডল হোলস্টার থেকে একটা থার্টি এইট ক্যালিবার গান তুলে নিল। 'এবার তাহলে গুলি করব।'

এগোতে গিয়েও থেমে পড়ল নোলান। এক হাতে গালের আঘাত লাগা জায়গা ডলতে ডলতে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। হিস্হিস্ করে বলল, 'বাপের মত রক্তের নেশা তোমার মধ্যেও আছে তাহলে!'

মাথা ঝাঁকাল এডনা। 'আছে হয়তো। অতএব সাবধান। আর মনে রেখো, যদি আমার বাবার কিছু হয়, দুনিয়ার কোথাও পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না তুমি। আমি তোমাকে খুঁজে বের করে খতম না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না!'

চট্ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল এডনা। ঝড়ের বেগে ছুটে গেল।

বারো

সকাল দশটা। পাহাড়ে পৌঁছে বুচ বিডেলের ক্যাম্পের কাছে এসে থামল বার্ট ক্র্যানডাল। বুচ, নিউট, ম্যাগিল ও স্টহার ক্যাম্পের ছায়ায় বসে গান ক্লীন করায় ব্যস্ত। ঠোঁটে সিগারেট। লোকটাকে বিশেষ পাত্তা দিল না তারা। স্যাডল থেকে নেমে খুটা গেড়ে ঘোড়া বাঁধল বার্ট, পায়ে পায়ে দলটার দিকে এগিয়ে গেল।

'নতুন কোন খবর আছে?' বুচ জিজ্ঞেস করল।

'গ্রেগ ডেনকে ভ্যালি থেকে বের করে দিয়েছে জোনাথন ট্রিমেন। এদিকেই আসছে ও। সাথে হ্যাঙ্ক আছে।'

বুচের চোখ জ্বলে উঠল। 'এদিকে আসছে? ঠিক আছে, আন্তরিক সম্বর্ধনা জানানো হবে ওকে। নোলানের মুখে ও ল ম্যান জানার পর থেকেই ধরার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি।'

করুণার চোখে লোকটাকে দেখল বার্ট। 'নোলান বলল আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে, কেমন?'

'করব না কেন?' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল লোকটা। 'ভ্যালিতে এসে লোকটা প্রথম প্রথম এমন ভাব করছিল যেন সত্যি সত্যি ওয়ান্টেড সে। আমাকে বলেছে ওর বিরুদ্ধে নাকি খুনের অভিযোগ আছে, অথচ ট্রিমেনকে বলল উল্টো কথা। কেন?'

'বুঝলাম, কিন্তু নোলান কি করে জানল ডেন অফিসার?'

'দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে!'

'হ্যাঁ,' তিক্ততা ফুটল ক্র্যানডালের চেহারায়। 'ওর যোগে দুইয়ে দুইয়ে ছয় হয়েছে। লোকটার ভুল হয়েছে, বুচ, এবং কথাটা সে জেনেশুনে তোমাকে বোকা বানানোর জন্যেই বলেছে। তুমি আস্ত একটা বোকা। সে তোমাকে দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিয়ে নিতে চায় বলে এমন ডাহা মিথ্যে কথাটা বলেছে।'

রেগে উঠল বুচ, চোখমুখ কুঁচকে ক্র্যানডালের দিকে তাকাল। 'মুখে তালাচাবি মারো, বার্ট। নিজের সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে আমার ভাল লাগে না।'

'তাহলে "এ ধরনের" কথা বলা বন্ধ করো,' বলল সে। 'আমি জানি কি নিয়ে কথা বলছি। আমার দুইয়ের সাথে দুইয়ের যোগফল সব সময় চারই হয়। শোনো, ব্রাদার, নোলান ডেনকে সহ্য করতে পারে না। কারণটা হচ্ছে ট্রিমেনের মেয়ে এডনা। ওই মেয়েকে দখল করার বাসনা জেগেছে তার, সেই জন্যে ডেনকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু নিজের সে মুরোদ নেই তো, তাই তোমাকে এইসব আগড়ম-বাগড়ম বলে খেপিয়ে তুলতে চাইছে। বুঝতে পেরেছ?'

'তোমার কথাগুলো জবানবন্দির মত শোনাচ্ছে, বার্ট,' চিন্তিত দেখাল তাকে। 'দু চারটা যুক্তি দেখাও।'

'বেশ, দেখাচ্ছি। একটা ব্যাঙ্ক লুট আর ডেপুটি শেরিফকে খুন করার অভিযোগে ডেন ওয়ান্টেড। আমি নোটিসটা দেখেছি। অথচ নোলান তোমাকে যখন বলছিল ডেন একজন অফিসার, তখনও নোটিসটা তার পকেটে ছিল। আমি জানি।'

কথাগুলো জায়গামত পৌঁছার সময় দিয়ে আবার বলতে লাগল সে, 'ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে লোকটাকে আমি বলতে শুনেছি, সে ডেনকে তাড়া করে পাহাড়ে পৌঁছে দেবে যাতে তুমি লোকটাকে ধরতে পারো। তারপর কি হলো? গতকাল সে ট্রিমেনকে নোটিসটা দেখিয়েছে, তারপর ট্রিমেন ডেনকে প্রশ্ন করেছে "ওয়ান্টেড" পাত্রটা সে কি না। ডেন জবাব দিতে অস্বীকার করেছে। ব্যস্, সে তাকে ভ্যালি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন বলো, এ থেকে তুমি কি বুঝলে?'

জঘন্য মুখ খিস্তি করে উঠল বুচ বিডেল। এমন দৃষ্টিতে বার্টের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন সমস্ত দোষ তারই। 'তুমি ঠিক জানো তো? এভাবেই ঘটেছে ব্যাপারটা?'

'এভাবেই ঘটেছে। নোলানের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু ওর স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে তোমাকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কিছু করতে দেখলে খারাপ লাগবে, তাই বললাম।'

নিউট পার্ডি বলে উঠল, 'ওকে কোন ঝুঁকি নিতে হবে না। আমরা সবাই ঝোপের আড়ালে বসে থাকব, ডেন আর বুড়োটা এলে দুটোকে একসাথে ধরব। ব্যাটা সেলুন উদ্বোধনের দিন আমাদের সাথে যা করেছে, তাতে ওর জন্যে আমার মনে কোন দয়া নেই।'

'কাজটা যে ডেনই করেছে, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত এত হলে কি করে, পার্ডি?'

চোখ গরম করে বার্টের দিকে তাকাল সে। 'কেন, তুমি নিজেই তো বলেছ ডেন তোমার ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়েছে!'

বিরক্ত দেখাল বার্ট ক্র্যানডালকে। 'পার্ডি, তোমার কানের ফুটো পরিষ্কার করানো দরকার। আমি বলেছি আমার ওপরে যে লাফিয়ে পড়েছে, তাকে আমি চিনতে পারিনি। পরে সেলুনে ফিরে ডেনকে দেখেছি আমি।

কাজেই আক্রমণকারী যে কে, তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সে যে কেউ হতে পারে।'

'ও না হলে আর কে হতে পারে,' রেড ম্যাগিল বলল। 'অনুমান করতে পারো?'

ক্র্যানডাল ভ্যালির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল। 'আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কাজটা নোলানের হলেও খুব বেশি অবাক হব না। কারণ সে যেহেতু ভ্যালির নেতৃত্ব দিতে চাইছে; সেহেতু এমনও হতে পারে, বুচ বিডেল একা বড় ধরনের কোন বাহাদুরী দেখিয়ে সফল হোক, তেমন কোন ঝুঁকি সে নিতে চায়নি। কেননা তাতে তার নেতৃত্ব হুমকির মুখে পড়ার চান্স ছিল।'

কথাগুলোর মর্ম জায়গামত পৌঁছতে ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছেড়ে বসল বুচ। কুচকুচে কালো দাড়ি-গোঁফে ভরা প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে তার হলুদ ছাতা পড়া দাঁতগুলো অদৃশ্য কারও উদ্দেশে ভেংচে উঠল। 'যদি কখনও টের পাই এসব এই ব্যাটার কাজ, তাহলে ...'

'এত উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই,' ক্র্যানডাল পরামর্শ দিল। 'আমি কেবল একটা ধারণার কথা বলেছি। আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে। তবে আমি তোমার জায়গায় হলে কারও ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার আগে প্রচুর ভাবনা-চিন্তা করে নিতাম।'

কিছু সময় নীরব থাকল সবাই, তারপর বুচ বিরক্ত গলায় বলল, 'এতসব রহস্য নিয়ে ভাবতে গেলে মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যায়। কি করে বুঝব কোনটা কেন ঘটেছে বা ঘটছে?'

'চুপচাপ থাকো। যদি গ্রেগ ডেন আসলেই অফিসার হয়ে থাকে, ফাঁদে ফেলে তার পরিচয় জেনে নিয়ে তার সাথে বোঝাপড়া করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নড়েচড়ে বসল সে। 'শত হলেও আমরা পাঁচজন, আর ওরা দুজন। আমাদের পাল্লাই ভারী।'

দুপুরের দিকে ক্যাম্পে এসে পৌঁছল ডেন ও হ্যাঙ্ক। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেউ কোন প্রশ্ন তুলল না, বরং ক্যাম্পে স্বাগত জানাল

ওদেরকে। লাঞ্চের পর সবাই গোল হয়ে বসে সিগারেট, কথাবার্তা আর কার্ড নিয়ে সময় পার করতে লাগল।

অলস সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। সূর্যাস্তের একটু আগে আউটল ওয়াল্টার্স আর ক্রফোর্ড এসে দলে যোগ দিল। বেশি সময় থাকল না তারা, বুচের সাথে কি নিয়ে আলোচনা করে প্রায় তখনই ফিরে গেল। তারপর সাপার খেতে বসল সবাই।

এমন সময় এক অশ্বারোহী এসে ক্যাম্প থেকে সামান্য দূরে থামল, ঘন পাইন বনের ঠিক প্রান্তে। গ্রেগ ডেন খাওয়ার ফাঁকে মুখ তুলে তাকাল। বোঝার চেষ্টা করল লোকটা কে হতে পারে, কিন্তু আঁধার হয়ে গেছে বলে পারল না। একটু পর তাদের দিকে এগিয়ে এল সে, এবার ক্যাম্পলাইটের আলোয় চেনা গেল তাকে–ওয়াইওমিং। দলটার কাছে এসে এক এক করে সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে, তারপর কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই তার দু হাতে দুই চকচকে কোল্ট দেখা দিল–একটা ডেনের দিকে ধরা, অন্যটা হ্যাঙ্কের দিকে।

'হ্যালো, হোমব্রিস! কাল রাতে ভালই বাহাদুরী দেখিয়েছিলে, এখন তার পুরস্কার দেয়া হবে তোমাদেরকে।'

বোকা বনে গেল গ্রেগ ডেন। মাটিতে আসন করে বসে খাচ্ছে ওরা, হাতে প্লেট-চামচ। গান বেল্ট এমন জায়গায় আছে, যেখানে চট করে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। কাজেই এ মুহূর্তে কিছু করার দেখল না ও। আগুনের আলোর সীমার মধ্যে না আসা পর্যন্ত লোকটাকে চেনাই যায়নি, নইলে ... বুচের হাঁকে সচকিত হলো ও।

'কি হচ্ছে এসব, ওয়াইওমিং?'

'এখনও হয়নি। হবে। নিউট, ওদের গান নিয়ে নাও।'

পার্ডি উঠে গিয়ে ওদের গান বেল্ট দুটো খালি করে ফেলল। 'ওয়েল, এবার বলো কি ঘটেছে। আমি জানতাম এরকম কিছু একটা আসছে।'

তীব্র ঝাঁঝাল কণ্ঠে আগের রাতের ঘটনা বলে গেল লোকটা। শেষে বলল, 'শুধু তাই নয়। জেন্টলম্যান জ্যাক বলে পাঠিয়েছে, সে জানতে পেরেছে ওয়ান্টেড নোটিসটা ভুয়া। ডেন আসলে অফিসার।'

ক্র্যানডাল জানতে চাইল, 'তোমাকে কে বলল?'

'কে আবার? সে নিজে।'

'ও কি করে জানল সে খবর? সে কি সপ্তম ছেলের সপ্তম ছেলে? তোমার ভুল হচ্ছে।'

'ক্র্যানডাল, তুমি এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখো,' নির্দেশের সুরে বলল লোকটা।

'আমার মুখ আমার ইচ্ছেমত খুলবে বন্ধ হবে।'

'ঠিক আছে, তাহলে আগে আমার কথা শেষ করতে দাও।'

'তোমরা যা-ই করো না কেন, মাটিতে পা রেখে কোরো,' বুচ সতর্ক করল সবাইকে। 'ওয়াইওমিং, ক্র্যানডাল যে কথাটা বলেছে, আমরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই ঠিকই। কিন্তু তাই বলে সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়াও ঠিক হবে না।'

ক্র্যানডাল নড়ে উঠল। 'আমি এখনও বলছি, নোলান তোমাদেরকে দিয়ে নিজের নোংরা প্ল্যান সফল করাতে এসব গল্প ফেঁদেছে। এই জন্যেই আমি বারবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করছি। এমনিতে আমার গ্রেগ ডেনকে সমর্থন করার কোন কারণ নেই, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা কোথাও মস্তবড় ভুল করছি।'

'সে আমরা এখনই জেনে যাব,' ওয়াইওমিং বলল বাঁকা কণ্ঠে। ডেনকে দেখল। 'একে আগে গাছের সাথে বেঁধে ফেলো, তারপর আমি সত্যি কথাটা আদায় করছি এর পেট থেকে।'

'বাঁধাছাদার ঝামেলায় যাওয়ার কি দরকার?' পার্ডি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল। 'দুটো গুলি খরচ করে যন্ত্রণা একবারে শেষ করে ফেললেই তো হয়! কথা বের করে কি আর হবে?'

'বুড়োটার কি হবে?' রেড ম্যাগিল বলল। 'ও ব্যাটা কে? ডেনের ডেপুটি নাকি?'

'নাহ্,' বুচ বলল। 'ও নোয়াহ্র আমল থেকে ভ্যালিতে আছে।'

'দুটোকেই বাঁধো,' ওয়াইওমিং নির্দেশ দিল। 'একজন যা জানে না, অন্যজন তা নিশ্চই জানবে।'

ঝটকা মেরে তুলে ফেলা হলো ওদেরকে, ঠেলতে ঠেলতে গাছের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। আগে ডেনকে বাঁধা হলো। ওদের কাজে বাধা দেয়ার কোন চেষ্টাই করল না যুবক, তবে হ্যাঙ্ককে বাঁধা আয়োজন চলছে দেখে বলল, 'হ্যাঙ্ক স্টেবিন এর কোনকিছুর সাথে জড়িত নেই। তোমরা ওকে কেন জড়াচ্ছ এর মধ্যে?'

'আমরা নই, ও নিজেই নিজেকে জড়িয়েছে,' ওয়াইওমিং বলল। 'ও যদি কিছু না-ই জানবে, তাহলে তোমার লেজে লেজে এখানে কেন এসেছে? ওর জন্যে যদি তোমার এতই দরদ থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি মুখ খোলো। ঝামেলা চুকে যাক।'

'দাঁড়াও,' পিটি বলল। 'ডেন অফিসার হয়ে থাকলে সঙ্গে কিছু না কিছু প্রমান অবশ্যই থাকবে। সার্চ করে দেখলে কেমন হয়?'

বাঁধন কিছুটা ঢিলা দিয়ে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্ভাব্য সব জায়গা খুঁজে দেখা হলো। প্রতিটা পকেট, কাপড়ের লাইনিং এবং বুটের ভেতরেসহ সম্ভাব্য সব জায়গায়–কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই। এর ফলে ক্র্যানডালের দাবি জোরাল হলো, আইনের সাথে যুবকের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারপরও ওয়াইওমিং তার সিদ্ধান্তে পাহাড়ের মত অটল। আরও নিশ্চিত হতে চায় সে।

'তোমাদের কারও কাছে রানিং আয়রন আছে?' কড়া গলায় বলল লোকটা। 'নেই? আমার কাছে একটা হর্সশু আর একজোড়া প্লায়ার্স আছে। কারও মুখ থেকে কথা বের করতে হলে এর চেয়ে ভাল অস্ত্র আর হয় না,' বলতে বলতে নিজের স্যাডলের দিকে এগিয়ে গেল।

ক্র্যানডাল দ্রুত বুচের দিকে ফিরল। 'বুচ, ওয়াইওমিং যা খুশি তাই করে যাবে, আর আমাদের সবাইকে তাই মেনে নিতে হবে?' লোকটার বলার মধ্যে জরুরি আবেদন ফুটল। 'এ অমানবিক, বুচ। এসব আমাদের বন্ধ করা উচিত।'

বুচ সন্দেহের চোখে তাকাল। 'তুমি কথা যেন একটু বেশি বলছ! ওর ব্যাপারে তুমি, আমরা, সবাই সমান অজ্ঞ। তাহলে তুমি ওর হয়ে এত নিশ্চয়তা দিচ্ছ কি করে?'

'আমি বলছি, নোলান তোমাদেরকে খেলনা বানিয়ে নিয়ে যা খুশি তাই করাচ্ছে। আর তোমরা না বুঝে তার ফাঁদে পা দিয়ে বসেছ। ওয়াইওমিং লোকটাও ...'

'তুমি তোমার কাজ করে যাও,' রীতিমত ধমক মেরে থামিয়ে দিল বিডেল। 'আমাদেরটা আমাদেরকে বুঝতে দাও।'

হর্সশু আর প্লায়ার্স নিয়ে ফিরে এল ওয়াইওমিং, লাথি মেরে আগুন উসকে দিয়ে আয়রনটা গনগনে কয়লার মধ্যে ভরে দিল। বুচ, নিউট, রেড আর পিটি কাছে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। এই সুযোগে বার্ট সেখান থেকে পায়ে পায়ে সরে যেতে লাগল। একটু আগে সে আর হ্যাঙ্ক যেখানে বসা ছিল, সেখানে গিয়ে একটু বসল সে। কিছু পাথর কুড়িয়ে নিল খেলা করতে লাগল।

নজর আগুনের কাছে দাঁড়ানো পাঁচ আউটলর দিকে। একটু পর পাথর ফেলে দিয়ে মাটিতে কি যেন হাতড়াতে লাগল সে, তারপর থেকে দুই বন্দির কাছে সরে এল।

'আমার মনে হয় এতেই হবে,' আয়রনটা আগুন থেকে বের করে বলল ওয়াইওমিং। গ্রেগ দেখল জিনিসটা এরই মধ্যে চেরির মত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সেটা নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা।

'মুখ খোলো, ডেন। তাড়াতাড়ি মুখ খোলো। তা না হলে আজ কি ঘটবে বুঝতেই পারছ!'

'খবরদার, মুখ খুলবে না!' চেঁচিয়ে ডেনকে সতর্ক করল হ্যাঙ্ক স্টেবিন। 'ওরা জাহান্নামে যাক।'

'তোমরা মারাত্মক ভুল করছ,' আয়রনের ওপর চোখ রেখে বলল ডেন। সশব্দে ঢোক গিলল। 'সত্যি বলছি আমি কোন ল অফিসার নই। জেন্টলম্যান জ্যাক আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে যা বলেছে, তার সব বানানো কথা।'

'আরও বলো,' ওয়াইওমিং হিস্ হিস্ করে উঠল। 'নইলে তোমার বুকে ব্র্যান্ড করে দেব এটা দিয়ে। পরেরবার দেব দুই চোখের মাঝখানে। নিউট, ওর শার্টটা খুলে ফেলো।'

পার্ডি পাশ থেকে এগিয়ে এল, ডেনের ফ্ল্যানেলের শার্টটা বুকের কাছে মুঠো করে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলল। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আয়রনটা ওর বুকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ওয়াইওমিং, একেবারে দু ইঞ্চির মধ্যে নিয়ে থামল। ওটার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকল ডেন, গাছের সাথে মিশে নেই হয়ে যেতে চাইছে।

কপালে ঘাম চকচক করছে ওর। দু কানের পাশ দিয়ে মোটা ধারায় গড়িয়ে নামছে। আয়রনটা বুক ছুঁই ছুঁই করছে, এই সময় একটা কড়া গলার নির্দেশ শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওয়াইওমিং।

'ওয়াইওমিং!' পিছন থেকে কঠিন গলায় বলে উঠল কেউ। 'আয়রন ফেলে দাও!'

চট করে ডানদিকে তাকাল ডেন। দেখল লোকগুলোর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে বার্ট ক্র্যানডাল। দু হাতে দুই গান। ডেন ও হ্যাঙ্কের ও দুটো। পার্ডি ওদের হোলস্টার থেকে বের করে ফেলে দিয়েছিল। বার্ট একটু আগে সবার অলক্ষে কুড়িয়ে এনেছে। তৃতীয় একটা গানও দেখতে পেল ও, লোকটার ওয়েস্ট ব্যান্ডে গোঁজা।

সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে এতকিছু দেখা হয়ে গেল ওর, তারপরই নরক ভেঙে পড়ল সেখানে। ঘন ঘন আগুন ঝল্সে ওঠা আর তপ্ত লেডের এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল।

ওয়াইওমিং প্রথম গুলির শব্দ শুনেই লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে ডান পা ওপরদিকে চালাল ডেন। লোকটার হর্সশু ধরা হাতের কবজিতে লাথি লাগতে জিনিসটা উড়ে গেল, পরক্ষণে ঘুরতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে চার হাত পায়ে আছড়ে পড়ল সে। অন্য চারজন ততক্ষণে ড্র করে ফেলেছে, ক্র্যানডালের গুলির জবাব দিতে শুরু করে দিয়েছে।

বিরতিহীন গুলির শব্দে পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, গান মাযলে বিদ্যুৎ চমকানোর মত ঘন ঘন পাউডার ফ্ল্যাশ ঝল্সে উঠতে লাগল। হঠাৎ ক্র্যানডালকে ঝাঁকি খেয়ে এক হাঁটুর ওপর বসে পড়তে দেখল ডেন—গুলি খেয়েছে। পরক্ষণে আরও একটা গুলি খেল সে, বুলেট বিদ্ধ হওয়ার 'থ্যাপ্' ধরনের শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেল। তবু দমেনি লোকটা, তার দু হাতের গান

সমানে মৃত্যু বর্ষণ করে যেতে থাকল। ডান হাতেরটা ঝলসে উঠল ... পরমুহূর্তে বাঁ হাতেরটা ... ডান হাতেরটা ... বাঁ হাতেরটা ...

তার তৃতীয় গুলিতে গেছে রেড ম্যাগিল, একটু পর গেল পিটি স্টফার। হঠাৎ দম আটকে যাওয়ার মত শব্দ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। আহত ক্র্যানডাল গুলি করতে করতে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল। তার গুলিতে ওয়াইওমিঙের হ্যাট উড়ে গেল, পরেরটা বিঁধল কাঁধে। বুলেটের ধাক্কায় চর্কির মত একটা পাক খেল লোকটা, খিস্তি করে গুলিবিদ্ধ জায়গাটা চেপে ধরে ধুপ্‌ধাপ্ করে বনের দিকে ছুটল। দৌড়ের ফাঁকে বারবার ভীত চোখে পিছনদিকে তাকাচ্ছে।

তাকে ছেড়ে নিউট আর বুচ বিডেলের দিকে মন দিল বার্ট। কাঁপা কাঁপা, বেসামাল পায়ে তাদের দিকে চলল। দুই গানেরই চেম্বার খালি হয়ে গেছে বলে সে দুটো ফেলে কোমরে গোঁজা তৃতীয়টা বের করল সে। ওদিকে বুচ গুলি করতে করতে যখন দেখল তার চেম্বার খালি হয়ে গেছে, অমনি দিশেহারার মত ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল।

প্রায় একই মুহূর্তে নিউট পার্ডির শেষ গুলি খেয়ে আবার বসে পড়তে বাধ্য হলো বার্ট। তবু লোকটার মধ্যে হাল ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই, বসে বসেই গুলি করতে লাগল। অবস্থা ভারি বেগতিক দেখে শেষ আউটল পার্ডিও ভাগলবা হয়ে গেল। গুলির শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

গভীর নৈঃশব্দ নেমে এল পাহাড়ে। বার্ট মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। স্থির হয়ে গেছে। ঝিঁঝি পোকারা ভয়ে নীরব হয়ে গেছে। 'মাই গ-ড!' অস্ফুটে বলল ডেন। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে অনড় পড়ে থাকা খাট, গাট্টাগোট্টা কাঠামোটার দিকে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে একজনের বিজয়! একেই বোধহয় বলে বীরের মৃত্যু, ভাবছে সে। যদি আর ...

থমকে গেল। দেহটা একটু নড়ে উঠল না? হ্যাঁ, তাই তো! এখনও মরেনি তাহলে বার্ট ক্র্যানডাল। বেঁচে আছে! দু হাতে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে হাঁটুর ওপর বসল লোকটা, ওদের দিকে তাকাল। মাথাটা ঘুরল ঝাঁকি খেয়ে খেয়ে, তার মানে ঘাড় সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা হারিয়ে

ফেলেছে। একটু পর ডেনকে দেখতে পেল লোকটা, বেকায়দা ভঙ্গিতে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

লোকটা আসলে বেঁচে নেই, চরম বিস্ময়ের সাথে ভাবল ডেন, মরে গেছে। কেবল তার ভেতরের অমানুষিক ইচ্ছেশক্তি এখনও বেঁচে আছে। প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি তার পেশীকে পরিচালিত করছে। হামা দিয়ে ডেনের কাছে পৌঁছল লোকটা। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর পা ধরে কোনমতে নিজেকে উঁচু করল। ছুরি বের করে ওর বাঁধন কাটতে লাগল অনেক কষ্টে। কাজটা শেষ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। একই মুহূর্তে নিজেকে বাঁধনমুক্ত করল ডেন, রক্তে গোসল হওয়া দেহটা চিত করল।

'লোকটার কি অবস্থা, ডেন?' হ্যাঙ্কের উদ্বিগ্ন গলা ভেসে এল অন্ধকার থেকে।

'শেষ হয়ে গেছে,' মৃদু, অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিল ও। আলতো করে তার মাথাটা কোলে তুলে নিল। নাড়া লাগায় চোখ মেলল বার্ট ক্র্যানডাল। ঠোঁট কেঁপে উঠল তার, ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কোনমতে বলল, 'তোমার এই ... এই অবস্থার জন্যে আমি দায়ী, ডেন। এখান থেকে ... তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও তোমরা।'

মুহূর্তের জন্য গলা স্তিমিত হয়ে এল তার। 'শোনো, নোল-নোলান রীভসকে ... গুলি করেছে। আমি জানি ... তুমি কেন ... এসেছ। ওদের ... একজন ওয়াইওমিং। অন্যজনকে চিনি না। নতুন গোল্ড মানি ... ' থেমে পড়ল লোকটা। সারাদেহ থর থর কাঁপছে। মাটি ভিজে গেছে রক্তে।

'তুমি আর কথা বোলো না,' ডেন জরুরি গলায় বলল। 'তোমার অবস্থা বেশি ভাল না।'

'আমি ... জানি ... সে কথা। সময় শেষ হয়ে এসেছে। যখন জেনেছি ... তুমি ওদের ... দলের নও, তখন থেকে তোমাকে ... সাহায্য করার চেষ্টা ... করেছি।' কথা থেমে থেমে আসছে, তবু জোর করে বলে চলেছে লোকটা। 'কাল রাতে আমি ... সেলুনের জানালা দিয়ে ... আমার ... আমার ট্রাউজারের লাইনিং ... ডান পা ...' ইচ্ছেশক্তিরও হার হলো অবশেষে। স্থির হয়ে গেল দেহটা।

তার ট্রাউজারের নির্দিষ্ট পায়ের লাইনিং ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল ডেন। একটা কাগজ পাওয়া গেল। কাগজটা বের করে আনল ও। এমন সময় বনের দিক থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, ডেন।'

হাত তুলল ও, কিন্তু তার আগে কাগজটায় কি লেখা আছে, দ্রুত দেখে নিল। মুখ তুলে বুচ বিডেল, নিউট পার্ডি এবং আরও জনাছয়েক দাড়িওয়ালা আউটলকে বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও।

'তোমার হাতে ওটা কি, ডেন?' বুচ জিজ্ঞেস করল।

'একটা কমিশন।'

তেরো

কমিশনটা পড়ল বুচ, তারপর পার্ডির হাতে তুলে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'লোকটা সব সময় নোলানকে সন্দেহ করত।'

'ঠিকই করত,' গ্রেগ বলল। 'লোকটা বারবার করে বলেছে আমি অফিসার নই, তারপরও সে আমার সম্পর্কে মিথ্যে বলে তোমাদেরকে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছে। তোমাদেরকে দিয়ে আমাকে খুন করাতে চেয়েছে।'

'ঠিক,' বুচ বলল। 'এখন বুঝতে পারছি বার্ট নিজে ঝামেলায় ফেলেছিল বলে তোমাকে বাঁচাতে এত মরিয়া ছিল। আর নোলান ...'

'এত নোলান নোলান করছ কেন!' বিরক্ত হয়ে উঠল নিউট পার্ডি। 'এমন কি করেছে সে? ডেনকে খতম করতে বলে অন্যায় করেছে? আমার তো মনে হয় কাজটা করে ফেলাই ভাল ছিল।'

ঘুরে দাঁড়াল ডেন। 'তাই মনে হয় তোমার? তাহলে এসো, ড্র-র চেষ্টা করে দেখো।' সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াল, চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। মনে মনে চাইছে ব্যাটা যেন ড্র করে, তাহলে এই সুযোগে ঝামেলাটাকে চিরতরে বিদায় করে দেয়া যাবে।

কিন্তু নিউটের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। হাত দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারল সে। 'রাখো! একদিনের মত যথেষ্ট হয়েছে ওসব। গড, একা বার্টকে মোকাবেলা করতে গিয়ে ...'

'একা?' বুচ বিডেলের মেজাজ বিগড়ে গেল। তপ্ত গলায় বলল, 'তুমি একা মোকাবেলা করেছ ওকে? তাহলে আমরা সবাই কি এতক্ষণ আকাশে টার্গেট প্র্যাকটিস করছিলাম?'

'কিন্তু যা-ই বলো, সিক্স শূটারে লোকটার হাত ছিল দারুণ,' নতুন আউটলদের মধ্যে ওয়াকার নামে একজন বলল। 'তেমনি দুর্দান্ত সাহস। কিন্তু তোমরা কেউ শূটার হিসেবে জাতের নও।'

'বেশি ওস্তাদী দেখাচ্ছ মনে হয়!' মেজাজ ত্যাড়া হয়ে গেল বুচের। 'সাহস না কচু। আসলে ক্র্যানডাল বুঝতে পেরেছিল আমরা তাকে ছাড়ব না, তাই মরিয়া হয়ে লড়েছে। তাছাড়া উপায় ছিল না তার। আর আমাদের একটা করে গান ছিল, ওর ছিল তিনটা। ওয়াইওমিঙের দুটো।

একটু পর নিচু গলায় বলল, 'তবে এতবড় বিপদ দেখেও লোকটা ঘাবড়ায়নি, এটা স্বীকার করতেই হবে। আমি জানি আমার পাঁচটা বুলেটই লেগেছে লোকটার। যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, খুঁজে দেখো।'

লাশটা ঘিরে বসে পড়ল আউটলর দল। একটা একটা করে গুলির ক্ষত সনাক্ত করতে লাগল, মুখ দিয়ে নানান বিস্ময়ধ্বণি বেরিয়ে আসছে। এদিকে গ্রেগ ডেন বুচের উদ্দেশে বলল, 'আমি স্পষ্ট জানতে চাই আমি, এখনও কি আমাকে নিয়ে তোমার সন্দেহ আছে?'

মাথা নাড়ল সে। 'না, নেই। অন্তত আমার তরফ থেকে তোমার চিন্তার কিছু নেই, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। কারণ এখন বুঝতে পারছি সে রাতে তুমি নও, বার্টই আমার প্ল্যান চৌপাট করেছিল। যাও, এখন থেকে তুমিও আর সবার মতো মুক্ত।'

ডেন বুট পায়ে দিয়ে উঠল। কাছে গিয়ে হ্যাঙ্কের বাঁধন কেটে দিতে বৃদ্ধ খেঁকিয়ে উঠল। 'এতক্ষণে আমার কথা মনে পড়ল? ইশ্, আজ আমার রিউম্যাটিকের ব্যথা ...'

'মুখ বন্ধ রাখো, নইলে আবার বেঁধে রাখব,' ডেন বলল। অন্যমনস্ক। 'আমি বার্টের কথা ভাবছি।'

'আমি ভাবছি এতবড় রাত কাটবে কিভাবে। ওয়াইওমিঙের জন্য শান্তিতে খেতে পারিনি। ব্যাটা গোমড়ামুখো ভূত, যা করার খাওয়ার পর করলেই তো হতো! এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে না?'

'খাওয়ার কথা পরে চিন্তা করব আমরা, আগে বার্ট ক্র্যানডালকে কবর দিতে হবে। চলো।'

ওরা দুজন প্যাক থেকে স্পেড এনে লোকটার জন্য গভীর করে কবর খুঁড়ল, যত্নের সাথে শুইয়ে দিল দেহটা। ওদিকে বুচ আর নিউট মিলে রেড ও পিটিকে কাছের একটা সরু নালার মধ্যে সোজা কথায় গেড়ে দিল। জায়গাটা ঢেকে দিল পাথর ও মরা ঝোপ দিয়ে।

নতুন করে আগুন জ্বালানো হলো, অসমাপ্ত সাপার খেতে বসল সবাই। তার কিছুক্ষণ পর ওয়াইওমিং ফিরে এল। চোখ লাল, বাঁ কাঁধে ব্যান্ডেজ। আঘাতটা মারাত্মক নয়, গ্রেগ ডেন নিশ্চিত। তবে লোকটা যদি তাকে মেরে ফেলার গোঁ ধরে থাকত, বার্ট খুনই করে ফেলত ব্যাটাকে। বুচের সাথে নিচু গলায় কিছু আলাপ করল লোকটা। বুচ কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে ডেনের দিকে ফিরল।

'নোলান ওয়াইওমিংকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, জোনাথনের সাথে সে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে। আমরা এখন চাইলে ভ্যালিতে যেতে পারি। আমরা যাচ্ছি, ডেন। তুমি?'

'আমিও।'

ডেন হ্যাঙ্ককে একা রেখে চলে যাওয়ার আয়োজন করছে দেখে বুড়ো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর চোখের তারায় নীরব 'না' দেখে চেপে গেল। ডেনের ইচ্ছে হ্যাঙ্ক আপাতত পাহাড়ে থাকবে। সবাই চলে গেলে ক্যাম্পসাইটে ভাল করে খুঁজে দেখবে গোল্ড কয়েন পাওয়া যায় কি না।

কথাটা এক ফাঁকে তাকে জানিয়ে দিল ও। 'এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, ওল্ড টাইমার। কাজ সেরে বার্ট ক্র্যানডালের কেবিনে চলে এসো। আমি থাকব সেখানে।'

দু ঘণ্টা পর বুচ ও তার অনুসারীরা রোজালিনে পৌঁছল। গ্রেগ ডেনও আছে তাদের মধ্যে। সবাই দল বেঁধে সেলুনে ঢুকল। দলটাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল নোলান। কিন্তু পিছনে ডেনকে দেখে চোখ কোঁচকাল। 'ও এখানে কেন এসেছে, বুচ? ওকে তো আমি আসতে বলিনি।'

'বলোনি ঠিকই,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'কেন বলোনি, তা-ও বুঝি। কিন্তু লোকটার পরিচয় সম্পর্কে ভুল জেনে বসে আছ তুমি। আমাকেও ভুল ভেবেছ। তুমি মনে করেছ আমি এক ল-ম্যানকে দোসর বানিয়ে বসে আছি। এই নাও,' বার্ট ক্র্যানডালের কমিশন তার হাতে গুঁজে দিল সে, 'তুমি যাকে খুঁজছিলে, এই হচ্ছে সেই লোক।

'কি এটা?'

'বার্ট ক্র্যানডালের সত্যিকারের পরিচয়।'

গ্রেগ ডেনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরে লোকটা যেন চিন্তায় পড়ে গেল। ওদিকে বুচ কঠোর ভাষায় তার ভুলের সমালোচনা করে যেতে লাগল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে লোকটাকে দু কথা শোনাতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে সে।

'তুমি ভারি বুদ্ধিমান মানুষ, নোলান। দূত হিসেবে একজন ডেপুটি শেরিফ ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেয়েছিলে না, কেমন? আর আমরা কি না গ্রেগ ডেনকে অফিসার ভেবে ওর ওপর টর্চার করতে যাচ্ছিলাম! জানো, এই কারণে ক্র্যানডালের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনটা গান নিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসল লোকটা! তার গুলিতে রেড আর পিটি মরেছে, ওয়াইওমিং আহত হয়েছে।'

খানিক বিরতি দিল লোকটা। কথা গুছিয়ে নিয়ে আবার শুরু করল, 'অথচ এতদিন ধরে তুমি কি না জোর গলায় দাবি করতে মানুষ বিচারে তোমার কখনও ভুল হয় না! হেল্! আমি কিন্তু ক্র্যানডালকে চিনতে ভুল করিনি। প্রথম দিনই লোকটাকে চিনতে পেরেছি।'

'কিন্তু তবু ওকে এখানে নিয়ে আসাটা তোমাদের উচিত হয়নি,' এত লম্বা অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে ডেনের দিকে ঘুরল নোলান। 'ডেন, তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

ডেন হাসল। 'এটা পাবলিক প্লেস, মিস্টার জ্যাক। আমি পাবলিক প্লেস ভালবাসি।'

'বাসতে থাকো,' শ্রাগ করল সে। 'তবে তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি দায়ী হব না।'

'কেউ তোমাকে দায়ী করতে যাবেও না, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকো।'

সেখান থেকে সরে এলেও লোকটার ওপর সারাক্ষণ চোখ রাখার সিদ্ধান্ত নিল ডেন। জানে মানুষটা প্রচণ্ডরকম অহঙ্কারী। তার অহঙ্কারের সীমানা সে কাউকেই লঙ্ঘন করতে দেবে না। তারওপর এখানে এমন অনেক আউটল আছে যারা সামান্য পানীয়ের বিনিময়েও যে কারও পিঠে গুলি করে বসবে। কারণ জানতে চাইবে না।

আউটলরা দলছুট হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকে গেমিং টেবিলের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী দেখা গেল। ডেন কোথাও দু চার মিনিটের বেশি দাঁড়াল না, চোখ-কান খোলা রেখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এত আউটলর টাউনে জড় হওয়া ভাল মনে হলো না ওর। সন্দেহ হচ্ছে জেন্টলম্যান জ্যাক হয়তো নতুন কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছে।

বিশেষ করে সে জন্যই বেশি ঘোরাঘুরি করতে লাগল ও। নতুন গোল্ড কয়েন হাত বদল হয় কি না, সেদিকেও কড়া নজর। ওর সন্দেহই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। কথায় কথায় ক্রফোর্ড নামের ছোটখাট আউটল তথ্যটা ফাঁস করে বসল।

হালকাভাবে ডেনের কানে এল লোকটা বিডেলকে বলছে, 'নোলান যেমন বলছে, ট্রিমেনকে যদি সেভাবে বসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে আমাদের জন্যে ফ্রেশ বীফ কোন সমস্যা হবে না, কি বলো?'

'হ্যাঁ,' বুচ জবাব দিল। 'ওকে বসিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। লোকটা যাতে ভ্যালিতে থাকতে না পারে, সে আমি দেখব।'

'তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে?'

'তাড়িয়ে দিতে যাব কেন?' টিটকিরি ফুটল লোকটার কণ্ঠে। 'সসম্মানে ফেয়ারওয়েল জানাব। তোমাকে বলিনি এ নিয়ে জ্যাক নোলানের সাথে আমার কথা হয়েছে?'

কাছেই গ্রেগ ডেনকে ঘুরঘুর করতে দেখে চট্ করে মুখ বুজে ফেলল। অবশ্য লোকটা ওদের আলোচনা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না, অন্যদিকে খেয়াল। তবু ক্রফোর্ডকে নিয়ে আরেকদিকে চলে গেল বুচ।

ডেন একটা ফারো লে-আউটের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভান করল তাদের কথা শোনেনি, আসলে সবই শুনেছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল ও। বিশজন ক্রু আছে ট্রিমেনের। তাদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজনের ওপর চোখ বুজে নির্ভর করা যায়–টেক্সাস, সিম, ব্যান্ডি আর জেড স্টোন, এদের ওপর। অন্যরা কে কতটুকু বিশ্বস্ত, সে সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই।

রোজালিনের মানুষ জোনাথন ট্রিমেনকে সমর্থন করবে, ভাবল ডেন, যতক্ষণ সে ভ্যালির রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করে যেতে পারবে, ততক্ষণ। তার বেশি এক মুহূর্তও না। গদি উল্টে গেলেই গেল। কেন না জ্যাক নোলান এতদিন তাদের আনুগত্য নিজের দিকে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে।

এর মধ্যে পাহাড়ের আউটলরাও তার পক্ষে নীরবে কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেলুনের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় ছড়িয়ে আছে তারা, খেয়াল করল ও। তাদের প্রতিটা জোড়াকে শহরবাসীর ছোট ছোট দল ঘেরাও করে আছে। আউটলদের প্রচারণা শুনছে আর জেন্টলম্যান জ্যাকের বদান্যতায় বিনা পয়সায় গলা ভেজাচ্ছে।

ডেন জানে, জোনাথনকে যদি ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়, তাহলে আজ, এই মুহূর্তে নোলান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ওপর কঠিন আঘাত হানতে হবে। দেরি হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না। সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাবে। বারের শেষ মাথায় নোলানকে ওয়াইওমিঙের সাথে নিচু গলায় কথা বলতে দেখল ও।

একজনও এদিকে তাকাচ্ছে না, তবু ডেনের কেন যেন মনে হতে লাগল তারা আসলে ওকে নিয়েই কথা বলছে। চিন্তাটা একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। কারণ জেন্টলম্যান জ্যাক যদি ভাবে ওয়াইওমিংকে দিয়ে ওকে পট শট করাবে, তাহলে তাদের জন্যও এটাই মোক্ষম সময়। ওয়াইওমিং লোকটা মার্কড ম্যান। বার্ট ক্র্যানডাল তাকে ঠিকই চিনেছিল। কিন্তু আরেকজন কে হতে পারে?

রাত বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে আউটলদের পানের মাত্রা বাড়তে লাগল। হাঙ্গামাও সমানে বাড়ছে। কারো টেবিলের পরিবেশ বুনো হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পিয়ানোর সুর চড়ছে, মেয়ে ছয়টা একজনের দাবি মিটিয়ে দম ফেলার সুযোগ পাচ্ছে না, তার আগেই আরেকজন এসে হাজির হচ্ছে।

গ্রেগ ডেন হাই তুলল। কাছে দাঁড়ানো বুচকে বলল, 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, খুব ঘুম পাচ্ছে। পরে দেখা হবে, চলি।'

বুচ তাচ্ছিল্যের সাথে হাত নাড়ল। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে নোলান ওর সামনে এসে দাঁড়াল। 'কি হলো? চলে যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' ডেন বলল। 'তোমার সেলুন খুব সস্তা। আকর্ষণ করার মত কিছু নেই এখানে।'

দাঁত বের করে হাসল নোলান। 'কে বলল নেই? আরও কিছু সময় থেকে যাও, অনেক কিছুই দেখতে পাবে।'

'অন্য কোনদিন হবে,' বলে বাইরে চলে এল যুবক, স্যাডলে উঠে সবাইকে দেখিয়ে হিল ট্রেইলের দিকে এগোল। তারপর টাউন থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া ঘুরিয়ে দ্রুতবেগে জে টি-র দিকে ছুটল। প্রায় মাঝরাত হয়ে গেল র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পৌঁছতে। শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ট্রিমেনের, চোখ ডলতে ডলতে গ্যালারিতে বেরিয়ে এল সে। আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে ওখানে?'

'আমি ডেন,' বলল ও। 'খবর দিতে এলাম, বুচ, ওয়াইওমিং, নিউট, ক্রফোর্ড আর ওয়াকারসহ আরও চার-পাঁচজন আউটল এই মুহূর্তে জেন্টেলম্যান জ্যাক'স-এ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।'

'খবরটা কষ্ট করে জানিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ডেন,' ক্লান্ত গলায় বলল র‍্যাঞ্চার। 'কিন্তু আজ আমি কিছু করতে পারব না এ ব্যাপারে।'

'কিছু করতে হলে আজকেই করতে হবে তোমাকে, মিস্টার ট্রিমেন আজ যদি এর বিহিত করতে না পারো, দাঁতভাঙা জবাব দিতে না পারো, কাল পাহাড় থেকে আরও আউটল নেমে আসবে। তুমি জানো এতজনকে সামাল দেয়ার মত লোকবল তোমার নেই।'

'আমি জানি, ডেন। কিন্তু কি করি! শয়তান গ্যাম্বলারটা আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে।'

'আমার কথা শোনো, মিস্টার ট্রিমেন। এখনও সময় আছে, দশ-বারজন লোক নিয়ে এখনই নোলানে যাও, তিন-চারটাকে গুলি করে বাকিগুলোকে পাহাড়ে তাড়িয়ে দিয়ে এসো। তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না।'

'গ্রেগ, আমি তা করতে পারব না। আমি ...!' থেমে গেল কথা শেষ না করে।

'সে তোমার ব্যাপার, মিস্টার ট্রিমেন। এরপর কিন্তু তোমার স্টকের ওপর রেইড হবে।'

'নাহ্, তা ওরা করবে না,' জোর দিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার। 'ওরা চায় টাউন দখল করতে, র‍্যাঞ্চ না। তবে আমি রেডি থাকব। টাউন গেলেও এই র‍্যাঞ্চ আমার রক্ত দিয়ে গড়া, আমি বেঁচে থাকতে এটা কিছুতেই ওরা নিতে পারবে না।'

'আমার মনে হয় এই মুহূর্তে টাউনে রেইড় করা খুব জরুরি ছিল, মিস্টার ট্রিমেন,' হতাশ শোনাল ডেনের গলা। 'তাহলে ক্র্যানডালের মত কিছু শয়তানকে অন্তত খতম করতে পারতে।'

'ক্র্যানডাল? কি করেছে সে?'

পাহাড়ে সন্ধের সময় ঘটে যাওয়া ফাইটের কথা বলল ও। শুনে খুব প্রভাবিত হলো ট্রিমেন। 'সত্যি, তেমন কিছু যদি করতে পারতাম! আমি একা হলে যেতাম, ডেন। কিন্তু এই অবস্থায় গেলে আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদেরকে নোলানের মর্জির ওপর ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে।'

'ঘটনা যে দিকে যাচ্ছে, তাতে মনে হয় শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটবে।' একটু থেমে থেকে বলল, 'চলি, মিস্টার ট্রিমেন। গুড নাইট।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে চলল ও। পিছনে একটা দরজা বন্ধ হতে শুনল। আরও একটু এগোতে একটা মৃদু গলা শুনে ঘুরে তাকাল। এডনা ট্রিমেন, বাড়ির কেসমেন্টে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। আবছা দেখা যাচ্ছে ওকে। 'কি হয়েছে, গ্রেগ?'

'তোমার বাবার সাথে জরুরি একটা ব্যাপারে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'আমি তোমাদের কথা কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। টাউনে আসলে কি চলছে বলো দেখি?'

ঘটনা জানাল ডেন। বলল, 'আমি চেয়েছিলাম তোমার বাবা এখনই রেইড চালাক জেন্টলম্যান জ্যাকের সেলুনে, আউটলর দলটাকে তাড়িয়ে দিক। নইলে ওরা আজ-কালকের মধ্যে টাউন দখল করে নেবে, মিস এড। তোমাদের র‍্যাঞ্চও নেবে।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল যুবতী। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ঘটনা তাহলে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে? গ্রেগ, নোলান শয়তানটা বাবার অতীতের কোন গোপন ঘটনার কথা জানে। প্রয়োজনে ফাঁস করে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে, তাই বাবা ওকে ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছে না।'

অবাক হলো গ্রেগ ডেন। 'সে কথা তুমি জানলে কি ভাবে?' কয়েক মুহূর্ত পর বলল।

'নোলান বলেছে,' একটু গম্ভীর হয়ে গেল যুবতী। 'আমরা রাইডে গিয়েছিলাম। সেখানে লোকটা ... ওয়েল, আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এমন ভঙ্গিতে প্রস্তাবটা দিল, রাগ সামলাতে পারলাম না। আমি সোজা না করে দিয়েছি।'

'তারপর?'

'বাবার সম্পর্কে জানা গোপন খবরটার ভয় দেখিয়ে ...' চট্ করে মুখ বুজে ফেলল ও। আপনমনে বলল, 'এসব তোমাকে কেন বলছি?'

'কারণ তোমার মনে হয়েছে আমি তোমার সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু আর বলার দরকার নেই। মনে হয় আমি বুঝতে পারছি কি ঘটেছে। তুমি প্রত্যাখ্যান করায় নোলান তোমাকে ধরতে যাচ্ছিল আর তুমি হাতের চাবুক দিয়ে ওর মুখে মেরেছ, এই তো? আমি ওর মুখে সে দাগ দেখেছি। তোমার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না, মিস এড। আমিও শুনেছি লোকটা নাকি তোমার বাবার অতীতের কোন এক দুর্বলতার খবর জানে, কিন্তু সেটা যে কি, তা বলতে পারব না। তুমি ববকে জানিয়েছ এসব কথা?'

'না, গ্রেগ। ও এখনও ছেলেমানুষ। কি বুঝতে কি বুঝে বসবে কে জানে?'

'এখন আর ছেলেমানুষ নেই। যথেষ্ট বড় হয়েছে। ওকে জানানো উচিত কি চলছে। তাছাড়া এই বিপদের সময়ে মিস্টার ট্রিমেনের সব রকম সাহায্য প্রয়োজন। ওকে ডাকো, এখনই কথা বলি।'

'কিন্তু ... ' দ্বিধা ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'ও যদি একাই নোলানকে শায়েস্তা করতে গিয়ে ঝামেলা বধিয়ে বসে? লোকটা তাহলে আউটলদের দিয়ে মেরে ফেলবে ববকে।'

'নিশ্চিন্ত থাকো,' হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করল ডেন। 'সে ধরনের কিছুই ঘটবে না। যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি মনে করি তোমার বাবাকে দিয়ে কোন খারাপ কাজ সম্ভব না। তাই এখন আমাদের সবচে' আগে জানা দরকার ব্যাপারটা কি। নোলান কি নিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল মেয়েটা। তারার আলোয় চোখ জ্বলে উঠল। 'তুমি আমার রুমে বোসো, আমি ওকে ডেকে আনছি,' বলে ভেতরে ঢুকে গেল ও। দু মিনিট পর ববকে নিয়ে ফিরল। ডেনকে দেখে বেশ অবাক হলো যুবক, চকিতে বোনকে এক নজর দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যালো, গ্রেগ! তুমি কখন এসেছ?'

'এইমাত্র এসেছি, বব। বোসো। লস্ট ভ্যালির শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কি করে, তা তোমার বোনের মুখ থেকে শোনো,' হাসল ডেন। তারপর আমরা "শান্তি রক্ষার" বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।'

এডনা সংক্ষেপে বিষয়টা জানাতে রাগে লাল হয়ে উঠল যুবক। 'কি? ওই লোকের এতবড় স্পর্ধা? এতবড় অকৃতজ্ঞ! আমি ওর চামড়া তুলে নেব! ওকে খুন করে ...'

'কিন্তু তার আগে নিজেদের জান বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে,' গ্রেগ ডেন বাধা দিল। 'তোমাকে সবার আগে তোমার বাবার ব্যাপারটা ভাবতে হবে। লোকটাকে মেরে ফেলা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ তাতে ব্ল্যাকমেইলিং বন্ধ হবে না। ধরে নাও কথাটা সে আরও কাউকে জানিয়ে রেখেছে, ওকে খুন করলে পরে সে আবার সেই কাজটাই নতুন করে আরম্ভ করবে।

'তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাই কাল সকালে পিউমা কাউন্টিতে যাবে তুমি, শেরিফ কারসনের কাছ থেকে কায়দা করে তোমার বাবার অতীত সম্পর্কে জেনে আসবে। সত্যি কথা বলতে যাবে না, বলবে জোনাথন নামে আর কেউ ভ্যালিতে এসেছে, তুমি তার ব্যাপারে জানতে চাইছ। সত্যি ঘটনা জানতে পারলে বোঝা যাবে নোলানকে কি ভাবে শায়েস্তা করা যায়।'

মাথা দুলিয়ে উঠে পড়ল রবার্ট ট্রিমেন। 'কাল সকালে কেন, আমি এখনই যাচ্ছি। এড, বাবা জিজ্ঞেস করলে বলবে আমি গ্রেগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছি।'

ছেলেটা রুম থেকে বেরিয়ে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল এডনা। 'যাক, ও অন্তত বিপদমুক্ত থাকবে। ব্যাপারটা ভালই ম্যানেজ করেছ। ওর কিছু হয়ে গেলে মা, আমি, আমরা কেউ সহ্য করতে পারতাম না।' কিছু সময় চুপ করে থাকল সে। 'গ্রেগ,' আবার বলল, 'লস্ট ভ্যালিতে তাহলে সত্যিই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবার, তাই না? আমার মা জানত, আমি জানতাম একদিন না একদিন ...'

'হ্যাঁ, হ্যাঙ্ক যেমন বলেছে, "ব্লাড অন দ্য মুন"। মিস এড, তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে, আমি তোমাকে মিথ্যে স্বান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করব না। খুব খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে ভ্যালিতে। তুমি র‍্যাঞ্চ থেকে নড়বে না। নোলান প্রথমে টাউন দখল করবে, তারপর তোমাদের র‍্যাঞ্চের দিকে

হাত বাড়াবে, রেইড চালাবে। যদি সেরকম কিছু ঘটে, আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় ...' থেমে কিছু ভাবল ও। 'র‍্যাঞ্চহাউসের ছাদে ওঠার উপায় আছে?'

'আছে।'

'তাহলে সকালে ছাদে খাটো দেখে একটা পোল লাগাবে। দিনে ঝামেলা দেখা দিলে সিগন্যাল হিনেবে একটা কাপড় টাঙিয়ে দেবে সেটার মাথায়, রাতে হলে ল্যান্টার্ন ঝুলিয়ে দেবে। আমি আর হ্যাঙ্ক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাব।'

কপাল কুঁচকে উঠল এডনার। 'ব্যাপার যদি সেই পর্যায় পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে তোমরা এলেও কিছু আসবে-যাবে না। তাতে বরং তোমরা নিজেদেরকে বিপদে ফেলবে।'

'তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি কেবল সময়মতো সিগন্যাল দেবে।'

কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল এডনা, দৃষ্টি ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠল। 'ঠিক আছে, গ্রেগ। তাই হবে।'

মনটা কেমন আনচান করে উঠল ডেনের। ইচ্ছে হলো মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অভয় দেয়। বলে, তোমার কোন ভয় নেই, আমি আছি তোমার পাশে।

কিন্তু কিছুই বলল না। এখনও সময় হয়নি।

চোদ্দ

রোজালিন। জেন্টলম্যান জ্যাক'স সেলুনের হিচিং র‍্যাকে অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা আছে। ভেতরেও তেমনি প্রচুর আউটল। বারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বেশিরভাগই পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। একেকজনের যা চেহারা-সুরত, দেখলে সাধারণ মানুষের বুক কেঁপে উঠবে।

বারের এক প্রান্তে নোলান ও বুচ বিডেল জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত। এতই জরুরি যে তাদের মাথার সাথে মাথা ঠেকে আছে। 'প্রথমে জোনাথন ও তার হ্যান্ডদেরকে ধাওয়া করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবে,' নোলান তার যুদ্ধ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে লাগল।

'ফাঁকা গুলি করে কিছুক্ষণ হই-চই বাধিয়ে রাখবে, কিছু গরু ভাগিয়ে দেবে। এর ব্যাখ্যা চাইতে জোনাথন অবশ্যই টাউনে আসবে, তখন আমি ব্যাটার তেল বার করব। টাউনের লোক যখন দেখবে জোনাথন প্রতিরোধ করতে পারছে না, ওর সে ক্ষমতা নেই, তখন তাদের সমর্থন আমাদের দিকে চলে আসবে। এই হলো আমার প্ল্যান।

'আমি বুঝতে পেরেছি,' বুচ বিডেল মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক বলেছ, তখন আমাদের দিকে চলে আসবে তারা। এরকম ঘটনা আমি আগেও দেখেছি।'

'ডেন গেল কোথায়?'

'কি জানি, মনে হয় ক্যাম্পে ফিরে গেছে। ভালই হলো, নইলে ট্রিমেনের পক্ষ হয়ে আমাদের সাথে বেঈমানী করার সুযোগ পেয়ে যেত ব্যাটা।' নোলানের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। 'ওর মেয়েটার সাথে বেশ মাখামাখি চলছে ওর।'

ভুরু কোঁচকাল ফিটফাট। 'ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে, বুচ। আমার কিন্তু এখনও সন্দেহ লোকটা কোন ধরনের অফিসার হবে। বা ক্র্যানডালের বন্ধুও হতে পারে।'

'যদি তেমন কিছু প্রমান হয়, ওর খেলা আমি খতম করে দেব। তুমি এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'ওর ব্যবস্থা ওয়াইওমিং করবে,' আস্থার সাথে বলল জেন্টলম্যান জ্যাক। 'প্রথম সুযোগেই।'

বাঁকা হাসি ফুটল বুচ বিডেলের মুখে। 'সে আমি তোমাকে লোকটার সাথে গুজগুজ ফুসফুস করতে দেখে অনেক আগেই বুঝে ফেলেছি, বুঝলে? কিন্তু নিজের এইসব একান্ত ব্যক্তিগত কাজ কেউ অন্যকে দিয়ে করায়, আমি ভাবতেই পারি না।'

চোখ পিট্ পিট্ করে লোকটাকে দেখল নোলান। নিচু গলায় বলল, 'বুচ, তুমি নিশ্চই এমন কিছু ভবছ না যে নিজের মুরোদ নেই বলে আমি ওয়াইওমিংকে দিয়ে ...'

'বাদ দাও!' বিরক্ত ভঙ্গি করল বুচ। 'এর মধ্যে ভাবনা-চিন্তা করার কি আছে? গেগ্রের কারণে মেয়েটাকে পটাতে না পেরে তুমি এ কাজ করেছ, বুঝি। তাছাড়া তোমার মুখের ওই দাগগুলো যে দরজায় বাড়ি খাওয়ার ফল না, চাবুকের বাড়ির, তা-ও বুঝি। কিন্তু তুমি নিজে এর কোন বিহীত ...'

নোলান বাধা দিল। লোকটার দিকে ক্রুদ্ধ, জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে নিচু, কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'থামো! আমার ব্যক্তিগত সাহস নিয়ে তোমার ভাবনা-চিন্তা না করলেও চলবে। আমি কাউকে ভয় পাই না, বুচ। এমনকি তোমাকেও না। কিন্তু তুমি যদি একটা রাম গর্দভ না হতে, উজবুক না হতে, তাহলে বুঝতে পারতে কোন মেয়ের মনের মানুষকে খুন করে তার ভালবাসা কোনদিনও কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হতে পারে না।

'তা করা গেলে আমি বরং খুবই খুশি হতাম। লোকটার মোকাবেলা করতাম, তাকে ডেকে বলতাম আমি কি চাই, এমনকি সাহস করে হয়তো তাকে আগে ড্র করার সুযোগও দিতাম। কিন্তু তাতে আমার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। তুমি বুঝতে পেরেছ আমি তোমাকে কি বলতে চাইছি?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য বোকা হয়ে গেল আউটল। সামনে দাঁড়ানো নতুন এক নোলানকে দেখছে যেন। সহজাত শান্ত মেজাজ হারিয়েছে লোকটা, দু চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে যাওয়ায় চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। মাত্র এক হাত দূর থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

'আরে, এ নিয়ে এত রাগ করার কি আছে বলো দেখি!' তাকে শান্ত করার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল বুচ বিডেল। 'তুমি তোমার নিজের কাজ যেভাবে ভাল হবে মনে করবে, সেভাবেই করবে। তাতে কার কি বলার থাকতে পারে?'

'কথাটা সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করবে,' গলায় রাগের আভাস থাকলেও চেহারা আবার সহজ-স্বাভাবিক হয়ে গেল তার। 'এবার যাও, কাজ শুরু করে দাও।'

তার সামনে থেকে সরে আসতে পেরে বেঁচে গেল বুচ। দরজার দিকে যেতে যেতে হাত নাড়ল, 'কামন, বয়েজ! আমরা এখন রাইডিঙে যাব।' হই-হই করে উঠল আউটলর দল, গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে তার পিছন পিছন বেরিয়ে এল। এক এক করে স্যাডলে উঠে বসল তারা, র‍্যাক থেকে পিছিয়ে এল। মুখ দিয়ে নানারকম আনন্দধ্বনি করছে। এক আউটল শূন্যে ঘুসি ছুঁড়ে চিৎকার করে বলল, 'তোমাদের জন্যে তাজা মাংস আনতে যাচ্ছি!'

বীরদর্পে জে টি-র দিকে ছুটল দলটা, মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে মিশে গেল। র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে পৌঁছে বুচের নির্দেশে ট্রেইল ছেড়ে নেমে ঘুরপথে এগোল সবাই, তারপর আরও খানিকদূর গিয়ে থামল। নতুন নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

'আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে অপেক্ষা করো,' কিছু সময় পর বলল বুচ। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে কোরালের দিকে চলল।

তার অনেক আগে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বব পিউমা কাউন্টির পথে রওনা হয়ে গেছে। আর ডেন র‍্যাঞ্চ থেকে টাউনে যাওয়ার পথ ধরে না গিয়ে কোনাকুনি পথে কেবিনের দিকে চলেছে। রাস্তা দিয়ে এলে নিশ্চয়ই আউটল দলের সামনে পড়ে যেত। পুব আকাশে, অনেক নিচে হলদেটে চাঁদ উঠেছে। তার ফ্যাকাসে আলোর বন্যায় জে টি র‍্যাঞ্চ, কোরাল ভাসছে। কিন্তু ওর এবং র‍্যাঞ্চের মাঝে মাথা জাগিয়ে থাকা কিছু নিচু পাহাড় দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে থাকায় ডেন তা দেখতে পাচ্ছে না।

ওদিকে বুচ বিডেল কোরালের পিছনে এসে থামল। তার সামনে বিশাল এক খড়ের স্ট্যাক। বৃষ্টির অভাব আর কড়া রোদে শুকিয়ে শক্ত, খটখটে কাঠ হয়ে গেছে প্রতিটা খড়। তার থেকে একগাদা খড় নিয়ে একটা বাঙ্কহাউসের পিছনে চলে এল সে, শুকনো লগের দেয়ালের গায়ের সাথে লাগিয়ে স্তূপ করল সেগুলো দিয়ে। এভাবে প্রতিটা বিল্ডিঙের পিছনে একটা করে খড়ের স্তূপ বানিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা একটা করে সবকটায় আগুন ধরিয়ে দিল সে। মুহূর্তে পড়পড় শব্দে আকাশে লাফিয়ে উঠল আগুন।

'এবারের কাজ সারতে হবে মানুষ না মেরে, যদি সম্ভব হয়,' আগুনের ওপর চোখ রেখে বলল সে। 'এটা আসলে সত্যিকারের ফাইট না, বুড়ো বাঘটাকে খেপিয়ে টাউনে নিয়ে যাওয়ার একটা ফন্দি। যাতে ওখানে তার গায়ে কিছু ছারপোকা ছেড়ে দেয়া যায়। যদি র‍্যাঞ্চহ্যান্ডরা ঘোড়ায় করে আমাদের পিছু নিতে চায়, গুলি করে ঘোড়া খতম করে দেবে।'

'বুঝেছি,' ক্রফোর্ড বলল। দাঁত বের করে হাসছে।

আগুনের গাঢ় কমলা রঙের শিখার উচ্চতা লক্ লক্ করে বেড়েই চলেছে, রীতিমত গর্জন করতে শুরু করেছে। কাছের বাঙ্কহাউস থেকে একজনকে এদিকে আসতে দেখা গেল। বিল্ডিঙের কোনায় পৌঁছে সামনের দৃশ্য দেখে মূর্তির মত জমে গেল লোকটা, পরক্ষণে পিছন ফিরে চিৎকার করতে করতে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু পর আড়াল থেকে মোটা গলার নানান নির্দেশ শোনা যেতে লাগল। র‍্যাঞ্চহ্যান্ডরা বিল্ডিং থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল, চারিদিকে দৌড়ঝাঁপ, চিৎকার, হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেল। আগুনে পানি ঢালার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। পানির বাকেট দ্রুতবেগে হাত বদল হতে লাগল, জ্বলন্ত বিল্ডিংগুলোর নিচ থেকে ছাদ পর্যন্ত বালতি বালতি পানি ঢালা হতে লাগল।

কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা লড়াই করেও সুবিধে তো হলোই না, বরং ক্রমে আরও বাড়তে লাগল আগুনের তেজ। জে টি ক্রুদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। শেষ সময়ে বাধ্য হয়ে বাঙ্কহাউসের মায়া ছেড়ে দিল তারা, স্টক আর র‍্যাঞ্চহাউস বাঁচাতে উঠেপড়ে লাগল। জোনাথন ট্রিমেনকেও তাদের মধ্যে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে দেখা গেল। ওদিকে মা আর এডনা ঘরের মধ্যে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত।

ক্রুদের অর্ধেক র‍্যাঞ্চহাউসের আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগল, বাকিদের নিয়ে কোরালের দিকে ছুটল জোনাথন। ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোড়া ধরে ধরে দ্রুত হাতে স্যাডল পরাতে লাগল।

'শুরু করে দাও, বয়েজ!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল বিডেল। 'আলোর সামনে ঘোড়া দেখতে পেলেই খতম করে দাও,' বলে রাইফেল তুলল সে। ট্রিমেন যে ঘোড়ায় চড়েছিল, সেটাকে ফেলে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাল। 'এইভাবে!'

ওদিকে দেহের নিচের বাহনটা আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়তে আট-দশ হাত উড়ে গেল জোনাথন, মাটিতে আছড়ে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে আরেকটা ঘোড়ার দিকে হাত বাড়াল।

কিন্তু এক মুহূর্ত পর সেটাকেও ফেলে দিল বিডেল। অন্যদিকে বাকি সবাই ঘোড়ার আড়ালে বসে রাইফেল স্যাডলের ওপর রেখে গুলি করে যেতে লাগল। তাদের তুমুল বুলেট বর্ষণের মুখে জে টি ঘোড়াগুলো একটা একটা করে মাটিতে পড়ে দাপড়াতে লাগল। র‍্যাঞ্চহ্যান্ডরা অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকল সেদিকে।

'ধাওয়া করো!' নির্দেশ দিল আউটল বুচ। এক হাতে লাগাম ও অন্য হাতে উদ্যত রাইফেল নিয়ে সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সঙ্গীরা দীর্ঘ এক সারিতে তাকে অনুসরণ করে চলল, মুহুর্মুহু গুলির শব্দে রেঞ্জ আবার কেঁপে উঠল। বিপদ টের পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জে টি হ্যান্ডরা, ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়িমরি করে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ছুটল। তাদের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে তপ্ত ঝাঁকে বুলেট উড়ে যাচ্ছে। কাজেই পালানো ছাড়া তাদের আর কিছু করারও ছিল না।

কারণ এটা রুখে দাঁড়াবার বা গুলির জবাব দেয়ার উপযুক্ত সময় নয়, কোনরকমে পালিয়ে জান বাঁচানোর সময়। তবু, তার মধ্যেও জোনাথন একবার সে চেষ্টা করেছিল, কাজ হয়নি। একান্ত বিশ্বস্ত জেড, ব্যান্ডি, টেক্সাস আর স্লিমকে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। কারও সাড়া পাওয়া যায়নি। পালিয়ে গেছে। সে-ও পালাল।

আউটলর দল আর না এগিয়ে কোরালের দিকে ফিরে চলল। গেট খুলে বাকি সমস্ত ঘোড়া খোলা রেঞ্জে বের করে দিল, তাদের ধাওয়া খেয়ে পলায়নরত হ্যান্ডদের পিছন পিছন ছুটল ভীত-সন্ত্রস্ত পশুর দল। বুচ ও তার দলবল ডজনখানেক প্রাইম স্টিয়ার পাকড়াও করে বিজয় গরবে টাউনে ফিরে চলল।

এমন সময় ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল গ্রেগ ডেন ও হ্যাঙ্ক স্টেবিন। কেবিনে কথা বলার সময় দূর থেকে গুলির শব্দ ও আকাশে আগুনের আভা দেখতে পেয়ে পড়িমরি করে ছুটে এসেছে। কিন্তু ততক্ষণে বাঙ্কহাউস আর মেস শ্যাক পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। কিছু করার ছিল না ওদের।

ওদেরকে দেখে ভেংচি কাটার মত হাসল র‍্যাঞ্চার। 'এসেছ? দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আগে এলেও কিছু করতে পারতে না। আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমরা কেউ মরিনি।'

মাথা নেড়ে আফসোস প্রকাশ করল ও। 'তখনই যদি কিছু একটা করতে! তবে এখনও সময় আছে। লোকজন নিয়ে টাউনে চলে যাও। আমার ধারণা, তোমার গরু রাউন্ড আপ করতে গিয়ে আউটলদের টাউনে ফিরতে বেশ দেরি হবে। তুমি এই সুযোগে আগে গিয়ে ওদের জন্যে

অপেক্ষা করো। পৌঁছলে গরম লেড দিয়ে অভ্যর্থনা জানাও সবাইকে। এটাই তোমার শেষ সুযোগ, মিস্টার ট্রিমেন।'

'হ্যাঁ!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু যাব কি করে? ঘোড়া সব মেরে ফেলেছে শয়তানের দল। বাকিগুলোকে ভাগিয়ে দিয়েছে।'

ঘোড়া ঘোরাল ডেন। 'চলে এসো, হ্যাঙ্ক। দেখি দু-চারটাকে ধরে আনা যায় কি না।'

মূল্যবান আধ ঘণ্টা নষ্ট করে পাঁচটা মাত্র ঘোড়া জোগাড় করা গেল। 'এর বেশি ধরা সম্ভব হলো না,' ফিরে এসে বলল ও। 'আর সব ভ্যালিতে ছড়িয়ে পড়েছে। তোমার এখানে সাপ্লাইয়ের মজুত আছে কিরকম?'

চেহারা কালো করে মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার। 'মেস শ্যাক একদম গেছে। বাকি সাপ্লাই যা আছে, তাতে এক কুড়ি পেটের কয়েক বেলার বেশি চলবে বলে মনে না।'

মাথা দোলাল ডেন। 'আমি গিয়ে দেখি স্টোর থেকে তোমার জন্যে কিছু পাঠাতে পারি কি না। হ্যাঙ্ক, আমার সাথে চলো।'

'ব্লাড অন দ্য মুন,' বৃদ্ধ আফসোস করে বলল। 'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত এই হবে। শালার কপাল!'

ওরা পৌঁছে দেখল বুচ ও তার বাহিনী ফেরেনি বলে টাউন তখনও জেগে আছে। দূরের আকাশের গায়ের লাল আভা ঘুম কেড়ে নিয়েছে টাউনবাসীর। ভালই বুঝতে পারছে জে টি-র ভাগ্যে কি ঘটছে, তাই রাস্তা ছেড়ে নড়ছে না কেউ। জায়গায় জায়গায় জটলা করছে তারা, নানান জল্পনা-কল্পনা চলছে। ডেনরা থামামাত্র চারদিক থেকে ঘিরে ধরল তারা, হাজারো প্রশ্ন করতে লাগল।

অল্প কথায় তাদেরকে জে টি-র পরিণতির কথা খুলে বলল ডেন, তারপর বিজয়ী বুচ তার সঙ্গীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত সেলুনে গিয়ে ফুর্তি করার পরামর্শ দিল। সবাই হই-হই করে ভেতরে ঢুকে যেতে বৃদ্ধকে নিয়ে সটকে পড়ল ও। পিছনের অন্ধকার গলিতে চলে এল।

স্টোরকীপারকে খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে পিছনের দরজার তালা ভেঙে ফেলল ও। বুড়ো রাউস্টঅ্যাবাউট স্টোর কোরাল থেকে

প্রোপ্রাইটরের স্প্রিং ওয়াগন বের করে নিয়ে এল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ব্যাকন, বীন, ময়দা, কফি, চিনি ও লবণসহ প্রয়োজনীয় নানান পণ্যে বোঝাই করা হলো সেটা।

কাজ সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় দূরাগত চিৎকার ও ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দে বোঝা গেল বুচ দলবল নিয়ে ফিরে এসেছে। সামনের জানালা দিয়ে দেখল কম করেও ডজনখানেক প্রাইম স্টীয়ার নিয়ে টাউনে ঢুকছে দলটা। সেলুন থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে আসতে লাগল মানুষ। চিৎকার ও নানারকম আনন্দ ধ্বনি করে স্বাগত জানাচ্ছে তাদেরকে। 'ওগুলোকে কোরালে নিয়ে চলো! কোরালে নিয়ে চলো!'

ডেন ও হ্যাঙ্ক আর দেখার জন্য দাঁড়াল না, বেরিয়ে টীমের দিকে ছুটে গেল। জানে, এখন কোরালে এনে গরুগুলোর ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে, কাজেই এখনই সরে পড়া দরকার এখান থেকে। 'টীম নিয়ে পালাও!' চেঁচিয়ে বুড়োকে নির্দেশ দিল ও। 'এত শব্দের মধ্যে কেউ টের পাবে না। যাও, আমি পিছনে আছি তোমাকে কভার দেয়ার জন্যে! যাও, পালাও! সবাই এসে পড়লে বিপদে পড়ে যাবে।'

'তোমার এখানে থাকা বোকামী হবে,' হ্যাঙ্ক বলল। 'তুমিও চলো আমার সাথে।'

মৃদু ধাক্কা দিয়ে বৃদ্ধকে টীমের দিকে এগিয়ে দিল ও। 'কথা বাড়িয়ো না, যাও!'

এবার কাজ হলো। তাড়াতাড়ি টীম ছুটিয়ে দিল সে। ঠিক তখনই বিল্ডিঙের কোনা ঘুরে এক লোক বেরিয়ে এল এপাশে। এসেই অন্ধকার থেকে ঘোড়া ছুটে আসার শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে এদিকে উঁকি দিল। তাকে দেখামাত্র চিনল গ্রেগ ডেন। আর কেউ নয়, ওয়াইওমিং।

'অ্যাই, কি হচ্ছে?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সে।

'গরু কাটাকাটির জন্যে কোরালে আরও জায়গার দরকার,' ডেন দ্রুত ব্যাখ্যা করল। 'তাই জায়গা খালি করা হচ্ছে।' বলতে না বলতে ওয়াইওমিঙের পিছনে একজোড়া গরু দেখা দিল, চারজন লোক দু দিক থেকে ধরে নিয়ে আসছে কোরালের দিকে।

ওয়াইওমিং ডেনের কাছে এগিয়ে এল। খুব কাছ থেকে মুখ দেখে ওর মনের ভাষা পড়ার চেষ্টা করল। পুব আকাশে দিনের আলো সামান্য আভাস ফুটেছে তখন। মাথা ঝাঁকিয়ে স্টোরের খোলা দরজা ইঙ্গিত করল লোকটা। আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, 'স্টোরের মাল কোরালের মধ্যে দিয়ে সাবাড় করছ, কেমন?'

আরও কয়েকটা গরু ওদের পাশ ঘেঁষে পিছনে চলে গেল। সাথে লোকজনও যথেষ্ট আছে। সরু গলিটা ক্রমে মানুষে ভরে উঠছে। 'সত্যি কথা শুনতে চাও?' ডেন বলল। 'আমার কিছু জিনিসপত্র দরকার, কিন্তু দাম দেয়ার ইচ্ছে নেই। তাই এভাবে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কিছু বলার আছে?'

'মিথ্যে বলছ তুমি!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ওয়াইওমিং।

কোনা ঘুরে তিনজনের আরও একটা দল এগিয়ে এল। মুখোমুখি, কিন্তু গলির দু পাশে দাঁড়ানো ডেন ও ওয়াইওমিঙের মধ্যে দিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গেল দলটা। বুচ, পার্ডি এবং জ্যাক নোলান। শেষেরজন নিচু গলায় দ্রুত কি সব বলছে আর থেকে থেকে বুচের পিঠ চাপড়াচ্ছে। ওদের পাশ কাটাবার সময় বুচের কপাল কুঁচকে উঠল, মনে হলো নোলানের কথা শুনছে না। আনমনা।

কয়েক পা গিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কপাল কুঁচকে ঘুরে তাকাল। মুখোমুখি দাঁড়ানো লোক দুটো গ্রেগ ডেন এবং ওয়াইওমিং বুঝতে পেরে থমকে গেল। ব্যাটা আউটলর বাচ্চা, ডেন ভাবল, বাতাসের টেনশনের গন্ধ ঠিকই নাকে গেছে।

'অ্যাই, কি হচ্ছে এখানে?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল লোকটা। 'কি চলছে ...'

'অনেক কিছু চলছে!' খেঁকিয়ে উঠল ওয়াইওমিং।

একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সে। ব্যান্ডেজ করা হাত দেহের পাশে অনড় ঝুলে আছে, ডান হাতের আঙুলগুলো কোল্টের বাঁটের কিছুটা ওপরে শূন্যে স্থির। 'এই ব্যাটা হ্যাঙ্ককে এক ওয়াগন গ্রাবসহ পাঠিয়ে দিয়েছে!'

স্টোরের খোলা এনট্রান্সের ওপর দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল বুচ বিডেল। ...তে কি হলো? ওগুলো জোনাথনের। কেউ যদি নিতে চায়, নিক না। ...মাদের কি?'

'ও মিথ্যে বলেছে। ও ...'

'ওয়াইওমিং!' চাপা ধমক লাগাল ডেন। 'তোমার খোঁজেই ভ্যালিতে এসেছি আমি। ড্র করো, তোমার ...'

গুলি হলো দুটো, কিন্তু শব্দ হলো একটা। অন্ধকার গলিতে কমলা রঙের দুটো আগুনে তীরের ফলার মত ঝলক ফুটল, দুই গানের মাযল দিয়ে দুটো সরু ধোঁয়ার ধারা বের হলো। তারপর আর কিছু নেই। নীরবতা। জনতার কোলাহল মুহূর্তে থেমে গেছে। ভোরের আবছা আলোয় ঘটনাস্থলের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

ডেন সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ানো, হাতের কোল্টের মাযল ওয়াইওমিঙের দিকে তাক করে ধরা। সে-ও অনড় দাঁড়িয়ে। কিন্তু গুলির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই টলে উঠল তার খাট, গাট্টাগোট্টা দেহ। আঙুলের ফাঁক গলে গান পড়ে গেল নরম মাটিতে। একদৃষ্টে ডেনের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, চেহারায় রাজ্যের ঘৃণা জমাট বেঁধে গেছে।

এক পা সামনে এগোল সে। সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল। হাত বাড়িয়ে মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য কোন অবলম্বন খুঁজল অন্ধকারে, তারপর গোড়া কাটা গাছের মত আছড়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল। কাছে গিয়ে তার দেহটা চিত করল ডেন। মাথা কোলে তুলে নিয়ে দু' কাঁধ ধরে নির্দয়ভাবে ঝাঁকাল। 'ওয়াইওমিং! ওয়াইওমিং, চোখ মেলো! আমার দিকে তাকাও!'

ঠোঁট নড়ল লোকটার—দু ফাঁক হলো। ডেনের দিকে তাকাল, মণির চকচকে ভাব চলে গেছে, ঘষা কাচের মত হয়ে উঠেছে চাউনি। ধীরে ধীরে লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল ও। চাপা কণ্ঠে কিছু বলে গলা চড়াল, 'শুনতে পেয়েছ আমার কথা?'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল ওয়াইওমিং। পর মুহূর্তে তার সারাদেহ একটা ঝাঁকি খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল, বাতাস বেরিয়ে যাওয়া ব্লাডারের মত [illegible] গেল। স্থির আকৃতিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল

ডেন। অনেকটা নিজেকে শোনানোর মত করে বলল, 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা রীতিবিরুদ্ধ হয়নি। নাকি কারও দ্বিমত আছে এ নিয়ে?'

বিডেল ও নিউট পার্ডির মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। ডেনের উদ্দেশে একযোগে মাথা নাড়ল তারা। 'না, নেই। তোমরা সবাই কোরালে চলে যাও, বয়েজ! আমরা আসছি।'

লোকজন চলে যেতে দুই পা ধরে লাশটা স্টোরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল পার্ডি আর বিডেল। কয়েক মুহূর্ত পর ডেনও অনুসরণ করল তাদের। স্টোরের ভেতরে উঁকি মারার আগমুহূর্তে বুচকে মুখ দিয়ে চাপা বিস্ময় ধ্বনি করতে শুনল। 'দেখেছ?'

উঁকি দিল ডেন। দেখল মরা সাপের মত কি যেন একটা ঝুলছে তার হাতে। উঁচু করে নিউটকে দেখাচ্ছে।

মানি বেল্ট!

পনেরো

হ্যাঙ্ক স্টেবিন র‍্যাঞ্চে পৌছার আগেই সূর্য উঠে পড়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দুটো বাঙ্ক হাউস আর কুক শ্যাকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে সাদা ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। কয়েকজন হ্যান্ড জঞ্জাল সাফ করার কাজে ব্যস্ত। টীম দাঁড় করাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতর থেকে জোনাথন বেরিয়ে এল। সাথে মা আর এডনাও আছে।

'গ্রেগ কোথায়?' র‍্যাঞ্চার প্রশ্ন করল।

বৃদ্ধ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে টাউনের দিক দেখাল। 'টাউনে আছে। আমাকে মালপত্র লোড করতে সাহায্য করছিল লোকটা.

মৃদু হেসে আলতো করে ওর কাঁধ চাপড়ে দিল ডেন। 'তেমন কিছু না। ও আমাকে ফাইট করতে বাধ্য করল,' শ্রাগ করল। 'ব্যস্। পরে নোলান স্বীকার করেছে, আমাকে খুন করার জন্যে লোকটাকে ভাড়া করেছিল সে। ওয়াইওমং ছিল আমার লস্ট ভ্যালিতে আসার একটা কারণ।'

চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। 'লোকটা যদি তোমাকে গুলি করত?'

শ্রাগ করে আবার হাসল ও। 'মিস এড, দেখতেই পাচ্ছ সে তা করতে পারেনি!'

হ্যাঙ্ক চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল যুবকের দিকে। 'কি যেন বললে তখন? ওয়াইওমিং তোমার লস্ট ভ্যালিতে আসার "একটা" কারণ ছিল? কারণ তাহলে আরও একটা আছে?'

'আছে।'

'সে কে?'

'এখনও জানতে পারিনি।'

'টাউনের কি অবস্থা?'

'একেবারে যা-তা। গরুর মাংস নিয়ে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার মত অবস্থা। আসার সময় সবাইকে স্টীয়ার কাটাকাটিতে ব্যস্ত দেখে এসেছি। ট্রিমেনের ঘোড়া থাকলে হয়তো কিছু একটা করা যেত। আউটলরা ভাবছে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, তাই ইচ্ছেমত পান করছে। যে আসছে, তাকেই স্টোর থেকে এটা-সেটা দান করছে। তবে নোলান এবার আগেরবারের মত জিনিসপত্র নষ্ট করতে দেয়নি।'

'ওই লোকটাই সবকিছুর জন্যে দায়ী,' হ্যাঙ্ক বলল। 'ওর কিছু একটা ব্যবস্থা করা গেলে ভ্যালিতে আবার শান্তি ফিরে আসত।'

'আমার তা মনে হয় না,' ডেন বলল। 'এখন বরং ওর ভ্যালিতে থাকাই সবচেয়ে জরুরি। কারণ পাহাড় থেকে অন্তত এক কুড়ি আউটল নেমে এসেছে। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছে তারা। এখন নোলান না থাকলে কেউ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। হ্যাঙ্ক, তুমি থাকো। আমি মিস এডকে র‍্যাঞ্চে দিয়ে আসি।'

নিজের ঘোড়া টেইলবোর্ডের সাথে বেঁধে নিয়ে এডনাকে সীটে উঠতে সাহায্য করল ও, জে টি-র দিকে ওয়াগন ছোটাল। পথে কেউই তেমন কথাবার্তা বলল না। র‍্যাঞ্চে মিনিট পাঁচেক বসল ডেন। তারপর কেবিনে ফিরে নাস্তা খেতে খেতে পরবর্তী করনীয় নিয়ে হ্যাঙ্কের সাথে আলোচনা করতে লাগল।

'এখন এখানে বসে পরিস্থিতিরি ওপর চোখ রেখে যাওয়া ছাড়া তেমন কিছু করার নেই আমাদের। মিস এডকে র‍্যাঞ্চ হাউসের ছাদে একটা পোল টাঙাতে বলে এসেছি, যাতে কোনরকম ঝামেলা দেখা দিলে সেটার মাথায় কাপড় বা ল্যান্টার্ন ঝুলিয়ে আমাদেরকে সিগন্যাল দিতে পারে। একান্ত প্রয়োজন না পড়লে আমাদের জে টি-র কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। তাহলে বুচ সন্দেহ করে বসবে।'

বৃদ্ধ মাথা চুলকাল। 'কিন্তু আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। বুচ তোমাকে ওয়াইওমিঙের সাথে ফাইট করতে বাধা দিল না কেন? বা বুচ বা ওয়াইওমিংকে হত্যার প্রতিশোধও নিল না। ব্যাপারটা আমার খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।'

'এটাই তো স্বাভাবিক, ওল্ড-টাইমার,' হাসল ডেন। 'অস্বাভাবিক কেন হতে যাবে? লোভের কারণে কিছু করেনি ও। ট্রেন হোল্ড-আপের সাথে ছয়জন জড়িত ছিল। ভ্যালিতে আসার দিন তাদের একটাকে আমি খতম করেছি। না জেনেই। পরে তার কোমরে মানি বেল্ট পেয়ে বুঝেছি ব্যাটা ওই দলের একজন ছিল। অন্যরা হচ্ছে রেড ম্যাগিল, পিটি স্টফার, ওয়াইওমিং, বুচ আর নিউট।

'ওরা রেড আর পিটিকে আমাদের চোখের আড়ালে নিয়ে কবর দিয়েছে, খেয়াল করেছ তুমি? যখন আমরা বার্ট ক্র্যানডালকে কবর দিতে ব্যস্ত ছিলাম? আড়ালে নিয়ে কেন কবর দিল ওদের? আমার বিশ্বাস, ওদের দুজনের সাথেও একটা করে মানি বেল্ট ছিল। সেগুলো লোপাট করার জন্যেই লাশ দুটো তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। ওয়াইওমিঙের কাছেও যে একটা ছিল, সে তো আমি নিজেই দেখেছি। অর্থাৎ এখন নিজেদের দুটো ছাড়া আরও তিনটে বেল্টের মালিক হয়ে

গেছে বুচ আর নিউট। আমি ওয়াইমিংকে খুন করতে পারলে ওরা বিনা কষ্টে শেষ বেল্টটাও দখল করতে পারে, তাই আমাকে বাধা দেয়নি। এ হচ্ছে লোভ, বুঝলে? সীমাহীন লোভ।'

'কিন্তু তোমার বেল্টটার কি হলো? আমি তো ভেবেছি যেভাবে হোক, ওরা সেটাও দখলের চেষ্টা করবে।'

'পেলে তো করবে!' মৃদু হাসল গ্রেগ ডেন। 'ওটা সরিয়ে রেখেছি না আমি!'

নাস্তা খেয়ে পাহাড় থেকে জে টি দেখা যায়, এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করল ওরা। সেখান থেকে দিন-রাত সেদিকে চোখ রাখার ব্যবস্থা করল। হ্যাঙ্কের ওপর প্রথম ওয়াচের দায়িত্ব দিয়ে নোলানে চলে এল ডেন। কেননা ওর ধারণা, ও যত বেশি সময় চোখের আড়ালে থাকবে, বুচ, নিউট ও জেন্টলম্যান জ্যাকের সন্দেহ তত বাড়বে ওর ওপর। ভাববে জোনাথনের সাথে হাত মিলিয়েছে ও।

টাউনের আনন্দ-উৎসবের আমেজ তখনও আগের মতই আছে দেখা গেল। আউটলরা এখনও রাস্তায় হল্লা করছে। সবার হাতে হুইস্কির বোতল। সাধারণ মানুষ তাদের ঘিরে জটলা করছে। মাঝেমধ্যে ফাঁকা গুলির আওয়াজ করছে আউটলরা। কিছু রাইডার টাউনের চারদিকে ঘুরে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

ডেনের মনে হলো, নোলান জে টি-র তরফ থেকে আচমকা আক্রমণ আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছে। বিষয়টা ভাবিয়ে তুলল ওকে। এদিকে নজর রাখতে ভোলেনি ব্যাটা। তার মানে জোনাথনের কোন আশা নেই। সময় থাকতে কিছু করতে পারেনি লোকটা, এখন যে কিছু করতে যাবে, সে পথও বন্ধ করে রেখেছে নোলান।

তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠল ডেন। তার মধ্যেও বিশেষ করে বুচ ও নিউটের ওপর কড়া নজর রাখল। কোথাও নতুন গোল্ড মানি হাত বদল হয় কি না খেয়াল রাখল। হলো না। তার মানে সতর্ক হয়ে উঠেছে আউটলরা। ভেতরে বার্ট ক্র্যানডালের মত আরও কেউ থাকতে পারে, সে আশঙ্কা তাদের মনে এখনও আছে।

দুপরের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল আউটলরা। টাউন থেকে বেরিয়ে এল ডেন, কেবিনে ফিরে রান্না করে খেয়ে নিল। বৃদ্ধের অংশ গরম থাকবে বলে স্টোভে রেখে পাহাড়ের পোস্টে চলে এল। জে টি-র ব্যাপারে তার কাছে রিপোর্ট করার মত কিছু ছিল না বুড়োর, তবে আর্দ্র মাটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার ফলে নিজের রিউম্যাটিকের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার খবর ছিল।

তার বকবকানী শুনতে শুনতে ডেনের কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, লোকটা জোনাথনকে ভালবাসে। তার এই দুর্দশা সহ্য করতে পারছে না। আশা করছে, গ্রেগ ডেন এর কিছু একটা বিহীত করবে। কোন ঘটনা ছাড়াই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তারপর সন্ধে হলো। হ্যাঙ্ক পোস্টের দায়িত্ব নিতে কেবিনে এসে সাপার খেয়ে নিল ডেন। তারপর মাঝরাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে আবার গিয়ে বসল পাহারা দিতে। মাথার মধ্যে নানান চিন্তা ঘুরছে।

নিচে লস্ট ভ্যালি গা এলিয়ে শুয়ে আছে–বড্ডো নীরব, অন্ধকার ও রহস্যময়। মাথার ওপরে তারাভরা আকাশের ছাদ। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। যদিও ওর জানা আছে রোজালিনে অনেক সতর্ক চোখ জেগে আছে। জে টি-তেও। দু পক্ষই সদা-সতর্ক, সঙ্কেত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে পরস্পরের ওপর।

গ্রেগের জীবনে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। ও লস্ট ভ্যালিতে পা রাখার পরপরই শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রতারণা আর মৃত্যুর খেলা।

একগাদা চেহারা ভাসতে লাগল ওর চোখের সামনে। কুগারের মত নিঃশব্দচারী ব্ল্যাক বুচ বিডেল, সাক্ষাৎ শয়তান নিউট পার্ডি, রেড ম্যাগিল, পিটি স্টফার; কঠিন, অদম্য বার্ট ক্র্যানডাল, গোমড়ামুখো ওয়াইওমিং, জেন্টলম্যান জ্যাক–ভদ্রবেশী, তেলতেলে শয়তান।

আরও আছে জোনাথন ট্রিমেন, মা ট্রিমেন, বব, হ্যাঙ্ক স্টেবিন, চড়ুই পাখির মত গ্র্যানি ম্যাকেরেন, তারপর এডনা ট্রিমেন... দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গ্রেগ ডেন।

ওই মুখটা সব সময় তার চোখের সামনে ভাসে। ওকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না সে। একদিন লস্ট ভ্যালি নিশ্চয়ই রাহুমুক্ত হবে, এবং কাপুরুষ, খুনীটার ... !

ভেবে চলেছে সে। রাতের আঁধার ক্রমে গাঢ় হলো, তারপর পুব আকাশে অনাগত দিনের আভাস ফুটল। জে টি-র অনেক, অ-নে-ক পিছনের আকাশে মৃদু গোলাপী আলো ফুটল। এক সময় তা বাড়তে বাড়তে সিঁদুরে সোনালী রং ধারণ করল, অবশেষে ভ্যালির রিম অতিক্রম করে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল শিশু সূর্য। আরেকটি নতুন দিনের জন্ম হলো।

একটু পর গজগজ করতে করতে ওয়াচের জায়গা ছেড়ে উঠে এল হ্যাঙ্ক। ডেন নাস্তা খেয়ে রোজালিনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। আগের দিনের চেয়ে টাউন আজ বেশ শান্ত মনে হলো ওর, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কিছু একটা ঘটার প্রস্তুতি চলছে, তা টের পেতেও বেশি সময় লাগল না। বাতাসে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

সেলুনে প্রায় সবাইকেই পাওয়া গেল: বুচ, নিউট, ক্রফোর্ড, ওয়াল্টার্স এবং নোলান, সবাইকে। ওকে দেখতে পেয়ে সবার চেহারায় সন্দেহ ফুটল। বুচ কড়া গলায় প্রশ্ন করল, 'কোথায় ছিলে তুমি?'

'বার্ট ক্র্যানডালের কেবিনে,' জবাব দিল ও। 'আমি আর হ্যাঙ্ক ওখানেই আছি। টাউনে থাকতে ভাল লাগে না, অনেক বেশি শব্দ। আমার পছন্দ খোলামেলা, নিরিবিলি জায়গা।'

'লস্ট ভ্যালির বাইরে অনেক খোলামেলা জায়গা পাওয়া যাবে,' বাঁকা জবাব দিল নোলান।

'সেসব জায়গায় ল খুব কড়া।'

'ক্র্যানডালও সে কথাই বলত।'

'এ কথার অর্থ?'

'আমাদের সবার সন্দেহ তুমি কোন ল অফিসার হবে। ক্র্যানডালও তাই ছিল।'

'সে তো বুচ বিডেলও হতে পারে। বা নিউট পার্ডি অথবা এমনকি তুমিও হতে পারো।'

'ডেন,' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল জ্যাক নোলান। 'ওয়াইওমিং মারা যাওয়ার আগে লোকটার কানে কানে কি বলেছিলে তুমি?'

'কি বলেছি? বলেছি, "তাজা বীফ না খেয়েই চলে যাচ্ছ, ভারি লজ্জার কথা"।'

ক্রফোর্ড হ হ করে হেসে উঠল, কিন্তু জেন্টলম্যান জ্যাকের চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। 'ঠাট্টা নয়, ডেন। আমি আসল কথাটা জানতে চাই। বুচ, নিউট, ওরাও চায়।'

'বলা যাবে না,' গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল ও। 'কি বলেছি, তা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার। আমি ওর খোঁজেই ভ্যালিতে এসেছিলাম। আর কাউকে তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'তো ঠিক আছে। কাজ যখন শেষ হয়েই গেছে, তখন এখানে তোমার ঘুরঘুর করার আর কোন কারণ দেখি না।'

'তুমি জানো না' মৃদু হাসল ও। 'আমি দুজনের খোঁজে ভ্যালিতে এসেছি।'

অস্বস্তির সাথে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল লোকগুলো। হয়তো ভাবছে 'অন্যজন' সে নিজেই কি না! 'আমার মনে হয় কাজটা অসমাপ্ত রেখে চলে যাওয়া উচিত তোমার।'

ওর চেহারা পাথরের মত কঠিন, শীতল হয়ে উঠল। 'আমি আমার সময় মত যাব, জ্যাক। তুমি যদি মনে করো আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে, চেষ্টা করে দেখো।'

শ্রাগ করল লোকটা। কিন্তু তার চেহারা দেখে ডেন বুঝল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'আমি আপাতত বড় মাছ শিকারে আগ্রহী, গ্রেগ ডেন,' বলল সে। 'আগে তার ব্যবস্থা করে নিই, তারপর তোমার দিকে নজর দেব।'

'তুমি নিজে?' শব্দ করে হাসল ও। 'না ভাড়াটে কাউকে দিয়ে?'

'আমি নিজের কাজ নিজেই করে নিতে জানি।'

'যেমন জিম রীভসের ব্যাপারে করেছ?'

ঝট্ করে ঘুরে তাকাল লোকটা। চাউনি ঝল্সে উঠল। 'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই,' একটু থামল ডেন, চোখ বুলিয়ে নিল সবার ওপর দিয়ে, 'জিম রীভসকে তুমি খুন করেছ। মারা যাওয়ার আগে ক্র্যানডাল সে কথা বলে গেছে আমাকে।'

সংক্ষিপ্ত নড করে ঘুরে দাঁড়াল যুবক, দৃঢ় পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটা এত রেগে গেছে, ভাবছে ও, এ সময়ে সঙ্গে কেউ না থাকলে হয়তো ওকে পিছন থেকে গুলি করে বসতেও পারত। কিন্তু এখন সে ঝুঁকি নেবে না সে। সবার সামনে নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করার মত বোকামী কিছুতেই করবে না ব্যাটা। তাতে সাজানো ছক উল্টে যেতে পারে। গ্র্যানির সাথে দেখা করতে হোটেলে এসে ঢুকল ডেন।

ওকে দেখে ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল বুড়ি। চড়ুই পাখির মত ছোট ছোট, চকিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল। 'গ্রেগ!' চাপা গলায় বলল, 'এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? জানো, এরমধ্যে এখানে কত কিছু ঘটে গেছে?' একটু থামল। 'কেমন আছ তুমি?'

'ভাল। গ্র্যানি, জরুরি কিছু কথা আছে তোমার সাথে।'

ওর চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল বৃদ্ধা। 'কি কথা, বাছা?'

'তুমি সেদিন বলছিলে জোনাথন ট্রিমেন তোমার বন্ধু, তাই না? এই হোটেল সে বানিয়ে দিয়েছে তোমাকে।'

'আস্তে বলো! নোলানের ভাড়াটে আউটলরা টাউনে ঘুরঘুর করছে। শুনে ফেলতে পারে। আমি অবশ্য ওদের ভয় পাই না। আমার এখানে আসতে কেউ সাহস পায়নি, জানো? এলে শটগান নিয়ে তাড়া করে পাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। সে যাক, ট্রিমেনের কথা কেন!'

আধ ঘণ্টা গ্র্যানির সাথে কথা বলে বেরিয়ে এল গ্রেগ, কেবিনের দিকে চলল। সেখানে দিনের বাকি অংশ আগের দিনের মতই কাটল তার। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। দুপুরে বৃদ্ধের বদলে নিজে র্যাঞ্চের ওপর নজর রাখতে বসল ও, তারপর আবার মাঝরাতে।

একঘেয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন তন্দ্রায় চোখ লেগে এসেছিল বলতে পারবে না ও, হঠাৎ দূরাগত গুলির শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে জে টি-র দিকে তাকিয়ে থাকল। দায়িত্বে অবহেলার জন্য নিজের ওপর রাগ হচ্ছে খুব। এডনা কি সিগন্যাল ...

না, কোন সঙ্কেত ঝুলছে না। তবে টানা গুলির শব্দ আসছে। গান মাযলের ঘন ঘন ঝল্সে ওঠা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার মানে র‍্যাঞ্চ হাউস আক্রমণ করা হয়েছে। এক লাফে স্যাডলে উঠেই সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ডেন, ঘুরে কেবিনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধকে চিৎকার করে খবরটা জানিয়ে যেতে ভুলল না।

সেখান থেকে রেঞ্জল্যান্ডের ওপর দিয়ে তীরবেগে কোনাকুনি ছুটল। একটু পর টাউন আর র‍্যাঞ্চের মধ্যেকার ট্রেইলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও, তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। একটা রিজের ওপর দশ-বারজন রাইডার, রোজালিনের দিকে যাচ্ছে।

ওর ডানদিক দিয়ে চলে গেল লোকগুলো। কয়েক মিনিট পর আরও একদল রাইডার চোখে পড়ল, তারাও র‍্যাঞ্চের দিক থেকে দ্রুতগতিতে রোজালিনের দিকে যাচ্ছে।

দু দল কেন? মুহূর্তের জন্য ভাবল ও, পরক্ষণে এডনা ও মিসেস ট্রিমেনের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাড়াতাড়ি র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ছুটল। আরও খানিকটা যেতে চোখে পড়ল পোলের মাথায় ল্যান্টার্ন ঝুলছে। ইয়ার্ডে ঢুকতে কয়েকটা গলা চ্যালেঞ্জ করল ওকে, সাথে সাথে গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটার গতিতে এগোল ডেন।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে কি যেন একটা তীরবেগে ছুটে এল। এডনা ট্রিমেন! এক লাফে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও। 'কি হয়েছে, মিস্?'

'বাবার সাহায্য প্রয়োজন!' হড়বড় করে উঠল মেয়েটা, গলা শুনেই বোঝা গেল কাঁদছে।

'কি হয়েছে ট্রিমেনের?'

'একদল রাইডার এসে স্লিমকে খুন করে রেখে গেছে। তাই দেখে বাবা পাগল হয়ে গেছে, লোকগুলোকে তাড়া করে টাউনের দিকে নিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারিনি। আমার মনে হয় বাবাকে ধরার জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছিল নোলান। বাবা তাতে পা দিয়ে বসেছে। কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না।'

আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না ও, ঘোড়া ঘোরাবার ফাঁকে বলল, 'তুমি মাকে নিয়ে বাড়িতে থাকবে, হ্যান্ডরা গার্ড দেবে। হ্যাঙ্ক এলে ওকে টাউনে পাঠিয়ে দেবে। আমি গেলাম।'

হুড়মুড় করে আবার ছুটল ও। ভাবছে, এডনাই ঠিক। ট্রিমেনের জন্য ফাঁদই পেতেছে নোলান। সিংহকে খাঁচায় পুরতে যাচ্ছে ধূর্ত লোকটা।

ওদিকে রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জোনাথন ট্রিমেন। পাগলের মত আউটলর দলটাকে ধাওয়া করে চলেছে। উন্মাদ হয়ে গেছে সে, এখন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা একেবারেই ভাবছে না। জেন্টলম্যান জ্যাকের সমস্ত হুমকি কথা ভুলে গেছে, ভেতর থেকে একটা তাগিদ তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে।

একান্ত বিশ্বস্ত হ্যান্ড, নিরপরাধ স্লিমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে। কোন অপরাধ ছিল না লোকটার, শুধু শুধু তাকে মেরে রেখে গেছে ওরা। এর প্রতিশোধ না নেয়া হলে স্লিমের আত্মাকে কষ্ট দেয়া হবে। কিন্তু জোনাথন তা হতে দিতে পারে না। তাই জ্যাক নোলানের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে যাচ্ছে সে।

তার ঢিলেমীর কারণেই আজ এত সাহস দেখাতে পেরেছে লোকটা। এর শেষ না ঘটিয়ে বিশ্রাম নেবে না ট্রিমেন। বিষবৃক্ষটাকে উপড়ে না ফেলতে পারা পর্যন্ত স্থির হতে পারবে না। তাতে ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক। পরোয়া করে না জোনাথন। স্যাডলে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে সে, থুতনি সামনের দিকে বাড়ানো। চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। আরও জোরে ছুটতে চাইছে সে, কিন্তু দুর্বল ঘোড়াগুলো আর পারছে না। শক্তি নেই। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে সঙ্গীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে জোনাথন। সমান গতিতে আসছে তারা।

কিন্তু তার প্রচেষ্টা কোন কাজে আসছে না, বরং মিনিটে মিনিটে পিছিয়ে পড়ছে তার দল। কারণ আউটলদের প্রতিটা ঘোড়া অনেক স্বাস্থ্যবান, তেজী। তাছাড়া সেগুলোর আরোহীরা সব সময় পালাতেই অভ্যস্ত, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। তাই পিছিয়ে পড়ছে জে টি টীম। আর এদিকে দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নিজেকে কষে গালমন্দ করছে জোনাথন। রাইজে উঠলে সামনের দলটাকে দেখতে পাচ্ছে তারা, নিচে নামলেই হারিয়ে ফেলছে।

গ্রেগ ডেন তাদের চেয়ে বেশ পিছনে পড়ে আছে। ওর পক্ষেও কিছুতেই জে টি রাইডারদের ধরা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ অন্ধকার এবং এখানকার অসমতল রেঞ্জল্যান্ড ও অচেনা ট্রেইলে তার ঘোড়া একেবারেই অনভ্যস্ত। ঠিকমত ছুটতে পারছে না। সে-ও পশুটার ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করছে না, কারণ জানে তাতে দম হারিয়ে ফেলবে ওটা।

অন্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে গ্রেগ ডেন। যদি ধরতে পারার আগেই জোনাথন ট্রিমেন টাউনে পৌছে যায়, তাহলে তাকে কি ভাবে সাহায্য করবে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। অনেক প্ল্যানই মাথায় আসছে, কিন্তু একটাও পছন্দ হচ্ছে না।

সামনের রাইডাররা একটা ক্রেস্ট পার হয়েই থেমে পড়ল। সামনেই টাউন। তারার আলোয় কিছু বেঢপ আকৃতির শ্যাক চোখে পড়ছে। নীরব, মনে হয় ঘুমিয়ে আছে।

স্পারের জোর গুঁতোয় ঘোড়াগুলোকে দ্রুত সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল আউটলর দল। নোলানের পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী মেইন স্ট্রীট ধরে খানিকদূর গিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল তারা। কয়েকটা বিল্ডিং ও কেবিন সারির পিছনের সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। সবগুলো বিল্ডিং ও কেবিনের দরজা-জানালা খোলা।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে আছে আরও কিছু আউটল। ওদিকে এইমাত্র জে টি থেকে আসা আউটলরা আড়ালে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামেনি, নীরবে ঘাপটি মেরে বসে আছে। কেবল ঘোড়াগুলো শব্দ করে হাঁপাচ্ছে।

জোনাথন ট্রিমেন ও তার ক্রুদের জন্য পেতে রাখা ফাঁদ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখন কেবল শিকারের ভেতরে ঢোকার অপেক্ষা।

ষোল

ফাঁদে ঢুকে পড়ল শিকার–জোনাথন এবং নিহত স্লিমের দশজন কঠোর চেহারার সতীর্থ। চোখেমুখে স্লিমের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার এবং লস্ট ভ্যালিতে ট্রিমেনের কর্তৃত্বের কথা নতুন করে সবাইকে মনে করিয়ে দেয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ। সামনে এগিয়ে চলল তারা। কি বিপদের মধ্যে পা দিয়ে ফেলেছে, কোন ধারণাই নেই। দলটা ফাঁদের ঠিক মাঝখানে পৌছতে ধারেকাছের প্রতিটা খোলা দরজা ও জানালা দিয়ে একযোগে গর্জে উঠল অসংখ্য রাইফেল, শটগান ও রিভলভার।

বিকট আওয়াজে থর থর করে কাঁপতে লাগল রোজালিন, গান মাযলের ঘন ঘন ঝলকে অন্ধকারের বুক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিরতি না দিয়ে দফায় দফায় চলতেই থাকল গুলিবৃষ্টি।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রাস্তার চেহারা বদলে গেল। মুহূর্ত আগের শূন্য রাস্তা আহত ঘোড়া আর মানুষে ভরে উঠল। আচমকা দেহের নিচ থেকে অবলম্বন সরে যেতে মাটিতে আছড়ে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে জে টি রাইডাররা, কিন্তু জান বাঁচানোর তাগিদে দ্রুত সামলে নিয়ে তারাও পাল্টা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

জোনাথনের ঘোড়া হয়তো কোন অলৌকিক ক্ষমতাবলে তখনও চার পায়ে খাড়া ছিল, আহত হয়নি। প্রথম ধাক্কা কাটতে সেটা নিয়ে আড়ালের দিকে ছুটল সে, বারবার করে সবাইকে আড়াল নিতে বলছে। যাদের সে

ক্ষমতা ছিল, তারা নির্দেশ পালন করল ঠিকই, কিন্তু আড়ালে গিয়েই পড়ল সাক্ষাৎ যমদূতের মুখে।

তাদেরকে দেখে আঁধার ফুঁড়ে এগিয়ে এল ঘাপটি মেরে থাকা মাউন্টেড আউটলরা। পিছিয়ে যেত বাধ্য করল তাদেরকে। তারপর খোলা জায়গায় পড়তেই তাদের খতম কর দেয়া হলো। ব্যাপারটা শেষ হলো 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই শেষ' হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

গ্রেগ ডেন ক্রেস্ট পেরিয়ে এসে আর এগোবার সুযোগই পায়নি, আক্রমণের তীব্রতা, ভয়াবহতা এবং আকস্মিকতা দেখে বরং পিছিয়ে আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। ওর মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হত আত্মহত্যা করা। একটু পর গোলাগুলি থামতে ঘোড়া নিয়ে কাছের একটা গলিতে ঢুকল সে, সাথে সাথে তিন রাইডার এগিয়ে এল।

'কে তুমি?' বুচ বিডেলের গলা শোনা গেল।

'ডেন। বেশি দেরি করে ফেলেছি নাকি?'

'তুমি ট্রিমেনের দলে কেন?'

'পাগল নাকি! কেবিন থেকে শুনলাম র‍্যাঞ্চ হাউসের দিক থেকে গুলির শব্দ আসছে। ব্যাপার কি দেখতে গিয়ে দু দল রাইডারকে টাউনের দিকে আসতে দেখে পিছন পিছন আমিও এলাম। একটু বেশি পিছিয়ে পড়েছি, এই যা। কিন্তু ... হয়েছেটা কি বলো দেখি?'

প্রাণ খোলা হাসি হাসল বুচ বিডেল। 'আর কি! ব্যাটাকে এতদিনে বাগে পেয়েছি। প্ল্যান করার সময় তুমি-টাউনে ছিলে না, অবশ্য থাকলেও নোলান তোমাকে কিছু জানতে দিত বলে মনে হয় না। তোমাকে ও পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, জানোই তো!'

'কিন্তু কেন?' বলল। 'আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে ও আমাকে দেখতে পারে না?'

আবার হাসল লোকটা। 'তোমার হিম্মত বেশি, সান। ব্যাপারটা ও পছন্দ করে না। যা হোক, ফাঁদ পেতে বুড়ো ট্রিমেনকে তার মধ্যে এনে ফেলেছি আমরা।'

'ধরতে পেরেছ?'

'আমি এখনও ঠিক জান না,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল সে। 'নোলান লোকটাক গুলি করতে নিষেধ করে দিয়েছিল। চলো, খুঁজে দেখি গিয়ে। পার্টি তো মনে হয় শেষ।'

আড়াল থেকে বের হতেই মেইন স্ট্রীটে মশাল হাতে লোকজন ঘুরছে দেখল ওরা। কেবিনে কেবিনে ল্যাম্প জ্বালানো হয়েছে। সেলুনের প্রবেশ পথে দুটো গ্যাসোলিন ফ্লেয়ার জ্বালানো হয়েছে। তা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে একটু একটু। প্রায় আধ ডজন ঘোড়া রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল ডেন। মানুষও ছয়জন। সবাই অনড়। পরীক্ষা করে দেখার দরকার হলো না। তাদের পড়ে থাকার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কেউ বেঁচে নেই। সেলুনের দিকে এগোল ওরা।

জোনাথন ট্রিমেন দাঁড়িয়ে আছে সেলুনের জোরাল আলোর সামনে। মাথায় হ্যাট নেই। বুলেটের আঘাতে শার্ট-ট্রাউজার ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, ডান হাত দেহের পাশে ঝুলছে। সিক্স গান ধরা সে হাতে। মাযল মাটির দিকে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। স্থির চোখে সামনে দাঁড়ানো নোলানের দিকে তাকিয়ে আছে।

নোলান অনড়, শান্ত। যেন কিছুই হয়নি। আউটলদের কম করেও এক ডজন গান ট্রিমেনকে কভার করছে।

'নোলান!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ট্রিমেন। 'শয়তান কোথাকার! অহেতুক এতগুলো প্রাণহানীর জন্যে একমাত্র তুমি দায়ী! তাই এর মাশুলও তোমাকেই দিতে হবে। আমি সকালের সূর্যের মুখ দেখার সুযোগ না পেলে তুমিও পাবে না মনে রেখো। তোমাকে তোমার মেকারের কাছে পাঠিয়ে তারপর মরব আমি।'

'তুমি একাই যাও না কেন!'

বুচ বিডেলের কণ্ঠ বিকৃত হয়ে কানে বাজতে ঝট্ করে ডানে তাকাল ডেন। দেখল দেহের ওপাশ থেকে গান ধরা হাত উঠে আসছে তার, ট্রিমেনকে গুলি করতে যাচ্ছে। আঁতকে উঠল ও, পরমুহূর্তে স্টিরাপে ভর করে খুব দ্রুত উঁচু হয়েই ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটার গান ধরা

হাতের কবজি দু হাতে আঁকড়ে ধরে তাকে ঠেলে স্যাডল থেকে নিয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। কিন্তু গুলি তার আগেই বেরিয়ে গেছে। বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল ডেনের।

চোখের সামনে জোনাথন ট্রিমেনকে কাত হয়ে পড়ে যেতে দেখল ও। পড়ে আর নড়ল না লোকটা, চিত হয়ে পাহাড়ের মত পড়ে থাকল। এদিকে জোর ঝাঁকি লাগায় বুচ বিডেলের হাত থেকে গান পড়ে গেছে, বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ল সেটা।

ধাক্কাটা সামলে উঠতে একটু সময় লাগল, তারপরই চোখ লাল করে হুঙ্কার ছাড়ল বিশালদেহী আউটল। 'এসবের অর্থ কি? কেন বাধা দিলে তুমি?'

'কোন পদের মানুষ তুমি, শুনি?' পাল্টা ধমক মারল গ্রেগ ডেন। 'আবার অর্থ জানতে চাইছ! তুমি জানো না আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে কাউকে গুলি করা ফেয়ার না?'

'তাতে কি? আমাকেও কোন সুযোগ না দিয়ে ভ্যালি থেকে বের করে দিয়েছিল ব্যাটা। তোমাকেও সুযোগ দেয়নি।'

'তুমি একটা মাথামোটা গর্দভ, বুচ,' নোলান শান্ত গলায় বলল। 'আমি তোমাদেরকে বলিনি ওকে হত্যা করা চলবে না? ডেন বাধা না দিলে এতক্ষণে কাজটা করেই ফেলতে তুমি। ড্যাম ইউ! আমি বলেছি ট্রিমেনকে আমি জ্যান্ত চাই।'

লোকটার সাথে গোঁয়ারের মত তর্ক বাধিয়ে দিল বুচ। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। ওর মেয়েটার ব্যাপারে একটা চুক্তিতে আসতে চাও তুমি, সেই জন্যে তো? দেখো, নোলান, সবকিছুতে বাগড়া দিতে এসো না! আমরা সব কাজ তোমার চাওয়া অনুযায়ী করছি না।'

'শোনো, আহাম্মক,' এবার ভীষণ ঠাণ্ডা আর শুকনো শোনাল তার কণ্ঠ। 'তোমার নয়, এখানে যা যা ঘটছে, সব আমার ইচ্ছেয় ঘটছে। সবার স্বার্থের কথা ভেবেই কাজ করছি আমি। কার প্ল্যানমত এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল? আমার। সবাই জানে, আমার। কার প্ল্যানের ফাঁদে পা দিয়েছে ট্রিমেন? সবাই জানে।

'জিজ্ঞেস করা হলে সবাই আমার কথাই বলবে, তোমার কথা কেউ বলবে না। বুঝতে পেরেছ? নেতা হিসেবে শুধু কথায় নয়, প্রয়োজন পড়লে অনেক কাজে আমাকে সাহায্যও করবে তারা। কারণ সবাই জানে, আমি তাদের সবার স্বার্থের কথা ভেবেই কাজ করছি। এবার দয়া করে চুপ করো, নইলে এমন কিছু করব, যাতে তুমি আর ডেন, দুই ঝামেলা একবারে শেষ করে ফেলা যায়।'

চোখ পিট পিট করে তাকাল বুচ বিডেল। আস্ত বেকুবের মত নোলানের দিকে তাকিয়ে থাকল। কথা জোগাচ্ছে না মুখে। ভেতরে ভেতরে জবর একটা ঝাঁকি খেয়েছে। বুঝতে পেরেছে কথাটা মিথ্যে বলেনি জেন্টলম্যান জ্যাক। লোকটা দেখতে ছোটখাট হলে কি, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে আজ এমন এক পর্যায়ে উঠে এসেছে, যেখানে পৌঁছার ক্ষমতা তার পক্ষে কোনদিনও অর্জন করা সম্ভব হবে না।

কাজেই ক্ষমতার স্বাদও কোনদিন ভাগ্যে জুটবে না। হঠাৎ তার মনে হলো দৈত্য থেকে পিগমিতে পরিণত হয়েছে সে। খুব রাগ হলো তার। কিন্তু করার কিছু নেই বুঝতে পেরে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকল। রীতিমত অসহায় বোধ করছে। একটু পর সচকিত হলো সে, বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে গান খোঁজার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জোনাথনকে নড়তে দেখে চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রেগ ডেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে। তাহলে আঘাতটা মারাত্মক কিছু নয়! আস্তে আস্তে উঠে বসল র‍্যাঞ্চার। কপালের পাশে রক্ত দেখে বোঝা গেল ওখানে গুলি লেগেছিল। কিন্তু না, লাগেনি। শেষ পর্যন্ত কপালের পাশে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে।

একটু পর উঠে দাঁড়াল সে, টলছে একটু একটু। কেউ তার গানটা নিয়ে গেছে। জেন্টলম্যান জ্যাক তার দিকে ফিরে মৃদু গলায় বলল, 'ট্রিমেন, তুমি আমার বন্দি। তোমার ভাগ্য এখন আমার মুঠোয়।' মিটিমিটি হাসি মুখে অপেক্ষমাণ জনতা দিকে ফিরল সে। মেন, তোমরাই বলো এর কি সাজা হতে পারে?'

'মৃত্যুদণ্ড!' পার্ডি চেঁচিয়ে উঠল। 'ফাঁসি দাও ওকে!'

এক হাত তুলল সে। 'সম্ভব না। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে একে। আইনে আছে এবং এখানে আমরা সবাই আইন মেনে চলা নাগরিক। তাই না?'

আউটলদের মধ্যে হাসির রোল উঠল।

'ব্যাপারটা আপাতত স্থগিত থাক তাহলে,' বলল সে। 'লোকটাকে হাত-পা বেঁধে কোন কেবিনে ভরে রাখো। নিউট, বুচ, ক্রফোর্ড আর ওয়াল্টার্স, তোমরা কেবিনের গার্ডে থাকবে। সকালবেলা আমরা ওর বিচার করব।'

দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করল গ্রেগ ডেন। মনে হলো, ক্ষমতার স্বাদ বেশ ভালমতই পেয়েছে লোকটা। এর মধ্যেই নিজেকে বিরাট কিছু ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যদি মাঝখানে এডনার ব্যাপারটা না থাকত, তাহলে এতক্ষণে হয়তো ট্রিমেনকে চিরতরে পথ থেকে সরিয়ে দিত।

'এই জিগারদের নিয়ে কি করব?' কেউ চেঁচিয়ে বলতে ঘুরে তাকাল ডেন। দেখতে পেল পাঁচজন জে টি হ্যান্ডকে ঘিরে বসে আছে একদল আউটল। তাদের মধ্যে জেড স্টোন ও টেক্সাসকে চিনতে পারল। জেডের সারামুখে রক্ত, টেক্সাসের এক হাত শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলে আছে। বাকি ক'জনকে চেহারায় চিনলেও নামে চেনে না ও। সবাই কমবেশি আহত।

'ঘোড়ায় চড়িয়ে পাহাড়ের ট্রেইল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। পরে যদি এখানে কেউ মুখ দেখায়, সোজা গুলি করে মারা হবে। যাদেরকে ভ্যালি থেকে বের করে দেয়া হতো, তাদের বেলায় এটাই তো ট্রিমেনের আইন ছিল, কি বলো?'

ঘোড়া নিয়ে এসে লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে সেগুলোর পিঠে তুলে দেয়া হলো। একদল আউটল সেগুলোকে এসকর্ট করে পাহাড়ের ট্রেইলের দিকে নিয়ে চলল। ডেনের অচেনা তিনজন জে টি হ্যান্ডের অবস্থা তেমন সুবিধের মনে হলো না। স্যাডলে টলছে তারা। তবে জেড ও টেক্সাস মাথা উঁচু করে খাড়া বসে আছে।

তাদের পিছনে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখছে জোনাথন ট্রিমেন। সে-ও মাথা উঁচু করে আছে। তার চাউনিতে এমন এক

ধরণের আগুন আছে যাকে কোনভাবেই জয় করা যায় না। মানুষটাকে দেখে সিংহের কথা মনে পড়ল গ্রেগ ডেনের–আহত, পরাজিত, কিন্তু তারপরও উন্নতশির, রাজাধিরাজ।

একটু পর হাত বেঁধে সেলুনের কাছের এক শ্যাকে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বাইরে থেকে লক করে দেয়া হলো। ক্রফোর্ড ও ওয়াল্টার্স চলে গেল শ্যাকের পিছনে, সেদিকটা গার্ড দিতে। বুচ আর নিউট থাকল সামনের দরজার পাহারায়।

ঘুরতে গিয়ে নোলানকে ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। চোখমুখ কি এক চাপা আনন্দে ঝলমল করছে। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি। 'আমাদের পার্টি মন্দ হয়নি, কি বলো? আরও আগে এলে তুমিও কিছুটা অংশ নিতে পারতে এর মধ্যে। তাছাড়া যখনই জোনাথনের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে যাই, তখই তুমি গরহাজির থাকো। এরকম হলে মিস তো করবেই। এবার থেকে আমাদের সাথে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করো।'

ডেনও হাসল তার হাসির সাথে তাল রেখে। 'তুমি তাহলে এখন ভ্যালির নতুন লর্ড? আমি আছি। অন্তত জোনাথনের বিচারের রায় হওয়া পর্যন্ত তো অবশ্যই।'

'থেকো। দশটায় সেলুনে বিচার শুরু হবে।'

পিছন থেকে তার চলে যাওয়া দেখল ডেন। সেলুনে ঢোকার আগে ইশারায় অপেক্ষমাণ লাউঞ্জারদেরকে ভেতরে আহবান জানাল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জে টি-র উদ্দেশে ধীরগতিতে ঘোড়া ছোটাল ডেন। জোনাথনকে এই সমস্যার হাত থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

ডেন ভাবল, লোকটার জন্য কিছু করতে হলে এখনই সময়। প্রথম সাহায্য করা যায় মিসেস ট্রিমেন ও এডনাকে র‍্যাঞ্চ থেকে সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে। ওখানে তাদের থাকা একদম নিরাপদ না। জে টি-র দিকে মাইলখানেক এগোতে হ্যাঙ্কের সাথে দেখা হয়ে গেল। টাউনের দিকে যাচ্ছিল লোকটা। জোনাথন ও তার ক্রুদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তাকে জানাল যুবক। ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে তা-ও জানাল।

হায় হায় করে উঠল লোকটা। 'জোনাথনের মত একজন বন্ধু তাহলে সত্যিই হারালাম আমরা?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আমি কিন্তু জানতাম, এই হবে শেষ পর্যন্ত। এখন মা আর এডনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব র‍্যাঞ্চ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'আমিও তাই ঠিক করেছি।'

'প্রথম সুযোগেই ব্যাটার বুক গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব আমি,' টাউনের দিকে তকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল লোকটা। 'তারপর মরলে মরব। কোন দুঃখ থাকবে না।'

'হুড়োহুড়ি করে কিছু করতে যেয়ো না,' ডেন পরামর্শ দিল। 'যা করার খুব চিন্তা-ভাবনা করে করতে হবে। নইলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

র‍্যাঞ্চে সবাই জেগে আছে দেখা গেল। ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই কারও চেহারায়। টাউনের কোন খবরের আশায় গ্যালারি আর ঘর, ঘর আর গ্যালারি করছে। গ্রেগ ডেন জোনাথনকে না নিয়েই ফিরেছে দেখে অজানা আশঙ্কায় মা-মেয়ের বুক কেঁপে উঠল। মিসেস ট্রিমেন পাথর হয়ে গেল।

এডনা কোনমতে বলল, 'বাবা ...?'

'ভয় নেই,' ডেন আশ্বস্ত করল। 'বেঁচে আছে। তবে পরিস্থিতি ভাল না। বড় ধরনের ফাইট হয়েছে টাউনে, তোমাদের কিছু হ্যান্ড আহত হয়েছে।'

'বাবা কোথায়?'

'নোলানের হাতে বন্দি হয়েছে। সে তার বিচার করবে। মনে হয় পাহাড়ে নির্বাসনে পাঠানো হবে জোনাথনকে। এ ব্যাপারে এখনই কিছু করার নেই আমাদের। চেষ্টা করলে পরে হয়তো ...'

'পরে কেন?' এক মাথা গরম কাউবয় বাধা দিল। 'এখনই কিছু করলে অসুবিধে কি?'

'প্রথম অসুবিধে হলো, টাউনে যাওয়ার মত ঘোড়া নেই তোমাদের।' হেঁটে যেতে চাইলে যেতে পারবে, কিন্তু একশজন আউটলর বিরুদ্ধে লড়তে পারবে? সংখ্যাটা একটু বেশি হয়ে যায় না? কাজেই সে চেষ্টা করে

লাভ নেই। জোনাথন বেঁচে আছে এবং নোলান যদ্দূর মনে হয় তাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেবে। যদি তাই হয়, তাহলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। এখন আমরা যা করতে পারি, তা হলো মিসেস ট্রিমেন আর এডনাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা।'

'আমি এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না, ডেন,' একদম শান্ত কণ্ঠে বলল মা। 'এডনাও যাবে না। কারণ এটাই আমাদের একমাত্র জায়গা। তাছাড়া আমরা চাইলেও এখন র‍্যাঞ্চ ছাড়া সম্ভব নয়, কারণ আমাদের একটাও ঘোড়া নেই। হ্যান্ডদেরও নেই।'

'ওয়াগন আছে। আমরা টাউনে ...'

মাথা নাড়ল মিসেস ট্রিমেন। 'তাতে সমস্যা আরও বাড়বে। না, ডেন, আমরা যাচ্ছি না।'

'মা ঠিকই বলেছে, ডেন,' এডনা বলল। 'লস্ট ভ্যালিতে আমার জন্ম। জন্মের পর থেকে এটাকেই আমার বাড়ি বলে জেনে এসেছি। কাজেই আমরা যাচ্ছি না।'

দ্রুত মাথা নাড়ল ও। 'বুঝতে পারছ না, এখানে তোমাদের থাকার কোন উপায় নেই। কারণ ওরা যে কোন সময় এসে র‍্যাঞ্চ হাউসে আগুন ধরিয়ে দেবে, তোমাদের না খেয়ে মরার ব্যবস্থা করবে। আমি সে জন্যে একটা ভাল উপায় ভেবে রেখেছি। সেটা হলো, ওয়াগনে করে তোমাদের দুজনকে হিচ করে টাউনে নিয়ে যাব আমরা। হ্যান্ডরাও সবাই সাথে যাবে।

'টাউনের একটু আগে তোমরা দু'জন ওয়াগন থেকে নেমে গ্র্যানির ওখানে চলে যাবে। আমি তার সাথে কথা বলে এসেছি, কোনমতে সেখানে পৌঁছানো গেলে সে তোমাদেরকে লুকিয়ে রাখবে। হ্যান্ডদেরকে নোলানের হাতে তুলে দেব আমি,' কঠিন চেহারার অপর এক হ্যান্ড কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল।

'আগে আমাকে কথা শেষ করতে দাও। আমি নোলানকে গিয়ে বলব, তোমরা সবাই আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, কিন্তু ঘোড়া নেই বলে টাউনে আসতে পারছ না। সে তখন খুশি মনেই ঘোড়ার ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদেরকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেবে। কারণ তার জন্য সেটাই হবে সবচেয়ে

নিরাপদ ব্যবস্থা। তোমরা সেখান থেকে পিউমা কাউন্টিতে চলে যাবে। বব আছে সেখানে। সবাই মিলে ....

'ও যা বলছে তাই করা উচিত,' ডেনের বলা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল হ্যাঙ্ক স্টেবিন। 'এর চেয়ে আর ভাল কোন প্ল্যান হতে পারে না।'

মিসেস ট্রিমেন মাথা দোলাল। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। অল রাইট, বয়েজ। তোমরা রেডি হয়ে নাও!'

'আমারও খুব পছন্দ হয়েছে এই প্ল্যান,' এক হ্যান্ড বলল। 'বিশেষ করে ফিরে আসার অংশটুকু। তাতে যদি নোলানের পিছনদিকে লাথি মারার একটা সোনালী সুযোগ আসেই, আমি তা হারাতে চাই না।'

'তাহলে যা বলছি তাই করো। আর খেয়াল রেখো, কেউ মা আর মিস এডনার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে, ওরা ভ্যালি থেকে কোথাও যাবে না বলে দিয়েছে।'

সূর্য ওঠার সামান্য আগে জে টি-র ওয়াগন নিয়ে টাউনে ঢুকল গ্রেগ ডেন। ধুলোর ঝড় তুলে সেলুনের সামনে থেমে পড়ল। দশজন র‍্যাঞ্চহ্যান্ড নিয়ে এসেছে ও। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল সেটাকে ঘিরে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ফিটফাট জেন্টলম্যান জ্যাক। চেহারায় রাত জাগার কোনরকম চিহ্নই নেই।

'এই নাও, জে টি আউটফিটের বাকি সবাইকে নিয়ে এলাম,' স্যাডল থেকে নামতে নামতে বলল গ্রেগ ডেন।

উৎসুক চোখে লোকগুলোকে দেখল সে। 'শুধু এরা কেন? মেয়েরা এলো না যে!'

'মেয়েমানুষ!' শ্রাগ করল ডেন। 'মা-মেয়েকে অনেক বুঝিয়েছি পাসে চলে যাওয়ার ব্যাপারে, কাজ হয়নি। ওরা বলেছে, মরে গেলেও ভ্যালি ছেড়ে যাবে না। কি আর করবে, ট্রিমেনের সাথে এদেরকেও পাহাড়ে পাঠিয়ে দাও।'

মৃদু হাসল জেন্টলম্যান জ্যাক। 'মেয়েরা একা একা থাকবে কিভাবে? আচ্ছা, দেখি ওদের জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায়। আগে এদের ব্যবস্থা

করা দরকার, কি বলো! এদেরকে আগেই পাহাড়ে ভাগিয়ে দিই, জোনাথনের ব্যবস্থা যখন হওয়ার হবে,' কাছে দাঁড়ানো এক আউটলর দিকে ফিরল সে। 'অ্যাই, কোরাল থেকে দশটা ঘোড়া বের করে নিয়ে এসো। পাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে এসো এদেরকে।'

ভিড় করে থাকা উৎসুক জনতার মধ্যে দিয়ে লোকগুলোকে ওয়াগন থেকে নামিয়ে এনে ঘোড়ায় তুলে দেয়া হলো। তারপর একদল আউটল তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের পথে রওনা হয়ে গেল। নোলান ও ডেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করল ব্যাপারটা। দলটা চোখের আড়ালে চলে যেতে লম্বা হাই তুলল ডেন।

'যাই, একটু চোখ বুজতে না পারলে আর চলছে না। আমার মাথা কোন কাজ করছে না।'

'যাও, কোথাও গিয়ে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নাও,' নোলান বলল। 'কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ো না যেন, একটু পর বিচার শুরু হতে যাচ্ছে। আমার গেস্ট হয়ে টাউনের যেখানে খুশি থাকতে পারো তুমি।'

'ঠিক আছে। স্টোর বার্নে যাই তাহলে।'

নোলান কিছু সময় ওর মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ডেন, সত্যি করে বলো তো তুমি আসলে কে?'

'সময় হলে নিশ্চই জানতে পারবে। এখন চলি।' হাত নেড়ে হাসি মুখে চলে গেল যুবক।

কিছুদূর যেতে হ্যাঙ্ককে দেখতে পেল, ওর জন্যই অপেক্ষা করছে। মিসেস ট্রিমেন আর এডনাকে গ্র্যানির জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে সে। দুজনে বার্নে গিয়ে হে লফটে শুয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু ডেনের ঘুম এল না।

শুয়ে শুয়ে জোনাথনকে জেন্টলম্যান জ্যাকের আক্রোশের হাত থেকে বাঁচানোর উপায় নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। ওর ধারণা, তাকে সে পাহাড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে ঠিকই, তবে সেখানে পৌঁছে কোন আউটল যাতে প্রথম সুযোগেই তাকে খুন করে, সেটাও নিশ্চিত করবে। কেননা জীবিত জোনাথন ট্রিমেন তার জন্য অনেক বড় হুমকি।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসতে উঠে বসল গ্রেগ ডেন, ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে সামনে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ মনে মনে বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করে বৃদ্ধকে ডেকে তুলল। 'শোনো, ওল্ড-টাইমার, মনে হয় ট্রিমেনকে বাঁচানোর একটা বুদ্ধি পেয়েছি।'

'কি?' লম্বা হাই তুলে চোখ ডলতে লাগল হ্যাঙ্ক। 'বলো।'

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করে গেল ডেন।

'কাজ হতে পারে,' ফিসফিস করে বলল বৃদ্ধ। 'না, হতে পারে না, হবেই। হতেই হবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

***

প্রচণ্ড ভিড় সেলুনের ভেতরে। মানুষ গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে, তারপরও জায়গা হচ্ছে না। জোনাথন ট্রিমেনের বিচারের রায় শুনতে এসেছে সবাই। বিচারক হয়েছে জেন্টেলম্যান জ্যাক নোলান, প্রসিকিউটর বুচ বিডেল এবং জুরির দায়িত্ব পালন করছে বারোজন আউটল।

আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে আরেকদিকে ফিরে বসে থাকল ট্রিমেন, জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না। অভিযোগকারীদের তলব করা হলো এবার। একের পর এক সাক্ষী এসে তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলতে লাগল।

এক সময় সে অপরাধী প্রমাণিত হলো, এবং গ্রেগ ডেন বিচারের যে রায় হবে ভেবেছিল, ঠিক তাই হলো। পাহাড়ে নির্বাসনের সাজা দেয়া হলো তাকে এবং সে কথা এমনভাবে ঘোষণা করা হলো, যাতে তারপর কি ঘটবে, কারও বুঝতে সমস্যা না হয়। একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে আঘাত করার মাধ্যমে বিচার কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছিল নোলান, এমন সময় এক হাত তুলে সামনে এসে দাঁড়াল ডেন।

'ইয়োর অনার এবং সম্মানিত জুরি মহোদয়গন, আমি এই লোকের বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি। অতীতের আরও গুরুতর এক অপরাধের সাজা পাওনা আছে এই লোকের। হাইওয়ে রবারি ও নরহত্যার অপরাধ। বাইশ বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়া কোর্টে তার বিরুদ্ধে

এ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় এবং মৃত্যুদণ্ড হয় লোকটার। কিন্তু রায় কার্যকর হওয়ার আগেই সে পালিয়ে যায়। লোকটা এখানে আছে খবর পেয়ে আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

চারদিকে মৃদু গুঞ্জন উঠল। বিস্ময় আর সম্মতি প্রকাশ করতে লাগল জনতা। মুহূর্তের জন্য ডেনের ভয় হলো ও ব্যর্থ হয়েছে, ব্যাপারটা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু না, পেয়েছে। নোলান হাত তুলে চুপ করতে বলল জনতাকে। তার চোখে সন্তুষ্টি।

'এতক্ষণে বুঝলাম,' হাসি ফুটল তার মুখে। 'জেন্টেলমেন, এই লোক, গ্রেগ ডেন একজন ল অফিসার। আমি আগেই শুনেছি, দুই আউটলর খোঁজে কিছুদিন আগে ভ্যালিতে এসেছে এই লোক। তাদের একজন ছিল ওয়াইওমিং, গতকাল এর সাথে শো-ডাউনের সময় মারা গেছে সে। অন্যজন একটু আগে পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। জোনাথন ট্রিমেনই সেই ব্যক্তি। আমরা সবাই দেশের আইন মেনে চলা নাগরিক, তাই না? তাই আমাদেরকে আইনের চাহিদা পূরণ করতে ট্রিমেনকে এর হাতে তুলে দিতে হবে। কংগ্রাচুলেশনস্, গ্রেগ ডেন।

'জোনাথন ট্রিমেনকে তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে যেতে পারো। লোকটা যাতে আবার কোন কায়দা করে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্যে তার এসকর্ট হিসেবে আমি ক্রফোর্ড এবং ওয়াল্টার্সসহ মোট পাঁচজন লোককে তোমার সাথে দিচ্ছি।'

হাত নেড়ে কোর্টের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করল জেন্টলম্যান জ্যাক। মনে মনে ভীষণ সন্তুষ্ট। এরইমধ্যে আয়োজন ঠিক করে ফেলেছে তার পাঁচজন এসকর্ট নিয়োগ করার বুদ্ধিটা কিভাবে গোটা অধ্যায়টার ওপর সর্বশেষ প্রলেপ বোলানোর কাজ করবে।

ওয়াল্টার্স ও ক্রফোর্ড তার একান্ত বিশ্বস্ত লোক। অফিসার গ্রেগ ডেন বা তার বন্দি জোনাথন ট্রিমেন, কেউ যাতে জীবিত অবস্থায় পাহাড়ের ওপাশে পৌছতে না পারে, তাদের দিয়ে সেটা নিশ্চিত করবে সে। মা ট্রিমেন বা এডনা কোনদিনও তাদের শেষ পরিণতির কথা জানতে পারবে না।

সতেরো

ডেনের যাত্রার যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ওয়াল্টার্স আর ক্রফোর্ড সাপ্লাইয়ের বড় বড় প্যাকেটগুলো ওয়াগনে গুছিয়ে রাখা ও বাঁধাছাদার কাজ তদারক করছে। ডেন এই ফাঁকে হ্যাঙ্কের সাথে নিচু কণ্ঠে জরুরি কিছু আলাপ সেরে নিচ্ছে।

'তুমি এখনই পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে যাও। তবে কেউ যেন বুঝে না ফেলে কোনদিকে যাচ্ছ। পাসের ভেতর দিয়ে ঘুরে এসে টেক্সাসদের সাথে দেখা করো। আমার প্ল্যান জানাও ওদেরকে। আর সকালের কাউহ্যান্ডরা পিউমা কাউন্টির পথে রওনা হয়ে গেছে কিনা খোঁজ নাও। তারপর সময়মত আমাদের পিছন পিছন আসবে।'

'তুমি মনে হয় আমার মত হয়ে গেছ।'

'কিরকম?'

'এই যে, ওয়াল্টার্স আর ক্রফোর্ডকে বিশ্বাস করতে পারছ না।'

হাসির আভাস ফুটল ওর মুখে। 'ঠেকায় পড়লে আমি র‍্যাটল সাপকেও বিশ্বাস করতে রাজি আছি, কিন্তু ওদেরকে নয়। কারণ আমি জানি, জোনাথন বা আমি যেন কোথাও পৌঁছতে না পারি, তা নিশ্চিত করতেই নোলান ওদেরকে আমাদের সাথে পাঠাচ্ছে। বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা সারাক্ষণ আমাদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস নেবে আর ছাড়বে। আমি কি করছি, কার সাথে কথা বলছি, আড়াল থেকে সবদিকে নজর

রাখছে লোকটা। হয়তো তোমার ওপরেও রাখছে। তাই তোমাকে টাউন থেকে বেরোবার সময় খুব সাবধান থাকতে হবে।'

'আমাকে লোকটা বেশি একটা গুরুত্ব দেবে না,' হ্যাঙ্ক শ্রাগ করে বলল। 'পরে হয়তো দেবে, বীচিতে গুঁতো খেলে। সে যাকগে', মা আর এডনার ব্যাপারে কি হবে?'

চেহারা কঠোর হয়ে উঠল ওর। 'এ ব্যাপারে আপাতত চিন্তা করার কিছু নেই আমাদের। গ্র্যানি ওদেরকে লুকিয়ে রাখবে। নোলানকে আমি বলেছি ওরা র‍্যাঞ্চে আছে। ব্যাটা নিশ্চই র‍্যাঞ্চে যাবে। গিয়ে যখন পাবে না, ভাববে ওরা ভ্যালি ছেড়ে চলে গেছে। তখন হয়তো সে দুই পাসের মধ্যে দিয়ে দু দল লোক পাঠাবে তাদেরকে ধরে আনতে। এই জন্যেই তোমাকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে যাতে ওদের সামনে পড়ে না যাও।'

একটু ভাবল ও। 'আশা করি ট্রেইলে ববের সাথে আমাদের দেখা হবে। মনেপ্রাণে চাইছি নোলান মেয়েদেরকে খুঁজে বের করার আগেই যেন আমরা ভ্যালিতে ফিরে আসতে পারি।'

'সেটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ,' হ্যাঙ্ক বিড়বিড় করে বলল। 'নইলে আমরা দুজন কিচ্ছু করতে পারব না। সবাই যদি একজোট হতেও পারি, তারপরও সংখ্যার বেলায় এরা আমাদের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি হবে।'

বৃদ্ধকে বিদায় করে ও নিজে কিছু সময় কাজ যাত্রার প্রস্তুতি তদারকী করল। ওয়াল্টার্স ও ক্রফোর্ডের সাথে এটা-সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার ভান করল। এক আউটলকে কেবিনে পাঠাল ওর প্যাক হর্স নিয়ে আসতে। এডনার সাথে দেখা করে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু হোটেলের কাছে যেতে সাহস হলো না।

যদিও হ্যাঙ্ক বারবার নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে মা ও এডনার টাউনে আসা আউটলদের কেউ দেখতে পায়নি, সবাই তখন সেলুনে জোনাথনের বিচার দেখায় ব্যস্ত ছিল। তবু না। যাত্রার সকল প্রস্তুতি শেষ হতে জোনাথনকে নিয়ে আসা হলো। আগের মতই ঋজু, উন্নতশির।

স্যাডলে বসিয়ে দেয়া হলো তাকে, ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে দু পায়ের গোড়ালী এক করে বেঁধে ফেলা হলো। হাত খোলা থাকল। সাধারণ

মানুষ ও একদল আউটল সারাক্ষণ তাদেরকে ঘিরে ধরে থাকল। শেষ মুহূর্তে নোলান বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। ব্যাট উইং এন্ট্রান্সের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল ওয়াল্টার্স ও ক্রফোর্ডের উদ্দেশে।

'নাইস ট্রিপ, বয়েজ! ট্রিমেনের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আর গ্রেগ, তোমার চেহারা দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে, এদিকে আর এসো না।'

মাথা ঝাঁকাল গ্রেগ ডেন। বোঝাতে চাইল তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, কাজেই তারও আসার ইচ্ছে নেই। 'একজন সামনের প্যাক হর্সের সাথে থাকো,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল। 'তারপর ওয়াল্টার্স আর ক্রফোর্ড থাকবে। তারপর ট্রিমেন আর আমি থাকব। বাকিরা থাকবে আমাদের পিছনে। অল রাইট, লেট'স গো!'

দলটা বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল নোলান, তারপর সেলুনে ফিরে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছে কি না। চলছে। লিভিং কোয়ার্টার্সে চলে এল সে। শেভ, গোসল সেরে বাইরে যাওয়ার জন্য নিজেকে বেশ যত্নের সাথে প্রস্তুত করল। বাইরে মানে, জে টি-তে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। সূর্য ডোবার আগেই সেখানে পৌঁছতে চায়।

কারণ মা এবং এডনা, কুক হিসেবে দুজনেই চমৎকার। অপূর্ব রান্না করতে পারে। ওখানে সাপার খেয়ে সারাদিনের অনিয়মের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ইচ্ছে আছে তার। ফিটফাট হয়ে নিচে এসে একজনকে তার ঘোড়া আনতে কোরালে পাঠাল সে। হিচিং র‍্যাকের কাছে বুচ বিডেল ও নিউট পার্ডি দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলল, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমরা সবকিছু দেখেশুনে রেখো।'

নিউট হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'কলিঙে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

খানিক পর প্রায় গোড়ালী ডোবানো ধুলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল সে। ওপেন ট্রেইলে উঠে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল। বেশি তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। চলার পথে দুদিকের বিস্তৃত রেঞ্জের দিকে গর্বিত

ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল সে। এই অঞ্চলের সবকিছু এখন তার। সবকিছু। ট্রিমেনের সাথে এসবের আর কোন সম্পর্ক নেই। থাকবে না। ক্রফোর্ড ও ওয়াল্টার্স তা নিশ্চিত করে ফিরবে।

তাছাড়া ট্রিমেনকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ডেনের হাতে তুলে দেয়ার কোন কারণ আছে বলেও সে মনে করে না। কেননা দূরত্ব অনেক, এরমধ্যে তার কোন ভুলচুক হয়ে গেলে লোকটা আবার পালিয়ে যেতে পারে। যদি তেমন কিছু ঘটে, সে জানে, ট্রিমেন ভ্যালিতে ফিরে আসবে এবং অবশ্যই সবার আগে তাকে খুন করবে। আর গ্রেগ ডেনের মত আপদকে বেশিদিন দুনিয়ায় থাকতে দেয়া ঠিক না।

অবশ্য তারপরও রবার্ট ট্রিমেন নামের আরেক আপদ রয়ে গেল। কিন্তু ওকে ততটা গুরুত্ব দেয় না সে। ছেলেটা বাইরে কোথাও আছে, কার নাকি রেকর্ড চেক করতে গেছে। ফিরে এসে দেখবে সবকিছু উল্টে গেছে। অল্প বয়স আর রক্তের গরমে কিছু হয়তো করে বসতে চাইবে, কিন্তু পারবে না। ওকেও থামিয়ে দেয়া হবে। কাজটা নিউট পার্ডিকে দেয়া হবে হয়তো। লোকটা শীতল, বিপজ্জনক এবং অদম্য। নিজের কাজ ভালই বোঝে। লেফটেন্যান্ট হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু বুচ বিডেলকে হিসেবের বাইরে রাখতে হবে। তাকে দিয়ে কোন ঠাণ্ডা মাথার কাজ হবে না।

মেয়েদেরকে কিভাবে সামাল দেবে, তা-ও ভেবে রেখেছে জ্যাক নোলান। জে টি-র ওপর তার লোকই হামলা চালিয়েছে বা সে ট্রিমেনের সাথে কোনরকম প্রতারণা করেছে, তা এখনও ওরা জানে না। শেষের ব্যাপারটা হয়তো কারও মাধ্যমে জেনে ফেলবে, কিন্তু তাতে কি? সে তো স্রেফ জাজের দায়িত্ব পালন করেছে। আগের রাতে সে কি ট্রিমেনকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেনি? ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে নির্বাসনে দিয়েছে, এটা নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হতে পারে না!

র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে এল। র‍্যাঞ্চ হাউসটা দেখে কেমন সন্দেহ হলো তার। খালি খালি লাগছে না? কেউ নেই নাকি? এত অন্ধকার কেন ঘরের ভেতরে? মাটিতে তিনটা পোড়া কাঠের কালো স্তূপ দেখতে পেল নোলান। ভস্ম হয়ে যাওয়া দুটো বাঙ্ক হাউস এবং একটা মেস

শ্যাকের অবস্থান নির্দেশ করছে সেগুলো। কোরালের ওপাশে আরেকটা কালো দাগ দেখা গেল—ওটা হে স্ট্যাক। কোরালের গেট হাঁ করে খোলা, ভেতরে একটা গরুও নেই।

হিচিং র‍্যাকের কাছে নামল সে। ঘোড়া সতর্কতার সাথে র‍্যাকে বাঁধল। হ্যাট খুলে এক হাতে নিয়ে আরেক হাতে শার্ট-প্যান্টে লেগে থাকা ধুলো ঝাড়ল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে সিঁড়ি ভেঙে গ্যালারীতে উঠে বন্ধ দরজায় টোকা দিল। সাড়া না পেয়ে আবার টোকা দিল। তবু ভেতরে কারও এগিয়ে আসার বা আর কোন শব্দ উঠল না। সরু হাসি ফুটল তার মুখে। মেয়েরা ভয় পেয়েছে হয়তো।

দরজা খুলতে গিয়ে বোকা হয়ে গেল। খোলা! ভেতরে আলো নেই। ঢুকে পড়ল নোলান। নীরব। সম্পূর্ণ নীরব এবং অন্ধকার। ভীষণরকম অস্বস্তিকর। 'এডনা!' চেঁচিয়ে ডাকল সে। প্রতিধ্বণিত হলো তার ডাকটা, কিন্তু কোন জবাব এল না। ধীর পায়ে কিচেনে দিকে এগিয়ে গেল সে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল। নাহ্, এখানেও মেয়েরা কেউ নেই। কেন?

এখন সাপারের সময়, অথচ এ বাড়ির স্টোভে কোন ধূমায়িত পট নেই। এমনকি স্টোভটাও জ্বলছে না পর্যন্ত। ভুরু কুঁচকে ঘুরে দাঁড়াল সে। ব্যাপার কি!' ধীর পায়ে সারা বাড়ি ঘুরে দেখল। রুমগুলোয় তো বটেই, কোনা-কানচি, ক্লজিটের ভেতরে বা বেডের নিচে, কোথাও খুঁজতে বাদ রাখল না। কোথাও নেই মেয়েরা! ট্রিমেনের বউ আর মেয়ে তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছ। সত্যটা প্রবল এক ঘুসির মত আঘাত করল তার পাকস্থলীতে। এডনা নেই! চলে গেছে!

একটা খিস্তি করে বাইরে চলে এল ফিটফাট। ঘরের চারদিকে ট্র্যাক খুঁজল কিছুক্ষণ। অনেকগুলো ট্র্যাক দেখতে পেলেও সেগুলোকে আলাদাভাবে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হলো। কারণ সে রেঞ্জম্যান নয়। রাগে কাঁপতে লাগল জ্যাক নোলান। রক্ত সরে গিয়ে পুরো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। এক সময় নিজেকে ফিরে পেল সে। রোজালিনের দিকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

টাউনে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধে গড়িয়ে গেছে। ঘোড়া বেঁধে ক্লান্ত পায়ে বারের দিকে এগোল সে। কয়েক ধাপ পেরিয়ে গ্যালারি হয়ে সেলুনে ঢুকল। ভেতরে মোটামুটি ভিড় আছে। হই-চই চলছে একটু আধটু। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে বারের দিকে এগিয়ে গেল নোলান। এক হাত তুলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তৎক্ষনাৎ সমস্ত কথাবার্তা থেমে গেল। ডান্সাররা নাচ থামিয়ে দিল, গ্যাম্বলাররা খেলা বন্ধ করে দিল। সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ খুলল সে।

'আমাদেরকে ডবল-ক্রস করা হয়েছে! জোনাথন ট্রিমেনের বউ আর মেয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তারা যাতে ভ্যালি ছেড়ে যেতে না পারে, আমাদেরকে তা নিশ্চিত করতে হবে। পুরুষ মানুষদের সাহায্যের আবেদন মাঝেমধ্যে অগ্রাহ্য করা হলেও মেয়েদেরটা সাধারণত করা হয় না। তাই ওরা একবার বেরিয়ে যেতে পারলে আমাদের জন্য বড় ধরনের বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। আর্মি নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

'বুচ, তুমি পাঁচজনকে নিয়ে ডেনের পিছনে যাও। চেক করে নিশ্চিত হয়ে এসো মেয়েরা ওদের সাথে নেই। পার্ডি, তুমি পাঁচজন নিয়ে আপার পাসের দিকে যাও। সকালে যদি তাদের ট্র্যাক খুঁজে না পাও, তাহলে ফিরে আসবে। খবরদার, চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না যেন।

'জোনস, তুমি যাও দশজন নিয়ে। জে টি হ্যান্ডদের পিছনে ছোটো তুমি। না, দশজন না, তার চেয়ে বরং বিশজন নিয়ে যাও। যদি ওই দলে মেয়েরা থাকে, কোন কথা নেই, ধরে নিয়ে আসবে। বাকি যারা আছ, তোমরা সবাই পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ো। যেভাবে হোক খুঁজে বের করো ওদেরকে। যে প্রথম ওদেরকে সনাক্ত করতে পারবে, তাকে নগদ পাঁচশ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। যাও!'

আউটলদের কেউই ব্যাপারটাকে তেমন পাত্তা দিল না। খেয়ে-ঘুমিয়ে আর জেন্টলম্যান জ্যাকের বদান্যতায় বিনে পয়সায় গিলে মৌজেই সময় কাটাচ্ছে তারা, সেসব ফেলে কে যায় সারারাত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে? কিন্তু নগদের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই পুরস্কারের কথাটা কানে যাওয়ামাত্র বুনো উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই।

হুড়োহুড়ি করে দল গঠনে লেগে পড়ল তারা। ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাস্তায় লোহার নাল পরা অজস্র ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল, ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে এক সময় তা দূরাগত মেঘ ডাকার আওয়াজে পরিণত হলো। পিস্তলের গুলির আওয়াজও দু একবার উঠল, তারপর আচমকা নীরবতা।

জেন্টলম্যান জ্যাক বারের পিছনে গিয়ে বোতল আর গ্লাস নিয়ে লাগল। পিয়ানো নীরব। ডাঙ্গার মেয়েরা ফ্লোরে দল বেঁধে ফিসফিস করছে। গ্যাম্বলাররা কিছুক্ষণের জন্য খোলা বাতাসে দম নিয়ে আসতে গেছে। বারটেন্ডার কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে একটু জিরিয়ে নিতে বসেছে। একটু পর নিজের কেবিনে ফিরে এল নোলান। মনে মনে নিজেকে বারবার এই বলে আশ্বস্ত করতে লাগল, ওরা পালাতে পারবে না। দুই মেয়েছেলে, একা, বেশিদূর যেতে পারবে না। যাবেই বা কিভাবে? একে মিসেস ট্রিমেন রাইডিঙে অভ্যস্ত নয়, তারওপর ওরা কেউ ট্রেইলের সাথে পরিচিত নয়।

এই অবস্থায় যাবে কতদূর? ভ্যালিতে আসা-যাওয়ার সহজ পথ হচ্ছে দুই পাস–লোয়ার পাস ও আপার পাস। সে পথে গিয়ে থাকলে তার লোকেরা রাতে হয়তো ওদেরকে পাবে না, ছেড়ে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দিনের বেলা ফিরে আসার সময় ঠিকই ধরে ফেলবে। কিন্তু যদি ওরা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

একা দুই মেয়েছেলে, ট্রেইল চেনে না। ওরা কি পারবে সে অসাধ্য সাধন করতে? কিন্তু ওরা আসলেই একা আছে তো? না কি সাথে কোন সাহায্যকারী আছে? ডেন আছে ক্রফোর্ড আর ওয়াল্টার্সের মুঠোর মধ্যে, তার পক্ষে ওদের জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। বব তো নেই-ই। জে টি হ্যান্ডরাও সবাই পাহাড়ে। তাহলে আর থাকছে সেই ল্যাংড়া বুড়োটা, হ্যাঙ্ক স্টেবিন ...

রাউস্টঅ্যাবাউট হ্যাঙ্ক স্টেবিন। কোথায় আছে লোকটা? দুপুরে তাকে টাউনে দেখেছে সে, ডেন যখন ট্রিমেনকে নিয়ে যাত্রা করে, তখন। তারপর ... এখন কোথায়? 'ওই বুড়ো যদি এসবের মধ্যে থাকে, তাহলে

ব্যাটার ঘাড় আমি মটকে দেব,' বিড়বিড় করে প্রতিজ্ঞা করল জ্যাক নোলান।

সময় কাটানোর জন্য সলিটেয়ার খেলার চেষ্টা করল সে। কিন্তু হলো না। যা-ও বা হচ্ছিল, এডনা মেয়েটা মাথার মধ্যে ঢুকে সব গণ্ডগোল করে দিল। এডনা ছাড়া তার বিজয় কখনও সম্পূর্ণ হবে না। শুধু রাজ্য দিয়ে রাজা কি করবে যদি তার পাশে রানিই না থাকল?

সূর্য উঠি উঠি করছে, এমন সময় বাঙ্কে গিয়ে উঠল সে। সন্ধের আগে নতুন কোন খবর আসবে না জানে, তাই ঘুমিয়ে পড়ল। দিন কচ্ছপের গতিতে যেতে লাগল। নোলানের চেহারায় ক্রমে ক্লান্তি আর অস্থিরতার ছাপ ফুটছে। পানের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যা সে কখনও করে না। যত পান করছে, ততই ঠাণ্ডা, ততই কঠিন হয়ে উঠছে চেহারা। সন্ধের পর বুচ তার দল নিয়ে ফিরে এল। ধুলোয় মোড়া, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

চোখ লাল। চেহারায় রাগ এবং হতাশা। অনেক আশা নিয়ে গ্যালারিতে এসে দাঁড়াল নোলান। কিন্তু লোকটার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল। কোন খবর নিয়ে আসতে পারেনি লোকটা। অন্তত ভাল কোন খবর।

'ওয়েল!' খ্যাঁক করে উঠল সে।

স্যাডল থেকে পিছলে নেমে এল বিডেল। মাথা নাড়ল। 'লোয়ার পাসে কিছু নেই। মাঝরাতে গ্রেগ ডেনের ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম কোন অসামঞ্জস্য নেই। ওয়াল্টার্স, ক্রফোর্ডের সাথে কথা বললাম। ওরা বলল ট্রিমেনের বউ-মেয়ে তাদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষেনি। সকালে ফিরে আসার পথে ট্র্যাক খুঁজেছি,' মাথা নাড়ল। 'পাইনি। তার মানে ওরা ওই পথে যায়ইনি।'

এক ঘণ্টা পর ফিরল নিউট পার্ডি। তার রিপোর্টও হতাশাব্যঞ্জক। মেয়েরা আপার পাস হয়ে যায়নি। সে রাতটাও আশায় আশায় কাটল নোলানের। পানের কোন মাত্রা থাকল না, মেজাজ চড়ছে। মধ্য সকালের পর থেকে বাকি আউটলররা ফিরে আসতে শুরু করল। একা, জোড়ায় জোড়ায়, দল বেঁধে। কারও কাছে কোন সু-খবর নেই।

জোনসের নেতৃত্বে যে বিশজনকে জে টি হ্যান্ডদের পিছনে পাঠানো হয়েছিল, শুধু তাদের ফিরে আসা বাকি থাকল। তাই তাদের ওপর তার ভরসাও প্রতি মিনিটে বাড়তে লাগল। হ্যান্ডদের দলেই আছে মেয়েরা, ভাবল সে। সেটাই স্বাভাবিক। লোকগুলো ট্রিমেনের দীর্ঘদিনের কর্মচারী, অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এমন দিনে তারা মনিবপত্নী ও মনিবকন্যার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে, সেটাই তো হওয়া উচিত। জোনসকে সাহায্য করার জন্য আরেকটা দল গঠন করে তখনই পাহাড়ে পাঠিয়ে দিল সে। স্নায়ুর এত বেশি চাপ সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। বুচ আর নিউট খুব খুশি হলো তাদেরকে নতুন দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি দেখে।

বুচ নোলানকে ইঙ্গিত করে নিচু গলায় গজগজ করে উঠল, 'ব্যাটা ছাল ওঠা কুকুর! ও ট্রিমেনের বউ-মেয়ের খোঁজ না পেলে আমি খুশি হবো। আমি যদি ওদের দেখতে পেতাম, না দেখার ভান করে আরেকদিকে চলে যেতাম।'

পাশ থেকে নিউট ঠাণ্ডা চোখে তাকাল। 'তাই নাকি? কিন্তু নগদ টাকা পুরস্কার ...'

'পুরস্কার! পাঁচশ ডলার!' তাচ্ছিল্য ফুটল তার চেহারায়। 'আমি কি কাঙাল? তোমার-আমার কাছে পাঁচশ ডলার কি? হোল্ড আপের এত টাকার কাছে ...' থেমে অন্যমনস্ক হয়ে উঠল। 'আহ্, স্পেকের মানি বেল্টটা যে কোথায় গেল! ট্রিমেনের হাতে পড়েছে বোধহয়। নইলে পুরোটা আমাদের দুজনের হতে পারত।'

'তাই তুমি লোকটাকে খেপিয়ে তোলার ঝুঁকি নিতে চাইছ?' পার্ডি উষ্ণ কণ্ঠে বলল। 'বেশি খেতে চাওয়া ঠিক না, বুচ। হজমে গোলমাল হয়ে যেতে পারে।'

'ভয় পাই নাকি?' চাপা কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আরেকবার আমার সঙ্গে তেড়িবেড়ি করে দেখুক না, এমন ব্যবস্থা করব যাতে জীবনের মত শিক্ষা হয়ে যায়।'

লোকটাকে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা চোখে মাপল পার্ডি। 'খুব খিদে পেয়েছে। খেয়ে আসি।'

'চলো। কিন্তু রেস্টুরেন্টে আর যাচ্ছি না আমি। মুখ পচে গেছে রেস্টুরেন্টের অপদার্থ খেতে খেতে। আজ গ্র্যানির হোটেলে চলো। বুড়ি রাঁধে খুব ভাল।'

লোক দুটোকে দেখামাত্র গ্র্যানির চেহারা পাল্টে গেল। না দেখে হঠাৎ কোন ঘৃণিত বস্তুর ওপর পা দিয়ে বসলে মানুষের যেমন চেহারা হয়, ঠিক সেই চেহারায় তাদেরকে দেখল। সার্ভ করার সময় নীরবেই করল, কিন্তু আচরণ দেখে মনে হলো ভেতরে ভেতরে বেশ খেপে আছে। ব্যাপারটাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে খেয়ে উঠল দুই আউটল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় সামনের হলে র‍্যাকের কাছে কিছু একটা বুচের চোখে পড়ল। ফ্লোরে পড়ে আছে। হ্যাট নেয়ার সময় চট্ করে জিনিসটা তুলে নিয়ে সে।

'ওটা কি?' নিউট জিজ্ঞেস করল।

'পার্ডি,' ফিস্ ফিস্ করে বলল লোকটা। 'জোনাথন ট্রিমেনের বউ-মেয়ে এই হোটেলেই আছে!'

'কি বলছ তুমি?' অবাক হলো লোকটা। 'ওরা এখানে থাকতে যাবে কেন? এতবড় ঝুঁকি ...'

'আমি ঠিকই বলছি। এই দেখো,' চামড়ার তৈরি ছোট একটা গ্লাভ বের করে নিউটকে দেখাল। সেটার কাফে লাল সুতোর 'ই' ইনিশিয়াল আছে। 'এটা এডনা ট্রিমেনের।'

'তাহলে তো নোলানকে জানাতে হয়!'

'জাহান্নামে যাক ব্যাটা! ওকে কেন জানাতে গেলাম? বলেছি না আমি এডনার মত আপেল ভালবাসি? ওকে আমি খাবো। নোলান পাহাড়ে গিয়ে ছোটাছুটি করে মরুক।'

'খাওয়ার' কথায় পার্ডির জিভে পানি এসে গেল বোধহয়। চাউনি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ঠিক বলেছ!' খুশি খুশি গলায় বলল লোকটা। 'দারুণ মজা হবে তাহলে।'

'হতেই হবে।'

আরও এক রাত কাটল। এরমধ্যে নোলান নিজে একদল আউটল নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল, পরদিন দুপুরে তাদেরকে নিয়ে ফিরল সে। তিনজন মারাত্মক আহতও আছে তার মধ্যে। জোনসের দলের–জে টি হ্যান্ডদের দলে জোনাথনের বউ-মেয়ে আছে কি না দেখতে গিয়েছিল। কিভাবে কি ঘটেছে, সে তথ্য পরে জানা গেল।

ঘটনাটা এরকমঃ নোলানের নেতৃত্বে যে দল গিয়েছিল, তারা জে টি হ্যান্ডদের দেখা পায়নি, পেয়েছে নিজেদের দলের বারোজন মৃত এবং তিনজন মারাত্মক আহত আউটলকে। তাদেরকে অ্যামবুশের মধ্যে ফেলে জে টি হ্যান্ডরা এই কর্ম করেছে। তাদের অতর্কিত হামলায় বারোজন আউটল ঘটনাস্থলেই মারা গেছে, তিনজন মারাত্মক আহত হয়েছে, বাকি পাঁচজন ভাগলবা। আহতদের বক্তব্য, মেয়েরা ওই দলের সাথেই ছিল; যদিও তারা কেউ দেখেনি।

বুচ হাসতে হাসতে বারে ঢুকল। নোলানের দলের সদস্যরা ভিড় করে আছে বার কাউন্টারে। সে-ও এসে তাদের সাথে যোগ দিল। একটু পর নোলান এসে দাঁড়াল তার পাশে। লোকটাকে দেখে হাসল বুচ। জবাবে মাথা ঝাঁকাল সে।

'হ্যালো, বুচ,' শুকনো গলায় বলল। 'আমি বাইরে থাকতে এখানে তোমাদের কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'নোপ।'

বারে বাঁ কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়াল নোলান। ডান হাত দেহের পাশে শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলছে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঢোক গিলল, ঠোঁট মুছল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। 'অথবা মজার কোন ঘটনা ঘটেছে?'

'মজার ঘটনা?' তাকিয়ে থাকল বুচ, গ্লাস ধরা হাত মুখের সামনে থেমে গেছে। 'কিসের কথা বলছ?'

'এই ... কোন ধরনের আনন্দ, ফূর্তি, বা হাসির কিছু ঘটেছে কি না জানতে চাইছি আর কি! বা এমন কিছু পেয়েছ কি না যাতে "ই" ইনিশিয়াল আছে!'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠল বুচ। আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু নোলান নির্বিকার। বাঁ হাতে গ্লাস নিয়ে খেলা করছে। ডান হাত আগের মতই আছে। হাসছে। দেখে মনে হলো যেন ভারি মজা পাচ্ছে। হারামজাদা নিউট পাডি! মনে মনে বলল বুচ, তোমাকে হাতের কাছে পেলে এর শোধ তুলব আমি। 'ওহ্, ওই ... ওটা? হ্যাঁ ...'

নোলান শব্দ করে হেসে উঠল, কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। নিষ্প্রাণ হাসি। 'মজা পেয়েছ নিশ্চই? তা কিছুটা পাওয়ারই কথা। কিন্তু আমি তোমাকে বলেছি সব মজা মজা না, বলেছি না? এ জন্যে তোমাকে যে কোনদিন পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেও পারি, বলিনি?'

লোকটার শিথিল ডান হাত নড়ে উঠতে দেখল বুচ। পরক্ষণে সেটার মুঠোয় একটা খুদে ডেরিঙ্গার দেখতে পেয়ে সশব্দে আঁতকে উঠল।

'এখন আমি তাই করতে যাচ্ছি, বুচ। কারণ আমি সাধারণত কথার বরখেলাপ করি না।'

কিছু বলার সময়ই পেল না ব্ল্যাক বুচ বিডেল। ডেরিঙ্গারটা তার অজান্তে কিভাবে জেন্টলম্যান জ্যাকের মুঠোয় এল, তাও জানল না। একদম মুখের কাছে ডবল-ব্যারেল গানের কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল সে, পরক্ষণে বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় দু পা পিছিয়ে গেল।

চোয়াল ঝুলে পড়েছে, চাউনি বিস্ফারিত। শূন্যে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত হাতে কিছুই বাধল না, স ডাস্ট মোড়া ফ্লোরে থুতনি দিয়ে আছড়ে পড়ল নিঃশব্দচারী বুচ।

আঠারো

ডেনের পার্টির তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না। ও ইচ্ছে করেই জোরে যাচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে ওয়াল্টার্স আর ক্রফোর্ডকে বুঝ দিচ্ছে অনেক দূরে যেতে হবে, বেশি খাটালে পশুগুলো শক্তি-দম হারিয়ে ফেলবে, এইসব বলে। ওরা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। কারণ তাদের মধ্যে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, তৃতীয় রাতে ডেন এবং তার শিকার, দুটোকেই খতম করবে তারা।

ডেন তাদের মনের কথা জানলেও আসল কাজটা কখন ঘটবে জানে না। তবে আশা করছে সদা সতর্ক থাকলে বিপদ এড়ানো যাবে। ওর বড় একটা সুবিধা, আউটল ব্যাটারা জানে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবে ট্রিমেনকে নিয়ে। কিন্তু আসল কথাটা জানে না। ও যে ইচ্ছে করলেই যে কোন মুহূর্তে যে কোনখানে ওদের ব্যবস্থা করে ভ্যালির পথ ধরতে পারে, তা হয়তো ওরা অনুমানও করতে পারেনি।

কিন্তু তাতেও মুশকিল আছে। প্রথম মুশকিল হলো পাঁচজনের বিরুদ্ধে একা বিশেষ সুবিধে করা যাবে না. ট্রিমেনের সাহায্য প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় মুশকিল, ট্রিমেন এখন পর্যন্ত জানে ও একজন ল ম্যান এবং তাকে ধরে নিয়ে যেতেই এসেছে। ডেন ঠিক করে রেখেছে, প্রথম সুযোগেই তার ভুল ধারণাটা ভাঙিয়ে দিতে হবে। তাকেও ফাইটের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

ওয়াল্টার্সরা ওকে খতম করার কি ব্যবস্থা নিতে পারে, রাফ ট্রেইল ধরে যেতে যেতে তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ডেন। কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া সরাসরি গুলি ওরা করবে না। এরকম কিছু করতে হলে ঠাণ্ডা মাথার খুনি, ডেসপারেডোরা পর্যন্ত অন্যভাবে এগোয়। অন্তত গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো ধরণের কিছু হলেও করে। এরাও কি সেই মতলবে আছে?

সেদিন রাতের ক্যাম্প করার সময় ওয়াল্টার্সের মধ্যে সেরকম লক্ষণই দেখা গেল। যে কাজ তার জন্য বাঁধা, তা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকল লোকটা। পরে ডেনের কথায় করল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা যে পছন্দ হয়নি তা বুঝিয়ে দিতেও ছাড়ল না। সুযোগ থাকা স্বত্ত্বেও ক্রফোর্ড এর মধ্যে নাক গলাল না। এর থেকে ও যা বোঝার বুঝে নিল।

সময় হয়েছে!

এখন ওরা কিছু করে বসার আগে আঘাত হানতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হবে। ট্রিমেন একদম নীরব। এ পর্যন্ত নিজে থেকে একটা কথাও বলেনি কারও সাথে। তার সাথে যতবার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, ততবারই তাকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে ডেন। নিষ্প্রভ, চিন্তিত চাউনি। যেন নিজেকে ভাগ্যের হাতে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছে।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে মা, এড আর ববের নিরাপত্তার কথা ভেবে তড়পাচ্ছে, তা ঠিকই বুঝতে পারে ডেন। ও তাকে বলতে চায়, তুমি ভেবো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। কিন্তু ওয়াল্টর্স আর ক্রফোর্ডের কারণে কোন সুযোগই পাচ্ছে না। শ্যেন দৃষ্টিতে ওদের দিকে লক্ষ রাখছে ব্যাটারা।

ক্যাম্পে ট্রিমেনের দু হাত দেহের পিছনে বেঁধে রাখা হয়। আরেকটা দড়ি দিয়ে কোমর বাঁধা থাকে। সেটার দু মাথা আবার দুই গাছের সাথে বাঁধা থাকে। একটু ঢিলা করে অবশ্য, যাতে প্রয়োজনের সময় নড়াচড়া করতে সমস্যা না হয় লোকটার। একটা গান ট্রিমেনের হাতে পৌছে দেয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে, মাটিতে বেডরোল বিছাতে বিছাতে ভাবল ডেন। কাজটা আজই করা গেলে সবচেয়ে ভাল হয়।

কারণ সময় গড়াবার সাথে পাল্লা দিয়ে মেজাজ চড়ছে ক্রফোর্ড আর ওয়াল্টার্সের। বুঝতে পারছে ডেন। আর ভরসা করা যায় না, দেরি হয়ে

গেলে বিপদ। হয়তো ট্রিমেন তখন কোন সাহায্যে আসবে না, বরং অ্যাকশন শুরু হয়ে গেলে পাখির মত গুলি খেয়ে মরবে। কাজটা কিভাবে সারা যায়, শুয়ে শুয়ে তা নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা খাটাল ও।

কিন্তু কোন উপায় দেখতে পেল না। ক্যাম্পফায়ারের ওপাশে এক আউটলকে দেখল। গার্ড দিচ্ছে। ক্রফোর্ড আর ওয়াল্টার্স শুয়ে পড়েছে। কিন্তু ও জানে ঘুমায়নি। ব্ল্যাঙ্কেটের ফাঁক দিয়ে ডেনের ওপর নজর রাখছে। ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ লেগে এসেছিল ওর, হঠাৎ মেঘ ডাকার মত আওয়াজ শুনে উঠে বসল। রাইডার! হ্যাঙ্ক স্টেবিন্স জে টি হ্যান্ডদের নিয়ে আসছে? কিন্তু না, ওদের দলে আরও অনেক ঘোড়া থাকার কথা।

এ দলে চার-পাঁচটা ঘোড়া আছে! কারা!

গার্ডও আওয়াজ শুনে সতর্ক হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে পাসের দিকটা দেখার চেষ্টা করছে সে। ব্যাক ট্রেইল ধরে কয়েক পা গিয়ে দাঁড়াল ডেন। 'গান রেডি করো সবাই।'

আওয়াজটা কাছে চলে আসতে তারার আলোয় পাঁচ-ছয়টা আকৃতি দেখতে পেল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'পুল আপ!'

'ডেন, তুমি নাকি? আমি বুচ। তোমাদের ক্যাম্পে আসছি আমরা।'

আগুনের কাছে এসে বসল ডেন। চেহারা নির্বিকার। ভাবছে, এরা কেন এসেছে? ওয়াল্টার্সের শক্তি বৃদ্ধি করতে? পাঁচজন আউটল নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকল বুচ, আগুনের কাছে এসে স্যাডল থেকে নেমে বলল, 'আমাদের দেরি করার সময় নেই। ওয়াল্টার্স, তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে। এক মিনিটের জন্য এসো।'

তার সাথে নিচু গলায়, ব্যস্ত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ কথা বলে প্রায় তখনই চলে গেল দলটা। ওয়াল্টার্স বেডের কাছে ফিরে যেতে যেতে মন্তব্য করল, 'কাউকে খুঁজছে।'

ট্রিমেনকে আশ্বস্ত করার এমন সুযোগটা হাতছাড়া করল না ডেন। ফট্ করে বলে বসল, 'কাকে? ট্রিমেনের বউ-মেয়েকে?'

খিস্তি করে উঠল আউটল। 'মুখ বন্ধ করো!'

আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই রাত কেটে গেল। পরদিন লাঞ্চের জন্য ক্যাম্প করা হলো। এরমধ্যে ওয়াল্টার্সের মধ্যে মারমুখী একটা ভাব দেখা দিয়েছে। চট্ করে খেপে ওঠে, সবকিছুই তার কাছে অসহ্য মনে হয়। ডেন বুঝল শো-ডাউনের সময় এসে গেছে। সম্ভবত কাল সকালে কিছু ঘটবে। হয়তো ব্রেকফাস্টের পরপরই, অথবা দিনের যাত্রা শুরুর আগে। অতএব কিছু করতে হলে আজ রাতেই করতে হবে। রাতে শুতে যাওয়ার আগে রোজই জোনাথনের বাঁধন পরীক্ষা করে নেয় গ্রেগ ডেন।

কিন্তু কখনও তার সাথে কথা বলার সুযোগ পায়নি। কারণ ওয়াল্টার্স বা ক্রফোর্ড, কেউ না কেউ কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আজ নেই, শোয়ার আয়োজন করতে ব্যস্ত। ডেন নিশ্চিত জানে, ওর ওপর কড়া নজর রেখেছে লোক দুটো। অথচ ভাব করছে তাদের লক্ষ্যই নেই। সেদিকে নজর দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না ও, র‍্যাঞ্চারের বাঁধন পরীক্ষা করার ফাঁকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'কিছুক্ষণ পর বাড়তি ব্ল্যাঙ্কেট চাইবে। ওরা শুয়ে পড়লে একটা সিগারেট চাইবে।'

মুহূর্তের জন্য ট্রিমেনের মুঠো শক্ত হয়ে উঠতে দেখল ডেন, চেহারায় রাজ্যের বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটল। আর কিছু দেখার জন্য দাঁড়াল না ও। ঘুরে নিজের বেডের দিকে যাওয়ার পথে ভাবল, আউটল ব্যাটারা লোকটার মুখের ভাব দেখে না থাকলেই বাঁচি। না, তেমন কিছু ঘটেনি। একটু পর সবাই শুয়ে পড়েছে, এই সময় ট্রিমেন বলল, 'আমার আরেকটা ব্ল্যাঙ্কেট দরকার। শীত লাগছে।'

'আমি দিচ্ছি,' উঠে পড়ল। স্তূপ করে রাখা সাপ্লাইয়ের কাছে গিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্কেট বের করে নিল। ঝেড়েঝুড়ে ভাঁজ করল সেটা, ভাঁজের মধ্যে চট্ করে একটা সিক্স গান ভরে দিল, তারপর সবার চোখের সামনে দিয়ে ধীরস্থিরভাবে র‍্যাঞ্চারের কাছে এসে দাঁড়াল। মাটিতে বিছাল সেটা। গান কায়দা করে নিচে গুঁজে দিয়েছে।

'এটার ওপর শোও। বেশি ঠাণ্ডা পড়লে অর্ধেকটা ঘুরিয়ে এনে গায়ে দিতে পারবে।'

দু' মিনিট পর। 'আমাকে একটা সিগারেট দাও।'

বিরক্ত চেহারায় উঠে বসল ডেন। 'আবার সিগারেট? সাপারের পরই না একটা টেনেছ!'

'কি করব? আমার ঘুম আসছে না,' অভিযোগ জানাল র‍্যাঞ্চার। 'এইভাবে বেঁধে রাখলে কারও ঘুম আসে? পাশ ফিরতে পারছি না। নইলে নিজেই বানিয়ে নিতে পারতাম। আমার পকেটে টোব্যাকো আছে।'

'ঠিক আছে।' উঠে এল ও। ট্রিমেনের পকেট থেকে টোব্যাকো আর পেপার বের করে একটা সিগারেট রোল করল, আগুন ধরিয়ে তার ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে উঠল। শেষ মুহূর্তে খোলা ছুরিটা দেখতে পেল র‍্যাঞ্চার। ডেনের ছুরি। ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়ার মুহূর্তে ভেতরে ফেলে দিয়েছে।

'সময় বুঝে দড়ি কেটে ফেলো। কাল সকালে ক্রফোর্ডের ওপর নজর রেখো।' বিড়বিড় করে বলেই সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়াল। বিরক্ত কণ্ঠে সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'এই নাও। এবার দয়া করে ঘুমাতে দাও। আজ রাতে আর বিরক্ত কোরো না।'

একটু পর ওয়াল্টার্স উঠল। ঝুলিয়ে রাখা স্যাডল থেকে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে এসে আগুনের কাছে বসল। 'এসো, ক্রফোর্ড,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল। 'ঘুম আসছে না।'

রাতটা বলতে গেলে জেগেই কাটল গ্রেগ ডেনের। চোখ বুজতে সাহস হলো না। মনে হতে লাগল চোখ বুজলেই বুঝি ওরা আসল কাজ ঘটিয়ে বসবে। একেবারে ভোরের দিকে পুরো মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আউটল দুটো। তাদের নাক ডাকার বিকট শব্দে ডেনও নিশ্চিন্ত মনে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিল।

ক্রমে দিনের আলো ফুটল। এক আউটল নাস্তার জন্য নতুন করে আগুন ধরাল। ওয়াল্টার্সদের ঘুম ভাঙল ধীরে ধীরে। ঢুলু ঢুলু চাউনি দেখে ওদের দুটোকেই নীচ, ইতর মনে হতে লাগল। এখনই কিছু ঘটবে; ডেন ভাবল। লাথি মেরে গায়ের ব্ল্যাঙ্কেট ফেলে হাই তুলল। উঠে ট্রিমেনের কাছে গিয়ে পা দিয়ে গুঁতো মারল তাকে।

'ওঠো!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়াল্টার্স। রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'খবরদার! এভাবে লোকটাকে আর লাথালাথি করবে না! নিজেকে তুমি কি মনে করো?'

পাত্তা না দিয়ে বাঁধন খুলতে গিয়ে ট্রিমেনকে চোখ টিপল ও। ফিসফিস করে বলল, 'সময় হয়েছে।' সবাইকে শুনিয়ে আবার বলল, 'ওঠো!'

ঘুরে দেখল ওয়াল্টার্স ট্রিমেনের কোমরের দড়ি বাঁধা একটা গাছের দিকে যাচ্ছে। ওদিকে ক্রফোর্ড আগুনের অন্যপাশে দাঁড়ানো। সামান্য ঝুঁকে আছে সে, মুখের পেশী টান টান হয়ে আছে। বুঝেও না বোঝার ভান করল গ্রেগ ডেন। ব্যাটাদের প্ল্যান এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে ও। জানে, যা ঘটার এখনই ঘটবে।

ওয়াল্টার্স দড়ি বাঁধা কোন গাছের যেতে থাকলে ডেন স্বভাবতই সেদিকে তাকাবে লোকটা কি করছে দেখার জন্য, এই ফাঁকে আগুনের ওপাশ থেকে ক্রফোর্ড ওর পিঠে গুলি করবে। পরমুহূর্তে ওয়াল্টার্স পিছন ফিরেই ট্রিমেনকে গুলি করবে। ব্যস্, মামলা খতম।

জায়গামত পৌঁছে দড়িটা ধরল আউটল, সাথে সাথে ডেন নির্দেশ দিল, 'ওটা ছেড়ে দাও, ওয়াল্টার্স। ওটা তোমার দেখার বিষয় নয়।'

ও, ক্রফোর্ড আর ট্রিমেন মিলে চমৎকার একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি করেছে। নিজেকে ট্রিমেন আর ওয়াল্টার্সের মাঝখানে রেখেছে ডেন, ক্রফোর্ডের দিকে অর্ধেক পিছন ফেরা অবস্থায়। অত্যন্ত লোভনীয় এক টোপ হিসেবে।

নির্দেশ শুনে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ওয়াল্টার্স। 'হুকুম দিচ্ছ মনে হয়?' ঘেয়ো কুকুরের মত চেহারা হয়েছে লোকটার, তামাকের হলদেটে প্রলেপ পড়া দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে। খবিস মার্কা চেহারাটা আরও কদর্য হয়ে উঠছে। 'তোমার কাছ থেকে কোন অর্ডার শুনত চাই না আমি। বাই ক্রাইপস! অর্ডার শুনতে শুনতে কান পচে গেছে আমার। তোমার মত অসহ্য এক চরিত্রের ... ...!'

ও একটা সুযোগ খুঁজছিল, ওয়াল্টার্সের অকথ্য, অশ্রাব্য বচনগুলো তা এনে দিল। হোলস্টার থেকে বিদ্যুৎগতিতে গান তুলে আনল ডেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পিছনে জোনাথনের কোল্টের বজ্র হুঙ্কার শোনা গেল। কি

ঘটেছে ও তা দেখতে না পেলেও ওয়াল্টার্স দেখল। তার মুখের ওপর আতঙ্কের একটা মুখোশ দ্রুত তৈরি হলো এবং সেটা চিরস্থায়ী হয়ে গেল। ড্র সে করল বটে, তবে ক্রফোর্ডের পরিণতি চোখে পড়ে যাওয়ায় গতি অনেক ধীর হয়ে গেল।

তার গান ডেনের পেট বরাবরও উঠতে পারল না, ওর ছোঁড়া তপ্ত বুলেট তার আগেই লক্ষ্যে পৌছে গেল। প্রবল এক ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল ওয়াল্টার্স। অস্ফুটে 'হিক্!' ধরনের একটা শব্দ করে গান ছেড়ে তলপেট চেপে ধরল, উল্টো 'এল'-এর মত দু ভাঁজ হয়ে এলামেলো পায়ে ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

ডেনের গান পরক্ষণে বাকি তিন আউটলর দিকে ঘুরে গেছে। চোখ আর ঠোঁট গোল করে খেলা দেখছিল তারা, ডেনের চেহারা দেখে আঁতকে উঠে সটান সোজা হয়ে খেল।

'গান ফেলে দাও!' ধমকে উঠল ও।

বাঁ দিকে ট্রিমেনকে দেখা যাচ্ছে–দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সে-ও তাদের তিনজনের দিকে কোল্ট ধারে আছে। থুতনি খানিকটা সামনে বাড়ানো। নিজেদের দিকে দু দুটো গান তাক করা দেখে অবিশ্বাসে চোখ কপালে উঠল লোকগুলো। ওয়াল্টার্স তিন ভাঁজ হয়ে আছড়ে পড়ামাত্র তারাও হাত থেকে গান ছেড়ে দিল।

'গুড!' ডেন বলল। 'পথের জন্য যা যা দরকার, সব নিয়ে এখনই পালাও এখান থেকে। গান যেখানে আছে সেখানেই থাক। একদল জে টি হ্যান্ডের আসার কথা আছে। যদি তাদের সামনে পড়ে যাও, আমি তোমাদের কোন দায়িত্ব নিতে পারব না।'

আর বলার দরকার হলো না, ভীষণ তাড়াহুড়োর মধ্যে পালাল লোকগুলো। তারা চোখের আড়ালে চলে যেতে জ্বলন্ত কয়লার ওপর কফিপট বসিয়ে দিল ও। ট্রিমেন এগিয়ে এসে ইতস্তত গলায় বলল, 'আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, ডেন। ওরা আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, কিন্তু তার আগে বলো, মা আর এডনা নিরাপদে আছে কি না?'

'আছে। গ্র্যানির হোটেলে গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমরা সাহায্য নিয়ে ফিরে না যাওয়া গ্র্যানি তাদেরকে লুকিয়ে রাখবে। আর বব গেছে পিউমা কাউন্টিতে, পোসি নিয়ে শিগগিরি ফিরে আসবে।'

'থ্যাঙ্ক গড! এবার, একটা অনুরোধ করব, দয়া করে আমাকে বেঁধে রেখো না। আমি কথা দিচ্ছি আমি পালাব না।'

ডেন তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। 'ট্রিমেন, নতুন কেউ ভ্যালিতে গেলে তুমি জানতে চাও সে সত্যিকারের অপরাধী কি না। তারপর ঠিক হয় সে ভ্যালিতে থাকতে পারবে কি পারবে না। সেই প্রশ্নটা এবার আমি তোমাকে করছি। যে খুনের দায় তোমার ঘাড়ে চেপে আছে, সেটা কি সত্যি?'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'বাই গডফ্রাই, সত্যি না! কিন্তু বললেই কি তুমি বিশ্বাস করবে? কোর্টও করেনি। অথচ সেই হোল্ড আপ বা ড্রাইভারকে গুলি করা সাথে আমার কোনই সম্পর্ক ছিল না। আমি ছিলাম ঘটনা যেখানে ঘটে, তার কাছে ক্যাম্প করে ছিলাম। রাতে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় এক আউটল কোত্থেকে এসে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তার ঘোড়া খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল, সে সেটা ছেড়ে আমারটা নিয়ে পালিয়ে গেল। আর আমি খোঁড়া ঘোড়াসহ ধরা পড়লাম। সেটার স্যাডল পকেটে একটা মাস্ক ছিল। কিন্তু, গ্রেগ, আমি ... বিশ্বাস করো, সে ঘটনার সাথে আমার কোন সংশ্রব ছিল না। আমাকে ...'

'আমি বিশ্বাস করেছি।'

ওর দিকে বোকা বোকা চেহারায় তাকিয়ে থাকল বিশালদেহী লোকটা। 'ঠাট্টা করছ?'

মৃদু হেসে তার সাথে হ্যান্ডশেক করল যুবক। 'না, ট্রিমেন। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি। আমি কখনই তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। বব আর এডনাও করেনি। তবে তুমি বড় একটা ভুল করেছ সময় থাকতে ওদেরকে সত্যি কথাটা না জানিয়ে।'

চেহারা নির্বিকার হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চারের। চোখের পাতা পিটপিট করতে লাগল। ধরা গলায় বলল লোকটা, 'গ্রেগ, এই পরম মুহূর্তটির কথা আমি

জীবনে কোনদিন ভুলব না। কোনদিনও না।' পানিতে চোখ ভরে উঠল। চট করে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'এসো নাস্তা খেয়ে নিই। খুব খিদে পেয়েছে। বব যে কোন সময় এসে পড়বে।'

প্যাকিং শেষ হতে দূরে মেঘ ডাকার মত শব্দ উঠল। ভ্যালির দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসছে। ট্রিমেনকে গাছের আড়ালে পাঠিয়ে দিয়ে ডেন রাইডারদের খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকল। মিনিটখানেক পর দলটা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। 'হাইয়াহ্!'

জে টি হ্যান্ড!

হ্যাঙ্ক স্টেবিন তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে। টেক্সাস ও জেড স্টোনসহ তেরোজন হ্যান্ড আছে দলে। দুজন কমে গেছে–স্লিম আর ব্যান্ডি। আর কখনও রাইড করবে না তারা। ক্যাম্পে যখন পৌঁছল, তখন ভীষণ ক্লান্ত সবাই। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও নেই। ঘোড়াগুলোর অবস্থা আরও করুণ। ট্রিমেনকে দু পায়ে খাড়া দেখে ক্লান্তি ভুলে গেল হ্যান্ডরা, চওড়া হাসি দেখা দিল সবার মুখে। চারদিক থেকে মনিবকে ঘিরে ধরে তার সাথে হ্যান্ডশেক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'ওখানে এক প্যাক গ্রাব আছে, বয়েজ!' ডেন বলল। 'খেয়ে নিয়ে কিছু সময় রেস্ট করো। আমি আর ট্রিমেন ঘুরে দেখে আসি ববের কোন খবর আছে কি না।'

দুপুর পর্যন্ত একটানা সামনে ছুটল ওরা। তারপর কিছু সময় জিরিয়ে নেয়ার জন্য একটা ব্লাফের কিনরায় থামল। সেখান থেকে আঁকাবাঁকা ট্রেইল নেমে গেছে সামনের প্রশস্ত এক ভ্যালিতে। ব্লাফের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ট্রিমেন। ওদিকে ডেন ডিনার তৈরি করতে লাগল।

হঠাৎ ট্রিমেনকে চিৎকার করে উঠতে শুনে কাজ ফেলে ছুটে এল ও। দেখল এ-কান ও-কান বিস্তৃত হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, ডান হাতের মোটা তর্জনী দিয়ে সামনে কিছু দেখাচ্ছে। সেদিকে ঘুরে তাকাল

ও। দেখল রাইডারদের দীর্ঘ একটা সারি, ভ্যালির ওপাশের আকাশছোঁয়া পাহাড় থেকে নেমে আসছে।

এখনও অনেক দূরে আছে বলে খুব ছোট দেখাচ্ছে মানুষগুলোকে। পিঁপড়ের সারির মত এঁকেবেঁকে এদিকেই আসছে। এত লম্বা, মনে হলো তার বুঝি কোন শেষ নেই।

'ওই যে বব আসছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোষণা করল জোনাথন ট্রিমেন। 'সবার আগে আছে ও। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'শেরিফ কারসনও আছে ওখানে,' ডেন বলল। 'বব অবশ্য তার কাছে অন্য কোন নামে পরিচিত। তুমিও নিজের অন্য একটা নাম ঠিক করে নাও, জোনাথন। দরকার হতে পারে।'

'তুমি ... তুমি একজন ল অফিসার হয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিতে বলছ?'

'আমি কোন অফিসার নই,' মাথা নাড়ল ডেন, মৃদু মৃদু হাসছে। 'কখনও ছিলাম না। তোমাকে ভ্যালি থেকে বের আনতে অফিসারের ভান করে এসেছি। নইলে নোলান তোমাকে মেরে ফেলত।'

গম্ভীর হয়ে উঠল জোনাথন ট্রিমেন। 'এতদিন পর্যন্ত ঈশ্বর যখন এতই দয়া করল, আমি আর মিথ্যে বলতে পারব না, গ্রেগ। শেরিফকে আমার সত্যি পরিচয়টাই জানাব। ভয় কি? সর্বশক্তিমান যদি এখনও আমাকে ছেড়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে আর ছাড়বে না।'

'গুড লাক,' তার সাথে হাত মেলাল ডেন। 'তুমি তাহলে ওদিকে যাও। আমি ভ্যালিতে ফিরে যাচ্ছি।'

উনিশ

কিছুক্ষণ চোখমুখ কুঁচকে অনড় দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাক নোলান, তারপর পাশেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য দুই আউটলর উদ্দেশে 'দূর হও!' ধরনের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

'বাইরে কোথাও নিয়ে পুঁতে ফেলো এটাকে।' একটু সরে এসে বারে হেলান দিয়ে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। চাউনির জ্বলজ্বলে ভাবটা বিদায় নিয়েছে। চেহারা আগের মত নির্বিকার। ডেরিঙ্গারটা নেই, বুচ বিডেলের জীবন প্রদীপ নেভাতে কয়েক মুহূর্ত আগে যেখান থেকে বেরিয়েছিল, সেখানে চলে গেছে।

নিউট পার্ডি সময় বুঝে তার কাছে এসে দাঁড়াল। চাপা গলায় কৃত্রিম সঙ্কোচের সাথে বলল, 'নোলান, ট্রিমেনের বউ-মেয়ের খোঁজ দিতে পারলে তুমি যে পাঁচশ ডলার পুরস্কার দেবে ঘোষণা করেছিলে, সে টাকা বোধহয় আমার পাওনা হয়েছে।'

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল নোলান, তার মধ্যে থেকে এক মুঠো বিল করে তার হাতে ধরিয়ে দিল। গুণে দেখারও দরকার মনে করল না। পার্ডি গুণে দেখল এক হাজারের কিছু বেশি ডলার! ট্রেন ডাকাতি থেকে বুচ এবং তার ভাগে পড়েছিল সতের হাজার ডলার, বুচেরটাও এখন তার একার।

অর্থাৎ এই এক হাজার নিয়ে আঠারো হাজার! স্পেক ম্যাসনের খোয়া যাওয়া বেল্টটার জন্য আফসোস হলো। সেটা নিশ্চয়ই ট্রিমেন হাতিয়ে নিয়েছে। প্রথম সুযোগেই সবার নজর এড়িয়ে জে টি র‍্যাঞ্চে যেতে হবে, ঠিক করল পার্ডি। খুঁজে বের করতে হবে বেল্টটা।

জ্যাক নোলান চিন্তিত। বিরতি না দিয়ে একনাগাড়ে পান করে যাচ্ছে। মাতলামীর কোন লক্ষণ নেই, তবে হাঁটা কিছুটা আড়ষ্ট। মুখটা বিস্ময়করকম সাদা, চোখ জোড়া দু টুকরো কালো জেড পাথরের মত জ্বলছে। এডনা ছুঁড়ি অনেক ভুগিয়েছে, ভাবছে সে, তাকে সারা দুনিয়া চক্কর মারতে বাধ্য করে অনেক সময় অযথা নষ্ট করেছে। এ জন্য ওকে অনেক মূল্য দিতে হবে।

বেশ কিছু সময় ভাবনা-চিন্তার পর বার থেকে সরে এল সে। আর সব আউটলর উদ্দেশে বলল, 'তোমরা চালিয়ে যাও। ড্রিঙ্কসের খরচ নিয়ে ভেবো না।' সুইং ডোর দিয়ে বেরিয়ে এল, গ্যালারি অতিক্রম করে রাস্তায় পা রাখল লোকটা।

চারিদিকে আউটল; বোর্ড ওয়াকে ছোট ছোট দলে জটলা করছে। বেশিরভাগই মাতাল। তাদের মুখ খিস্তি আর হল্লার শব্দে টাউন মুখর। কিছু মাতাল পান করছে, কেউ কেউ মারপিট করছে। গ্র্যানির হোটেলের কাছে পৌঁছে নোলান দেখল সে ছাড়া আর কেউ নেই টাউনের এই অংশে। একটা নেড়ি কুত্তা আছে কেবল। তাকে দেখতে পেয়ে আধ হাত জিভ বের করে ঘন ঘন লেজ নাড়তে শুরু করেছে। পোর্চ হয়ে হোটেলের ডাইনিং রুমে ঢুকল জেন্টলম্যান জ্যাক।

গ্র্যানি ম্যাকেরেন নেই। কিচেনে খুঁজে দেখল সে, তারপর নিচতলার বাকি সব রুমে। নেই। অতএব নিশ্চিন্ত মনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল সে। কয়েক ধাপ উঠেছে, এমন সময় সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো চড়ুই পাখি আকৃতির গ্র্যানি। হাতে শটগান। তাকে দেখামাত্র চেহারাটা নির্দয়, কঠোর হয়ে উঠল বুড়ির। কড়া গলায় প্রশ্ন করল, 'কি চাও তুমি? এখানে কেন এসেছ?'

থেমে পড়ল লোকটা। এক হাত ব্যানিস্টারে, অন্য হাত কোমরে। 'তোমার এক গেস্টের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'আমার এখানে গেস্ট আসবে কোত্থেকে? হোটেলে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'তুমি মিথ্যে বলছ!' ধমকে উঠল নোলান। 'মিসেস ট্রিমেন আর এডনা আছে এখানে।'

'নেই বলছি কানে যায় না?' বুড়ি অটল। 'চলে যাও।'

'এটা আমার নিজেরই কাজ। শোনো, ওল্ড উওম্যান, আমি জানি ওরা এখানে আছে এবং আমি তাদের সাথে দেখা করতে আগ্রহী। গান নামাও, যেতে দাও।'

'না।' চোখ জ্বলে উঠল বৃদ্ধার।

'সরো!' আরও এক ধাপ উঠল লোকটা। রাগে ঘোলা হয়ে গেছে দৃষ্টি। 'সরে যাও আমার সামনে থেকে।'

শটগানের ব্যারেল সামান্য উঁচু হলো। 'আর এক পা উঠলে পস্তাতে হবে তোমাকে। আমি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি না।'

বুড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল নোলান। 'তুমি একটা বোকা! এই টাউন এখন আমি চালাচ্ছি মনে রেখো। এবং আমি যা চাই তা আদায় না করে ছাড়ব না।'

'টাউন চালাচ্ছ, চালাও গিয়ে। কিন্তু হোটেলটা আমার। আমি তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি।'

বাধ্য হয়ে এক পা নেমে গেল জেন্টলম্যান জ্যাক। চোখ জ্বলছে। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি। তোমার খাবারের সাপ্লাই কদিন চলবে? তারপর কি করবে? মিস ট্রিমেনকে বলবে আমি এসেছিলাম। আর আসব না। এবার ওকে আমার কাছে আসতে হবে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সে, কিন্তু এলাকা ছেড়ে গেল না। বরং এমন এক জায়গায় বসল যেখান থেকে হোটেলের সামনের ও পিছনের দরজার ওপর চোখ রাখা যায়।

একদল আউটলকে ডেকে সেলুন থেকে আরও লোক নিয়ে আসতে বলল সে। তাদেরকে হোটেলের চারদিকে পাহারায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে কড়াভাবে বলে দিল, এডনা ট্রিমেনকে পেলে যেন তার কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়।

একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেল নোলান। পেট ভরতেই ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসতে লাগল। তারওপর গত কয়েকদিনের মাত্রাতিরিক্ত পানের ফল যোগ হওয়ায় আর বসে থাকা সম্ভব হলো না, কোনমতে কোয়ার্টার্সে ফিরে শুয়ে পড়ল সে। সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটাল।

সাপারের পর আবার হোটেলের কাছে এসে দেখল আউটলরা তখনও চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সেটাকে। নোলানের মুখে করুণার হাসি ফুটল। ইচ্ছে করলেই সে জোর করে হোটেলে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা রাখে, ভাবতে ভালই লাগল তার। কিন্তু তা সে করবে না, বরং অপেক্ষা করবে। মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেবে ও এখন তার মর্জির অধীন।

তাকে নিয়ে সে যা খুশি করতে পারে। এই বোধটা মনের মধ্যে ঢুকলেই মেয়েটার অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সারারাত হোটেল

পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করে সেলুনে ফিরে এল লোকটা। দেদারসে পান করে টাউনের সমস্ত আউটল ততক্ষণে মোটামুটি আধা মাতাল হয়ে গেছে, তাই রাতের মত 'বিনে পয়সার' ছিপিটা লাগিয়ে দিল।

হোটেল ও সেলুনের মাঝে হাঁটাহাঁটি করে কাটাল সে। ঘুমানোর প্রশ্নই আসে না, কারণ সারা দুপুর ঘুমিয়ে সে চাহিদা পূরণ করে নিয়েছে। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে পাল্লা দিয়ে একটু একটু করে ধৈর্য হারাতে লাগল সে। ভোরের আলো ফুটতে জিনিসটা পুরোপুরিই হারাল। ঠিক করল এবার গায়ের জোরেই সমস্যার সমাধান করবে। যদিও খুব আশা ছিল এডনা হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে আসবে, তার করুণা ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু তা আর হলো কোথায়? কাজেই আর অপেক্ষা করা যায় না।

বড় কঠিন মনের মেয়ে এডনা ট্রিমেন, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রোলান। খাবার ফুরিয়ে গেলে না খেয়ে মরতে হয় মরবে, তবু তার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে আসবে না। কিন্তু মেয়েটা মরে গেলে তার কি হবে? সে তো ওই মেয়েকে ছাড়া বাঁচবে না।

নিজের এক লোককে ডাকল সে। 'বুড়ি শকুনটা ওপরতলায় যাওয়ার সিঁড়ির গোড়ায় শটগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি গিয়ে নিউটকে বলো সামনের এন্ট্রান্সে যেতে। আশেপাশে গুলি করে ওটাকে ভাগিয়ে দিতে।'

অস্বস্তি ফুটল লোকটার চেহারায়। 'কি বলছ তুমি! বুড়িকে গুলি করবে? মেয়েমানুষ ...'

'মেয়েমানুষকে গুলি করতে বলা হয়নি,' মেজাজ চড়ে গেল তার। 'বলা হয়েছে আশেপাশে গুলি করতে যাতে ওটা ভেগে যায়।'

এডনা ও তার মা কোন রুমে আছে, এরমধ্যে বুঝে ফেলেছে সে। যে রুমের সমস্ত শেড নামানো, সেটায় আছে। প্রথম আউটল চলে যেতে অন্য দুজনকে ডাকল নোলান। মেয়েদের নজর এড়িয়ে একটা মই নিয়ে আসতে পাঠাল। আনা হতে সেটাকে দোতালার এক খোলা জানালার নিচে দাঁড় করিয়ে সাবধানে উঠতে লাগল সে।

জানালায় পৌঁছে ভেতরে উঁকি দিয়ে বুঝল এটায় কেউ থাকে না। মেয়েদের মন অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার জন্য নিচে তার লোকেরা ক্রমাগত গুলি

করছে, এই সুযোগে আস্তে করে ঢুকে পড়ল নোলান। একটু উঁচুতে গুলি করছে তারা। বুলেট সিঁড়ির ওপরের সিলিঙে ঠক ঠক করে বিঁধছে, শুনতে পাচ্ছে। রুমের দরজা এক চুল ফাঁক করে উঁকি দিল সে। এটা হলের দিকে মুখ করা তিনটা রুমের মধ্যে শেষেরটা। মধ্যের রুমটা এটার উল্টোদিকে, একটু দূরে। গুলির ভয়ে সে রুমের সামনের ফ্লোরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে গ্র্যানি। তবে সাহস হারায়নি, শটগান সিঁড়ির দিকে তাক করে আছে। ওখানে কোন মাথা দেখা দিলেই ...।

দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে, মধ্যের রুমের দরজা নিঃশব্দে খুলে সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল। এটার পাশে রুমেই আছে মেয়েরা, ঠোঁট টিপে হাসল সে। এতক্ষণে তাহলে পৌঁছানো গেল অভীষ্ঠ লক্ষ্যে।

এবার দেখা যাক কে তাকে ঠেকায়! বুড়ির এদিকে নজর নেই, নজর আঠার মত সামনের দিকে সেঁটে আছে। বিড়াল পায়ে তৃতীয় রুমটার দিকে এগিয়ে গেল সে, নব ধরে আস্তে করে ঘোরাতে চাইল। ঘুরল না নব। ভেতর থেকে বোল্ট লাগানো।

কয়েক পা পিছিয়ে গেল নোলান, তারপর ছুটে গিয়ে কাঁধ দিয়ে দরজার ওপর আছড়ে পড়ল। উডওয়ার্ক থেকে ভেঙে বেরিয়ে গেল বোল্ট, একেবারে রুমের মাঝখানে পৌঁছে গেল সে। বেডের কাছে মেঝেতে হামা দিয়ে ছিল মা-মেয়ে, শব্দ শুনে চট করে পিছনে তাকাল তারা। পরমুহূর্তে মা ট্রিমেন চিৎকার করে উঠল। ধড়মড় করে উঠে মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়াল।

ধাক্কা সামলে দাঁড়াল জেন্টলম্যান জ্যাক নোলান। বাঁকা হাসি হাসল তাদের উদ্দেশে। 'তোমাদের একটা জিনিস ফেরত দিতে এলাম। এই যে,' একটা গ্লাভ সামনে বাড়িয়ে ধরল।

মা ট্রিমেন এরমধ্যে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। মানুষটা ছোটখাট হলে কি হবে, দাঁড়ানোর ঋজু ভঙ্গিটা দেখার মত। চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে।

'ওই মেকী ভদ্রতা দেখিয়ে আমাদের মন ভোলাতে পারবে না তুমি। আমরা জেনে গেছি তুমি একটা পশুরও অধম। নোংরা, বিষাক্ত। যদি

তুমি ভেবে থাকো ...!' থেমে ঘুরে দাঁড়াল সে, মেয়ের হাত ধরে পিছনের দরজার দিকে এগোল। ব্যাকরুমে যাওয়ার দরজা সেটা।

দরজাটা খুলে ধাক্কা দিয়ে এডনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল মহিলা। নিজেও ঢুকতে যাবে, এই সময় দুই লাফে এসে পড়ল নোলান। তাকে পিছনে টেনে নিয়ে এসে নিজে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দরজায় বোল্ট লাগিয়ে এডনার দিকে ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মারল মেয়েটা, কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটার একটা পায়া এসে তার কপালে আঘাত করল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল সে, পরক্ষণে সামলে নিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় বোল্ট ভেঙে দরজা হাঁ হয়ে গেল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফ দেয়ার ঝোঁক দমন করে ঘুরে তাকাল নোলান। দেখল গ্র্যানি খোলা দরজায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। শটগানটা তার পেট বরাবর ধরা। বৃদ্ধা একদম স্থির, শান্ত। একটা পেশীও কাঁপছে না। শুধু প্রাচীন চোখ দুটো জ্বলছে।

বিজয়ের আনন্দে তার কথা ভুলেই গিয়েছিল লোকটা, আবার দেখতে পেয়ে মনে পড়ল। অস্ফুট বিস্ময় ধ্বনির সাথে ডান হাতটা সোজা হলো তার, আস্তিনের ভেতর থেকে পলকে ডবল-ব্যারেল ডেরিঙ্গারটা মুঠোয় বেরিয়ে এল। রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। গ্র্যানির চোখে চোখ রেখে ট্রিগার টানল নোলান–ক্লিক!

আবার ট্রিগার টানল–আবারও ক্লিক!

আঁতকে উঠল নোলান। মারাত্মক এক ভুলের কথা মনে পড়ে গেছে সে। বুচ বিডেলকে হত্যার পর ডেরিঙ্গার রি-লোড করেনি সে। মনে ছিল না। কিন্তু এখন সে ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। এবং সে জন্য আফসোস করার সময়টাও পেল না সে, কারণ আসন্ন মৃত্যু শঙ্কায় মস্তিষ্ক কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য গুলির শব্দটা কান এড়াল না। গ্র্যানির প্রথম গুলিতে উড়ে রুমের মাঝখানে চলে গেল সে, পরের গুলিতে আক্ষরিক অর্থে দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে সারাঘরে ছড়িয়ে পড়ল। নিচে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দিল। নিউট পার্ডি দলবল নিয়ে দুদ্দাড় করে উঠে এল।

তৃতীয় গুলি করার জন্য শটগান ঘোরাবার চেষ্টা করল গ্র্যানি, কিন্তু ডোর কেসিঙে ব্যারেল আটকে যাওয়ায় ব্যর্থ হলো। হুড়োহুড়ি করে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়েও পারল না বৃদ্ধা, তার আগেই নিউট হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল সেটা। প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে বৃদ্ধাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রুমের মধ্যে এসে দাঁড়াল। গ্র্যানির ছোটখাট দেহটা উড়ে চলে গেল কয়েক হাত।

সামনেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত লাশটা দেখে স্থির হয়ে গেল পার্ডি। চোয়াল ঝুলে পড়ল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিজেকে ফিরে পেল সে। পিছনে জড় হওয়া আউটলদের দিকে ফিরে বলল, 'এখন থেকে আমি তোমাদের লীডার।' সবার ওপর চোখ বোলাল। 'কারও কোন আপত্তি আছে এ ব্যাপারে?'

'না,' এক বয়স্ক আউটল বলল। 'নেই।'

সবাইকে বিদায় করে এডনার দিকে মন দিল লোকটা। ও অসুস্থ বোধ করছে। দু হাতে মুখ ঢেকে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে একটু একটু। কিন্তু পার্ডি আমল দিল না। ধমকের সুরে বলল, 'তোমার পরিণতি কি হবে না হবে, তা নির্ভর করছে আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না পাওয়ার ওপর। প্রশ্নটা হচ্ছে, তোমার বাবা স্পেক ম্যাসনের গোল্ড মানিগুলো কোথায় রেখেছে?'

বিস্মিত দেখাল এডনা ট্রিমেনকে। 'স্পেক ম্যাসন কে? কিসের গোল্ড মানির কথা বলছ?'

'চিনতে পারছ না? যে লোকটাকে গ্রেগ ডেন পাসের বাইরে হজম করেছে, তার কথা বলছি।'

'আমি জানি না।'

'মিথ্যে বলছ!' দাঁত খিঁচাল লোকটা। 'তোমার মুখ থেকে কি করে সত্যি কথা বের করতে হবে, তার কায়দা আমার জানা আছে। তখন বুঝবে নোলান বরং অনেক ভাল ছিল। বলো, নইলে তোমাকে ওদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে,' ইঙ্গিতে বাকি আউটলদের দেখাল।

'বললাম তো আমি জানি না।'

'অ্যাই! তোমরা কয়েকজন ...' হঠাৎ থেমে গেল সে। বিল্ডিঙের বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। বিস্ময় আর হতাশার। প্রথমে কয়েকটা পিস্তলের গুলি প্রতিধ্বনি তুলল, তার পরপরই অসংখ্য গান একসাথে গর্জে উঠে টাউন কাঁপিয়ে দিল। সাইডওয়াক ধরে জানপ্রাণ নিয়ে অরেকের দৌড়ে পালাবার শব্দ উঠল। বাইরে কি ঘটছে বুঝতে না পেরে অন্তরাত্মা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল নিউট পার্ডির।

'জায়গা ছেড়ে নড়বে না,' এডনাকে দাঁত খিঁচিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। স্যাশ তুলে বাইরে তাকাল। মানুষজন চারিদিকে ছোটাছুটি করছে। কিসের ভয়ে কে জানে! কয়েকজনকে মাউন্টে চড়ার জন্য হাঁচড়পাঁচড় করতে দেখা গেল, কিন্তু উঠতে পারছে না। কারণ ভয় পেয়ে যাওয়ায় পশুগুলো মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকতে চাইছে না।

বেশ কিছু আউটলকে রাইফেল হাতে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, পাসে যাওয়ার ট্রেইলের দিকে অনবরত গুলি করছে। ট্রেইল চোখের আড়ালে বলে তাদের লক্ষ দেখা যাচ্ছে না। এডনার কথা ভুলে দৌড়ে বেরিয়ে এল পার্ডি, পোর্চে পৌছতে স্পষ্ট দেখতে পেল সব।

পাহাড়ের দিক থেকে দেড় ডজনেরও বেশি রাইডার আসছে! তাদের নেতৃত্বে রয়েছে গ্রেগ ডেন। পাশে হ্যাঙ্ক স্টেবিন। নির্বাসিত জে টি হ্যান্ডদের সবাই আসছে। সব মিলিয়ে মাত্র সতেরো-আঠারোজন। এদিকে আউটলরা কম করেও একশজন, তবু ব্যাটারা ভয়ে ছোটাছুটি করছে দেখে খুব রাগ হলো পার্ডির। ঘোড়া নিয়ে সেলুনের দিকে ছুটল। সেখানেই জড় হয়েছে সবাই, নেতার অভাবে চরম বিশৃঙ্খল আর নৈরাজ্যজনক অবস্থা।

'হয়েছে কি তোমাদের?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'গডেলমাইটি! মাত্র দশ-পনেরজন, তার ভয়ে এই অবস্থা? গলিতে গলিতে ঢুকে পড়ো, ঘিরে ফেলো ওদেরকে। খতম করে দাও।'

তাতে কিছুটা কাজ হলো। বিশৃঙ্খলা সামান্য কমল, আসন্ন বিপদ ঠেকাতে সংগঠিত হতে লাগল আউটলরা। কিন্তু শত্রুবাহিনী হোটেলের এপাশে এল না, হোটেলে ঢুকেই দরজা-জানলার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে টাউন অবরোধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। ডেন এই ফাঁকে মিসেস

ট্রিমেন ও এডনার খবর নিতে ভেতরে চলে এল। গ্র্যানিকে দেখতে পেল সিঁড়ির শেষ ধাপে গালে হাত দিয়ে বসা।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাকে। শুকনো মুখটা আরও শুকিয়ে গেছে। ওকে দেখে হাসি ফুটল বুড়ির মুখে, কথা না বলে হাত তুলে ওপরতলা ইঙ্গিত করল। কয়েক লাফে দোতলায় উঠে এল ডেন, প্রথমেই চোখ পড়ল এডনার ওপর–হলের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হলো না, ডেনকে দেখামাত্র দু হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি। দৌড়ে গিয়ে ওকে বুকের সাথে পিষে ফেলার আয়োজন করল যুবক। 'এড! এড! তুমি ঠিক আছ?' আবেগে গলা কেঁপে গেল ওর। 'ঠিক আছ তুমি?'

'আমি ঠিক আছি, ডেন।'

'মা?'

'মা পাশের রুমে আছে।'

এডনাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে পাশের রুমে এল ও। দেখল বেডে শুয়ে আছে মিসেস ট্রিমেন। নোলান ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ায় পায়ের কবজিতে ব্যথা পেয়েছে। দরজায় সাড়া পেয়ে দুর্বল ভাবে উঠে বসল মহিলা, ডেনকে দেখে কিছু সময় অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকিয়ে থেকে নীরবে কাঁদতে লাগল। পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিল যুবক। মা-মেয়ের কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনল।

'এখন চার্জে আছে নিউট পার্ডি। লোকটা নোলানের চাইতে বহুগুণ জঘন্য। তুমি যদি শুধু জে টি বয়দের নিয়ে এসে থাকো, তাহলে আমাদের কোন আশা নেই।'

শব্দ করে হাসল যুবক। 'এরা তো কেবল অ্যাডভান্সড পার্টি। ওই যে, কান পেতে শোনো।'

আওয়াজটা কানে যেতে মা ট্রিমেন ও এডনা আড়ষ্ট হয়ে গেল। নানারকম আওয়াজ আসছে বাইরে থেকে, কিছু কিছু গুলির শব্দও উঠছে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে পাথুরে মাটিতে লোহার নাল পরা পায়ের ছন্দোবদ্ধ শব্দ। দূরে কোথাও একটানা মেঘ ডাকার মত।

'এসো,' এডনার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে ছুটল ডেন। নিচে এসে দরজার এপাশে দাঁড়াল যাতে উড়ন্ত বুলেট নাগাল না পায়।

রাইডারদের আঁটসাঁট একটা দল ক্রমাগত বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। কম করেও চল্লিশজন হবে তারা–প্রত্যেকে কঠিন চেহারার, বলিষ্ঠদেহী। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে দুজন বিশালদেহী এবং এক যুবক। শেরিফ কারসন, জোনাথন এবং বব।

'ড্যাড!' চেঁচিয়ে উঠল এডনা। 'বব!'

'ডেকে লাভ নেই,' ডেন বলল। 'এত শব্দের মধ্যে শুনতে পাবে না। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।'

দৌড়ে গেল ও। একটা বাঁক নিয়ে তীরবেগে টাউনের কেন্দ্রের দিকে চলল। সেখানে কোথাও আছে নিউট পার্ডি। লোকটাকে কিছুতেই পালাতে দেয়া যাবে না। ডেনের আশপাশ দিয়ে আতঙ্কিত আউটলরা দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটছে, ওকে দেখেও দেখছে না তারা। কোনমতে পাহাড়ে পৌঁছে গা ঢাকা দেয়ার গরজটা তাদের বেশি।

কিন্তু ভাগ্যে সে সুযোগ জুটল না। পোসিরা টাউন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সামনের পথ আগলে দাঁড়াল, তাদেরকে ঘেরাও করে গরুর পালের মত স্টোর কোরালের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ চোখের কোনা দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়ে ঘুরল ডেন। কিছুটা দূরে নোংরা আবর্জনার উঁচু একটা স্তূপের ওপাশ থেকে কাউকে লাফিয়ে উঠতে দেখল। উঠেই সামনে দৌড় দিল সে।

ওর বুকের রক্ত ছলকে উঠল। নিউট পার্ডি! চিৎকার করে লোকটাকে থামতে বলল ডেন। কাজ হলো না, পিছনে এক পলক দেখে নিয়ে দৌড়ের গতি বরং আরও বাড়িয়ে দিল লোকটা। ডেনও পিছন পিছন ছুটল। একটা কেবিনে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল পার্ডি। কেবিনটায় রাস্তার দিকে একটা জানালা আছে–সেটা পুরো খোলা।

গ্লাস বা স্যাশ, কোনটাই নেই। দিক বদলে সেটার দিকে ছুটল ডেন, পার্ডি দরজা ঠিকমত লাগাতে পারার আগেই লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল জানালা দিয়ে। সার্কাসের বাঘ রিঙের মধ্যে দিয়ে যেভাবে লাফ দেয়, অনেকটা

সেইভাবে। ফ্লোরে পড়েই গড়াতে শুরু করল সে। ওদিকে বিস্ময়ে আর আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল পার্ডি। ব্যস্ত হয়ে দরজায় বার লাগাচ্ছিল, সেটা ছেড়ে ঘুরেই ফ্লোরে দ্রুত গড়াতে থাকা কাঠামোটার দিকে গুলি করল। ঠক্ করে ফ্লোরে বিঁধল সেটা।

দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ পেল না সে, আগেই একটা ছোট আয়রন স্টোভের আড়ালে চলে গেল ডেন। নিউটও একটা বাক্সের আড়ালে গা ঢাকা দিল। 'নিউট, যতই চেষ্টা করো, পালাতে পারবে না তুমি,' গলা চড়িয়ে বলল ডেন। 'আমি তোমাকে খতম করতে এসেছি। কারণ আমি জানি এক্সপ্রেস ট্রেনের মেসেঞ্জারকে যে দুজন হত্যা করেছে, তুমি তাদের মধ্যে একজন।

'স্পেক, রেড বা ম্যাগিলদের মানুষ খুন করার মত মনের জোর নেই। ছিল না। তোমাদের লীডার ছিল বুচ রিডেল। সাক্ষীরা বলেছে, তুমি আর ওয়াইওমিং মিলে এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারকে হত্যা করেছ। ঠিক?' ইচ্ছে করেই খানিক বিরতি দিল ও। 'সত্যি কথাটা স্বীকার করার মত মনের জোর আছে তোমার, পার্ডি? থাকলে মুখ খোলো। স্বীকার করো আমি যা বলছি ঠিক বলছি।'

রাগে চোখ জ্বলে উঠল পার্ডির। 'অবশ্যই আছে! হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি আর ওয়াইওমিং হত্যা করেছি তাকে। তাতে কি?'

'প্রস্তুত হও, নিউট। আমি তোমাকে হত্যা করতে আসছি। চেষ্টা করে দেখো নিজেকে রক্ষা করতে পারো কি না।' জায়গা থেকে এক গড়ান দিয়ে সরে গেল ও, গুলি করতে করতে উঠে দাঁড়াল। আধা অন্ধকার কেবিনে বারবার ঝলসে উঠতে লাগল ওর গান মাযল।

বাক্সের আড়াল থেকে ঝুঁকে দাঁড়ানো আকৃতিটা লক্ষ্য করে পার্ডিও ট্রিগার টানতে লাগল–কিন্তু একটা গুলিও লাগাতে পারল না। একে ভেতরে আলো কম, তারওপর অত্যন্ত উত্তেজিত ও মরিয়া বলে মাথা ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আরও একটা গুলি করল সে। কিন্তু দেরি হয়ে গেল, তার আগেই বুকে গুলি খেয়ে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল সে।

তার গুলিটা লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে দেয়ালের কোথাও গিয়ে বিঁধল। পড়েই ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল নিউট পার্ডি, কিন্তু পারল না। হাতে একটুও শক্তি পাচ্ছে না। তার মনে হলো ও দুটো যেন রাবারের তৈরি, ভর দিতে গেলেই ভাঁজ হয়ে যায়। কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। কেবিনের বাইরে দুজন মানুষ ভেতরের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল–জোনাথন ট্রিমেন ও হ্যাঙ্ক স্টেবিন। ছুটে এল তারা, দড়াম করে দরজা খুলে ফেলল। পরমুহূর্তে থমকে গেল সামনের দৃশ্য দেখে।

গুলিবিদ্ধ নিউট পার্ডির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথা কোলের ওপর নিয়ে বসে আছে গ্রেগ ডেন। পার্ডিকে কিছু বলছে দ্রুত কণ্ঠে।

'শোনো, পার্ডি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? যাওয়ার আগে একটা কথা শুনে যাও। কথাটা ওয়াইওমিংকেও বলেছি। ট্রেন হোল্ড আপের সময় তুমি আর সে যে এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারকে হত্যা করে মরা গরুর মত টেনে কার থেকে ফেলে দিয়েছিলে, সে কে ছিল, জানো? আমার ভাই ছিল। তার খুন হওয়ার খবর পেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এর প্রতিশোধ আমি নেবই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আজ সে প্রতিজ্ঞা পুরো হয়েছে।

বিশ

গ্র্যানির হোটেলে আনন্দভোজ চলছে। তার তিনটা মুরগি এতদিন আউটলদের চোখ এড়িয়ে ছিল, আজকের ঐতিহাসিক বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে সেগুলো দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চিকেন ফ্রাই রেঁধেছে গ্র্যানি। শেরিফ কারসন, জোনাথন ট্রিমেন, গ্রেগ ডেন, বব, মা, এডনা, জেড স্টোন, টেক্সাস, হ্যাঙ্ক স্টেবিন খেতে বসেছে। গ্র্যানিও আছে তাদের সাথে। সবাই তৃপ্তির সাথে খাচ্ছে দেখে বৃদ্ধা খুশি।

'আমি আজ থেকে ধর্মকর্মে মন দেব ঠিক করেছি,' জোনাথন খাওয়া শেষে বলল। 'কারণ আজ আমার জীবনে বড় একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে। একটা না, দুটো। একটা হলো, গ্রেগ ডেন আজ আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আর, বাইশ বছর ধরে বয়ে বেড়ানো এক খুনের দায় থেকে আজই আমি মুক্তি পেয়েছি।

'অথচ এই বাইশটি বছর ভয়ে ভয়ে কেটেছে আমি। আজ যখন প্রথম অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল, ঠিক করলাম শেরিফ কারসনের কাছে সারেন্ডার করব। কিন্তু তার আগেই ববের মুখে দ্বিতীয় সু-খবরটি শুনে বুঝলাম, আমার জীবনে আরও একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে।

'সেটা কি, ড্যাড?' এডনা জানতে চাইল।

'আমি যে খুনের দায় থেকে পালিয়ে বেড়াতে চেষ্টা করছিলাম, সে খুন কে করেছে জানা গেছে। শেরিফ কারসন সান ফ্রান্সিসকোয় ওয়্যার করে জেনেছে। ঘটনাস্থল থেকে আমার পালিয়ে যাওয়ার পর মনটানায় পালমারের রোড-এজেন্ট দলের এক সদস্য ধরা পড়ে। সেই লোক সেই স্টেজ ড্রাইভারকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে।

'সে-ই আমার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যায়। আমি যে নির্দোষী, ক্যালিফোর্নিয়া অথরিটি সে খবর পেয়ে আমাকেও জানাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাকে পায়নি। আমার কোন আত্মীয়-স্বজনেরও খোঁজ বের করতে পারেনি, তাই চুপ করে বসে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছু করারও ছিল না। বিশ বছর আগেই যে সরকারী নোটিসের মাধ্যমে আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, আমি সে খবর জানতে পারিনি। কেবল ভয়ে ভয়ে দিন কাটিয়েছি।'

শেরিফ সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'ঠিক।'

অস্বস্তিকর নীরবতা। মা, এডনা ও বব বারবার জোনাথনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের মুখে হাসি, চেহারায় গর্ব।

একে একে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল শেরিফ। বলল, 'বুচ বিডেল আর নিউট পার্ডি ট্রেন হোল্ড-আপের গোল্ড মানি কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে, সে ব্যাপারে তোমাদের কারও ধারণা আছে?'

মাথা নাড়ল সবাই। ডেন বলল, 'খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু কোত্থেকে শুরু করব, তাই ভাবছি।'

'ওগুলোর খোঁজ যে দিতে পারবে, তার জন্যে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ডাকাতদের সনাক্ত করতে পারলে আরও পাঁচ হাজার। আমার মনে হয় এই পুরস্কারটা গ্রেগ ডেন...'

দ্রুত মাথা নাড়ল ও। 'আমি টাকা চাই না, শেরিফ। ও টাকা বার্ট ক্র্যানডালের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

'ক্র্যানডালের কেউ নেই।'

'তাহলে অর্ধেকটা হ্যাঙ্ক স্টেবিনকে দেয়ার ব্যবস্থা করো। ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থেকেছে।'

মুখ তুলল বিস্মিত বৃদ্ধ। চাপা কণ্ঠে বলল, 'আমাকে? শাকস্!'

একটু পর সবাই হোটেলের লম্বা গ্যালারিতে চলে এল। ওদিকে পালাতে ব্যর্থ হওয়া আউটলদের স্টোর কোরালে ঢুকিয়ে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। আর যারা ফাঁকতালে পালিয়ে পাহাড়ে পৌঁছতে পেরেছে, তারা বেঁচে গেছে। লস্ট ভ্যালির কিছু জঞ্জাল পরিষ্কার হয়েছে।

'এখানে আমার একজন ডেপুটি শেরিফ দরকার,' কারসন বলল চিন্তিত কণ্ঠে। নজর হ্যাঙ্ক স্টেবিনের ওপর। 'মাসে একশ ডলার বেতন দেয়া হবে। হ্যাঙ্ক, হাত তোলো দেখি। তোমাকেই শপথ পড়িয়ে যাই।'

সবার উঁচু গলার বিস্ময় ও উৎসাহ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধ আবার বলল, 'আমাকেই? শাকস্!'

ডেপুটি হিসেবে শপথ নেয়ার পর থেকে নিজেকে বেশ দামী মানুষ মনে হতে লাগল তার। এখন তাকে র‍্যাঞ্চের কেবিন ছেড়ে টাউনে এসে থাকতে হবে, তাই নিউট পার্ডির কেবিনের অবস্থা দেখতে এল সে। ওটা দিয়ে কাজ চালানো যাবে কি না বুঝতে হবে। ভাবতে ভাবতে কেবিনের ভেতরে পা রাখল রোজালিনের ডেপুটি শেরিফ, পরমুহূর্তে একটা আলগা তক্তায় পা পড়ে যাওয়ায় ধুম করে আছাড় খেল।

'হলো তো?' উঠে বসল লোকটা। চেহারা বিকৃত করে ডান হাঁটুতে হাত বোলাতে লাগল। 'আমি জানতাম, এমন কিছু একটা না ঘটেই পারে না।

আমার বেলায় শুভ কাজে নিশ্চই বাধা পড়বে। ভাল কিছু আমার কপালে যদি থাকত।'

উঠে তক্তাটা পরীক্ষা করে দেখল সে। অন্যগুলোর চেয়ে এটা একটু খাট। রাগ ঝাড়তে ওটায় লাথি মারল, অমনি খানিকটা পাশে সরে গেল তক্তা। নিচে কি যেন চকচক করে উঠল। ঝুঁকে দেখতে গিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল বৃদ্ধের। জুপিটারের ট্রেন হোল্ড-আপের সতের হাজার নিউ গোল্ড মানির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে।

***

যেখানে প্রথম দেখা, আপার পাসের সেই পিনাকলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখল গ্রেগ ডেন ও এডনা। রঙের দাঙ্গা দেখল। কারও মুখে কথা নেই। প্রকৃতি ওদের ভাষা কেড়ে নিয়েছে যেন।

কিছুক্ষণ পর এক হাতে ডেনের কোমর বেষ্টন করে দাঁড়াল এডনা। ওর কাঁধে মাথা রেখে স্বপ্নাবিষ্টের মত সামনে চেয়ে থাকল। মৃদু বাতাসে কানের দুপাশের কয়েক গাছি আলগা চুল উড়ছে। আকাশের রঙের প্রভাবে ওর মিষ্টি চেহারাটা অদ্ভুত মায়াবী রূপ ধারণ করেছে। চোখ হাসছে থেকে থেকে।

অন্যদিকে গ্রেগ ডেন ওর অতল আইরিশ নীলের সাগরে অসহায়ের মত তলিয়ে যেতে লাগল।

শেষ